বিবিধ গল্প।

৺হরনাথ বসু মোক্তার প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীযদুনাথ বসু কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
১০৫নং গ্রে ষ্ট্রীট, প্রতিভা প্রেসে
শ্রীমোহিনীমোহন দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
সন ১৩১৯ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা।

আমার ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কাল হইতে আমার শিক্ষাগুরু জিলা বরিশালের স্বনাম প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় প্রধান মোক্তার মুন্সী ইয়্যাতুল্লা সাহেবের নিটক হিন্দী ও পারস্য ভাষা অভ্যাস করিয়াছি। পরে মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পঁয়ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত মোক্তারী কার্য্য করিয়াছি। সেই সময় হইতে বহু-লোকের সভায় গল্প করিয়া আসিতেছি। পরে আমার কয়েকজন বিশেষ হিতৈষী মহোদয়ের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, আমার কথিত গল্পগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম। পুস্তক প্রণয়ণকালে ভাষার পারিপাট্টের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যাহাতে গল্পের ভাব সহজে বোধগম্য হইতে পারে সেই জন্য অতি সরল ভাষায় এবং কোন কোন স্থলে চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

এই পুস্তক সম্বন্ধে দেশপ্রসিদ্ধ মহোদয়গণের মতামত সম্বলিত প্রশংসাপত্র এই পুস্তকের সঙ্গে মুদ্রিত করিলাম। এক্ষণে জনসমাজে সাদরে গৃহিত হইলেই চরিতার্থ হইব এবং পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব ইতি।

১লা বৈশাখ, সন ১৩০৮। } শ্রীহরনাথ বসু।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা।

৺পিতাঠাকুর হরনাথ বসু মহাশয়ের প্রণীত "বিবিধ গল্প" দ্বিতীয়বার প্রকশিত হইল। প্রথমবারের প্রকাশিত পুস্তক সকলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করায় বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি। প্রথমবারের ন্যায় এইবারও সকলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে পরম প্রীতিলাভ করিব। ইতি।

তারিখ ১৫ই ফাল্গুন ১৩১৯। শ্রীযদুনাথ বসু,

প্রকাশক।

প্রশংসাপত্র।

জিলা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত সুন্দর গ্রামনিবাসী বাবু হরনাথ বসু মোক্তার একজন সুপ্রসিদ্ধ গল্পনবীশ। ইঁহার নাম বাকরগঞ্জের প্রায় সকলের নিকটই পরিচিত। ইঁহার গল্পে হাসি আছে, কান্না আছে এবং উপদেশও আছে। যে যেভাবে যাহা চায় অনেক গল্পে তাহা পায়। যিনি ইঁহার গল্প শুনিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। ইতি ৮।১।০৭।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত,

বরিশাল।

শ্রীযুত হরনাথ বসু মহাশয়ের মুখে কয়েকটী গল্পশুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম পূর্ব্বে অনেকে এরূপ গল্প জানিতেন, এবং তাঁহারা সভাসদরূপে সর্ব্বত্র আদৃত হইতেন। আর সময়ে সময়ে এই সমস্ত গল্পশুনিয়া সাংসারিক নানারূপ ক্লেশ উৎপীড়িত ব্যাক্তিগণের মনে অনেক শান্তিলাভ হইত। এইক্ষণ সাংসারিক দুশ্চিন্তা ও মানসিক কষ্ট হইতে বিচলিত করিয়া অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও মনেরভাব দূরীভূত করিতে পারে এমন কিছুই নাই। এই উদ্দেশ্যে পূর্ব্বে যে সমস্ত উপায় অবলম্বিত হইত সমুদায়ই এক্ষণে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। বসু মহাশয় যে সমস্ত গল্প বলেন, তৎসমুদয় মুদ্রিত হইলেও গল্প গুলি থাকিয়া যাইবে। নতুবা ইঁহার মৃত্যুর পরই লুপ্ত হইবে। এই গল্পগুলি ছাপাইবার পক্ষে ইঁহার সাহায্য আবশ্যক। আমি যথাসাধ্য সাহায্য করিব। দেশহিতৈষী সমুদয় ব্যক্তিরই সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

শ্রীদীননাথ সেন।

(পূর্ব্ববঙ্গের স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টার)

১৫।১০।৯৭, ঢাকা।

গ্রন্থকর্ত্তার সংক্ষিপ্ত জীবনী।

জিলা বরিশালের অন্তর্গত স্বরূপকাঠি ষ্টেসনাধীন সুন্দরগ্রামে সন ১২৪০ সালের ২৫ শে কার্ত্তিক তারিখে সুপ্রসিদ্ধ গল্পনবীশ ৺হরনাথ বসু মহাশয় জন্ম পরিগ্রহ করেন। ইনি বঙ্গজ কায়স্থ চক্রপাণি বসুর সন্তান। ইহার পিতা ভৈরবচন্দ্র বসু রায়কাঠির জমিদার রাম রাম রায় চৌধুরী মহাশয়ের ষ্টেটে নায়েব ছিলেন। ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺অভয়চরণ বসু মহাশয় নানা প্রকার অভাব অভিযোগে থাকিয়াও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লেখা পড়া শিক্ষা দিতে বিশেষ যত্ন করেন। পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া রামায়ণ ও মহাভারত কণ্ঠস্থ করেন। পরে ষোল বৎসর বয়ঃক্রম কালে বরিশালের স্বনাম প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় প্রধান মোক্তার মুন্সী ইয়্যাতুল্লা সাহেবের নিকট হিন্দী ও পারস্য ভাষা অভ্যাস করেন। পরে মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পঁয়ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত দক্ষতার সহিত মোক্তারী কার্য্য করেন। সেই সময় হইতে বহুলোকের সভায় গল্প করিতেন এবং সেই কথিত গল্পগুলির কতক গল্প "বিবিধ গল্প" নামে পুস্তকাকারে জনসমাজে প্রচার করিয়া যশস্বী হন। অন্যান্য অনেক গুণ থাকা স্বত্বেও বসু মহাশয় গল্পের জন্যই সকলের নিকট পরিচিত। গত সন ১৩১৮ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে হৃদরোগে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইহার অভাবে বরিশাল একটী রত্ন হারাইয়াছেন ইতি।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
* খোদা কেয়া কর্‌নে ছাক্তা নেই	১	* বাদ্‌সা ও গোয়ালিনী	
* মিট্টিমে জাগা … …	১	ধুলা খেলা … …	৬৩
রাজা রাজবল্লভ … …	৩	দশ চক্রে ভগবান ভূত…	৬৮
মানধাতা … … …	৬	* ইমান্‌দার … …	৭০
* খোসামোদে চাকর … …	১০	ঠগের বাজার… …	৭২
স, সে, মি, রা, … …	১১	হাম্‌ নাচা আক্কেল পায়া	৭৬
প্রবেট … … …	১৫	* আগড়্‌ মগড়্‌ …	৮১
* বাদসার দুর্গাপূজা … …	২০	বাঞ্ছারাম ঘোষ …	৮২
চিত্রগুপ্ত … … …	২৫	* গন্ধর্ব্ব ছেন্‌ মর্‌গেয়া…	৮৬
* বুদ্ধি অমূল্য … …	২৮	চিত্রগুপ্ত সাস্‌পেণ্ড …	৮৮
দেখ কি হয় … … …	৩২	* আহম্মক্‌কা ফর্দ্দ …	১০১
ব্রাহ্মণীর মাথা প্রসব … …	৩৪	রাজার দৃষ্টি অথবা ঈশ্বরের কোপ	১০৩
জ্যোতির্ব্বেত্তার গণনা … …	৩৬	কম্বল … …	১০৪
বাঘের বাপের শ্রাদ্ধ … …	৩৭	ইক্ষুবন ও শিবাই …	১০৫
* ছের্‌ বুড়ীদা লাজেমাচ্‌ৎ …	৪০	* বাদ্‌সাই চাল …	১০৬
সার্টিফিকেট … … …	৪৩	ধোপাই বাজা… …	১১০
ধর্ম্মরক্ষা … … …	৪৪	* বীর্‌বলকা ভাঙ্গা …	১১০
মিথ্যা সাক্ষীর ফল … …	৪৫	অদৃষ্ট … …	১১২
কর্জ্জ শোধ … … …	৪৭	মুরারী রব মাধুরং …	১১৩
ধার্ম্মিক রাজার চাকুরী… …	৪৮	* যো খোদেগা ঐ গীড়েগা	১১৪
কল্পতরু … … …	৫০	রতনেই রতন চিনে …	১১৭
* দেশওয়ালীর শ্রাদ্ধ … …	৫১	বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যাতে …	১১৮
কবিতার মূল্য লক্ষ টাকা …	৫৪	মারেও বান্ধেও …	১১৯
এখন আমি কালিদাস …	৫৬	দান … …	১২০
বালিকা ছতুষ্টয় …	৫৭		

ষ্টার চিহ্নিত গল্পগুলি হিন্দী

বিবিধ গল্প।

খোদা কেয়া করনে ছাক্তা নেই।

(পরমেশ্বর কি করিতে পারেন না ?)

এক্‌রোজ্‌ বাদ্‌সা বীর্‌বল্‌ছে পুছা,—বীর্‌বল্‌! খোদা কেয়া কর্‌নে ছাক্তা নেই ? (এক দিবস বাদসা বীর্‌বলের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,—বীরবল! পরমেশ্বর কি করিতে পারেন না ?)

বীর্‌বল্‌ যওয়াব্‌ দিয়া,—খোদাওণ্‌! খোদা ছব্‌ কর্‌নে ছাক্তা হায়্‌,—লেকেন্‌ বে এন্‌ছাপ্‌ নেহিকর্‌ ছাক্তা হায়্‌। (তদুত্তরে বীর্‌বল বলিলেন,—ধর্ম্মাবতার! পরমেশ্বর সব করিতে পারেন কিন্তু অবিচার করিতে পারেন না।)

মিট্টীমে জাগা।

(মৃত্তিকায় লীন হইবে।)

বাদসার হুজুরে একব্যক্তি নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হইলে, বাদসা আসামীকো কতোল্‌ কর্‌নেকা হুকুম্‌ ছাদের্‌ কিয়া (বাদসার হুজুরে এক-ব্যক্তি নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হইলে, বাদ্‌সা আসামীকে কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন।)

আসামী মনে মনে ভাবিল, প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছে—ইহা হইতে আর অধিক কিছু করিতে পারিবে না—এক্ষণ মনের সাধ মিটাইয়া, গালাগালি করিয়া নেই। ইহা স্থির করিয়া, আসামী বাদসাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করিতে আরম্ভ করিল।,

আসামী কি বলিতেছে বাদ্‌সা তাহার মর্ম্মবুঝিতে না পারিয়া, উজীরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কয়াদিনে কেয়াবক্তা হায়? (কয়েদী কি বলিতেছে?)

উজীরগণ মধ্যে একজন নেক্ উজীর ছিলেন। তিনি বলিলেন,—হুজুর! কয়াদীনে এইবাৎ কাহাতা হায়্ কে, "কছুর্ হাম্ কিয়া হায়্, মগড় মাফ কর্‌নেকা এক্তার আল্লাতালা হুজুর্‌কো বহোৎ দিয়া হায়্।" (উজীরগণ মধ্যে একজন বুদ্ধিমান উজীর ছিলেন। তিনি বলিলেন,—হুজুর! কয়েদী এই কথা বলিতেছে যে, অপরাধ আমি করিয়াছি কিন্তু ক্ষমা করিবার ক্ষমতা পরমেশ্বর আপনাকে বিলক্ষণরূপে দিয়াছেন।) আওর্ বি একবাৎ কাহাতা হায়্। (আরও এক কথা বলিতেছে।) বাদ্‌সা পুছা,—কেয়াবাৎ কাহাতা হায়্? (বাদসা জিজ্ঞাসা করিলেন,—আর কি বলিতেছে?) উজীর্ কাহা খোদাওন্! কয়েদী ইয়াবাৎ কাহাতা হায়্ কে,—তোম্ যো তক্তোপর বয়েঠা হায়্, তোম বি মরনেছে মিট্টিমে জাগা, আওর্ হাম যো মিট্টিপর্ বয়েঠা হায়, হাম্ বি মরনেছে মিট্টিমে জাগা, তোমা তক্তো—ছাৎছাৎ নেই জাগা।" (উজীর বলিলেন,—ধর্ম্মাবতার! কয়েদী এই কথা বলিতেছে—যে, "তুমি যে তক্তের উপর বসিয়াছ—তুমি মরিলেও মৃত্তিকায় লীন হইবে আর আমি যে মাটির উপর বসিয়াছি, আমি মরিলেও মৃত্তিকায় লীন হইব তোমার তক্ত সঙ্গে সঙ্গে যাইবে না।")

ইয়া ছোন্‌কর্ বাদসা গোম্‌খায়া আরও হুকুম ছাদের কিয়া কে,—"আছামী বেকছুর্ খালাস।" (ইহা শুনিয়া বাদসা স্তম্ভিত হইলেন এবং আসামীকে খালাস দিলেন।)

রাজা রাজবল্লভ।

মালখানগরের নরসিংহ দাস বসু মুর্ষিদাবাদের নবাবষ্টেটে কাননগুর কার্য্য করিতেন। রাজনগরের কৃষ্ণজীবন মজুমদার তাঁহার মহুরের ছিলেন। বসু মহাশয় একবৎসর সালতামামীদিতে মুর্ষিদাবাদ গিয়াছিলেন—সেই সময় উক্ত মজুমদার মহাশয়ের পুত্র রাজবল্লভ সেন তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। ঐ সালতামামীর কাগজ রাজবল্লভ সেনের হাতের লিখা ছিল। তখন রাজবল্লভ সেনের বয়স মাত্র ষোল বৎসর।

কাননগু মহাশয় যথা সময়ে নবাব সাহেবের নিকট সালতামামী দাখিল করিলেন। নবাব সাহেব লিখা দৃষ্টি করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। পরে কাননগুছে পূছা,—কেছকা হাত্‌কা লেখা হায়? কাননগু যওয়াব্‌দিয়া,—হুজুর্‌ বন্দাকো মোহরের্‌ কৃষ্ণজীবন মজুমদার ওছ্‌কা বেটা রাজবল্লভ ছেন্‌কা লেখা হায়। ইহা শোনকর নবাব হুকুম ছাদের কিয়া,—ওছ্‌কো হাজের্‌ করো।

কাননগু মহাশয় মনে মনে ভাবিলেন যে, বোধহয় লেখার কোন ত্রুটী হইয়াছে—সেইজন্য তলপ হইয়াছে—কি জন্য ছেলেটার হাতে লিখাইলাম বোধহয় ছেলেটাকে কাটিয়া ফেলিবে। কি করিবেন—নিরূপায় হইয়া তাহার পিতাকে ঘটনা জানাইলেন এবং ঈশ্বর ভরসা করিয়া, রাজবল্লভকে নবাবের নিকট হাজার করিলেন। নবাব সাহেব রাজবল্লভ ছেন্‌কা চেহারা দেখ্‌কর্‌ হুকুম্‌ ছাদের কিয়া, তোম্‌কো পচাচ্‌ রোপায়া তলপ্‌দেগা জগৎ শেঠ্‌কো সেরেস্তামে মোহরের্‌ রহো।

এই হুকুম্‌ শুনিয়া কাননগু ও মজুমদার মহাশয় আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইলেন। রাজবল্লভ মোহরী পদে চারি পাঁচ বৎসর কার্য্য করিতেছেন, এমন সময় একরোজ্‌ দিল্লীছে পর্‌ওয়ানা আয়াকে হপ্তাকা বীচ্‌মে তের লাক্‌ রোপায়া ভেজো। নবাব ছাহেব্‌ পরওয়ানা পাকর্‌ বহোৎ ফেকের্‌ছে পাঁচ রোজ্‌কা বীচ্‌মে তেন লাক্‌ রোপায়া জমা কিয়া—বাকী রোপায়া কেছ-তরে মিলেগা ওছ্‌কা ওয়াস্তে নবাব্‌ ছাহেব্‌ গোম্‌ হোকে রাহা হায়্‌।

রাজবল্লভ সেন সেরেস্তায় বসিয়া জগৎশেঠের সঙ্গে যখন কথোপকথন

করেন—সেই সময় কথা প্রসঙ্গে বলিলেন যে, নবাব্ সাহেব কি নবাবী করেন—আমাকে একদিনের নবাবী দিলে, আমি তিন তের লাক্ টাকা আমদানী করিতে পারি। অপরাহ্ণে জগৎশেঠ যখন নবাব সাহেবের সঙ্গে কথোপকথন করেন, তখন কথা প্রসঙ্গে জগৎশেঠ নবাবকে বলিলেন যে, হুজুর! বন্দাকা মোহরের রাজবল্লভ ছেন্ হামারা পাছ্ জাহের কিয়া কে হাম্ এক্‌রোজকা নবাবী পানেছে তিন্ তের লাখ্ রোপায়া দে ছাক্তা হায়্। ইস্‌বাৎ ছোন্‌কর্ নবাব্ ছাহেব্ হুকুম্ ছাদের্ কিয়া,—কাল্ ছোবেছে ছাম্‌তক্ ওছ্‌কা নবাবী। জগৎশেঠ বাটী আসিয়া রাজবল্লভ সেনকে বর্ণিত ঘটনা বলায়, রাজবল্লভ কাহা,—হোনে দিজে কুছ্ পরওয়া নেহি। ঐ দিবস সন্ধ্যার সময় নবাব সাহেব রাজবল্লভকে নবাবী পরওয়ানা দিলেন।

পরদিন প্রাতে রাজবল্লভ সেন নবাব হইয়া তক্তে বসিলেন। নবাব সাহেব আন্দর হইতে বাহির হইলেন না। রাজবল্লভ নবাব হোকর্ দর-ওয়ানকো হুকুম্ কিয়া,—এক্ কাফেলা ছেপাহী লাও। ছেপাই লোক্ হাজের হোকর্ আরজ্ কিয়া—খোদাওন্! বন্দালোক্ হাজের্ হায়্। নবাব্ হুকুম্ ছাদের্ কিয়াকে,—জগৎ শেঠছে এক্ ঘণ্টাকা বীচ্‌মে পাচ্ লাক্ রোপায়া দাখেল্ করো—ছো না হোনেছে দো বরছকা ওয়াস্তে ওছ্‌কো ফাটোক্ দেও। সিপাহীগণ পরওয়ানা সহ জগৎশেঠের বাড়ী যাইয়া, তাহাকে পর-ওয়ানা দেখাইয়া বলিল,—তোম্ এক্ ঘণ্টাকা বাচ্‌মে পাঁচ্ লাক্ রোপায়া দেও—আগর্ নেহিদেগা তো দোবরছকা ওয়াস্তে তোম্‌কো ফাটক্‌মে জানেহোগা।

জগৎশেঠ পরওয়ানা পাইয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া পাঁচলক্ষ টাকা দিলেন। সিপাহীগণ টাকা নিয়া নবাবের নিকট দাখিল করিল। পীছে নবাব্ হুকুম্ দিয়া,—ভাগ্য মুদিছে দো ঘণ্টাকা বীচ্‌মে চার্ লাক্ রোপায়া দাখেল্ করো—ছো না হোনেছে দো বরছ্‌কা ওয়াস্তে ফাটক্ দেও। সিপাহী গণ পরওয়ানা সহ ভাগ্যমুদীর বাড়ী উপস্থিত হইয়া বলিল,—নবাবের হুকুম্ চারিলাক্ টাকা দেও, নচেৎ দুই বৎসরের জন্য তোমাকে ফাটক যাইতে হইবে। মুদী ধনবান ও সম্ভ্রান্ত লোক মানের ভয়ে চারিলক্ষ টাকা দিলেন। সিপাহীগণ টাকা নিয়া নবাব সরকারে দাখিল করিল।

এইপ্রকার কৌশলে রাজবল্লভ সেই দিন দুই প্রহরের মধ্যে ছাব্বিশলক্ষ টাকা আমদানী করিয়া কাছারী বরখাস্ত করিলেন। পরে জগৎশেঠের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। জগৎশেঠ রাজবল্লভ সেনকে বলিলেন যে, আমার উপর কি জন্য এত অত্যাচার করিলা। রাজবল্লভ উত্তর দিলেন যে, আপনি যখন খাতাঞ্চী তখন অগ্রে অপনার নিকট না লইয়া অন্যের নিকট হইতে কি প্রকারে লওয়া যাইতে পারে। আমি ২৬ লক্ষ টাকা আমদানী করিয়াছি এবং তহবীলে তিন লক্ষ টাকা আছে। আমার নবাবী এই পর্য্যন্ত, বৈকালে আমি আর কাছারী করিব না ঐ টাকা হইতে তেরলক্ষ টাকা দিল্লীতে পাঠান বাকী ষোল লক্ষ টাকা হইতে অপনার পাঁচ লক্ষ নিবেন—টাকা সমুদয়ই আপনার তহবীলে থাকিবে, সুতরাং আপনার প্রতি কোন অন্যায় করা হয় নাই। আপনি নবাব সাহেবকে বলিবেন যে, টাকা আমদানী করার জন্য যাহাদের নিকট হইতে টাকা লওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে যেন সব টাকা পরিশোধ করেন।

জগৎশেঠ মনে মনে রাজবল্লভ সেনের প্রতি যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া, তখনই নবাব বাড়ী গেলেন। নবাব্ ছাহেব্ জগৎশেঠ্ ছে পূছা,—রাজবল্লভ নবাব্ হোকর্ কেয়া কাম্ কিয়া? জগৎশেঠ জওয়াব্ দিয়া,—রাজবল্লভ আচ্ছা হেকমৎ করকে ছাব্বিছ্ লাক্ রোপায়া আমদানী কিয়া। নবাব্ রাজবল্লভ্ পর্ বহোৎ খোস্ হোকর্ হুকুম্ ছাদের্ কিয়া,—দেওয়ান্ বর্-খাচ্ৎ—রাজবল্লভ ছেন্‌কো দেওয়ান মকরর্ কিয়া যায়্।"

রাজবল্লভ সেন দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়া সুখ্যাতির সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। নবাব সাহেব রাজবল্লভের কার্য্য কর্ম্মে সন্তুষ্ট হইয়া "রাজা" উপাধি দিলেন।

মহারাজ রাজবল্লভ সেন অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। কেহ কোন বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা পূরণ করিতেন।

মানধাতা।

রাজা মান্ধাতা আজ আত্মতত্ব জানিবার জন্য ব্যস্ত। তাই নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ঠাকুর! আমি পূর্ব্বজন্মে এমন কি পুণ্য করিয়াছি যে, সেই পুণ্যফলে মানধাতা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি? নারদ বলিলেন,—মহারাজ! এ সামান্য কথা আমি বলিতে পারিলেও বলিব না কারণ আমি বলিলে আপনার পুরোহিত বশিষ্ঠ ভায়ার নিতান্ত অপমান হইবে—তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিবেন—আমি বলিতে পারিব না। এই কথা বলিয়া বীণাধ্বনি করিতে করিতে নারদ চলিয়া গেলেন।

কিছুকাল পরে বশিষ্ঠদেব রাজ-সভায় উপস্থিত হইলে, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—ঠাকুর! আমি পূর্ব্বজন্মে এমন কি পুণ্য করিয়াছি যে, সেই পুণ্য ফলে মানধাতা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি? বশিষ্ঠ বলিলেন, --মহারাজ! আমি ঐ বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহি। রাজা অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, আপনার পুরোহিতত্ব এই পর্য্যন্ত! বশিষ্ঠদেব একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, মহারাজ! আমি সাত দিনের অবকাশ চাই। রাজা সম্মত হইয়া অবকাশ দিলেন।

বশিষ্ঠ বাড়ী আসিয়া অনাহারে শয়ন করিয়া রহিলেন। বশিষ্ঠের কন্যা বশিষ্ঠকে আহার করিতে ডাকিলে, বশিষ্ঠ বলিলেন, মা! আমি নিতান্ত বিপদে পতিত হইয়াছি। কন্যা বলিলেন,—বাবা! আপনি কি বিপদে পতিত হইয়াছেন? বশিষ্ঠ কন্যার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। কন্যা বলিলেন,—আমি উত্তর দিব কোনচিন্তা করিবেন না—এক্ষণ আহার করিতে আশুন। আহারান্তে বশিষ্ঠ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মা! তবে এক্ষণ বলিয়া সুস্থ কর। কন্যা বলিলেন,—আমি রাজার নিকট বলিব আপনি মহারাজাকে এস্থানে আসিতে বলুন। বশিষ্ঠ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—মহারাজ। আমার কন্যা উত্তর দিবে আপনাকে আমার বাটী যাইতে হইবে। মহারাজের শুনিবার একান্ত ইচ্ছা, সুতরাং কাল বিলম্ব না করিয়া, বশিষ্ঠের সঙ্গে তাঁহার বাটী চলিয়া গেলেন।

রাজা বশিষ্ঠের বাড়ী উপস্থিত হইয়া তাঁহার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

মা! আমি পূর্ব্বজন্মে এমন কি পুণ্য করিয়াছি যে, সেই পুণ্যের ফলে মান-ধাতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি? তদুত্তরে বশিষ্ঠের কন্যা বলিলেন,—মহারাজ! আমি বলিতে পারি, কিন্তু বলিব না—আপনার বাড়ীর দক্ষিণে যে, জঙ্গল আছে সেই জঙ্গলে একটী বটবৃক্ষ আছে সেই বটবৃক্ষে পিশাচ বধু বাস করে—তাহার নিকটগেলে সে বলিবে; কিন্তু রাজবেশে যাইবেন না ছদ্মবেশে যাইবেন।

রাজা বাড়ী আসিলেন। পরে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। বটবৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র পিশাচ বধু বলিলেন,-আশুন মহারাজ! বশিষ্ঠের কন্যা বলিলেও পারিতেন—আমিও বলিতে পারি কিন্তু বলিব না—আপনার বাড়ীর পশ্চিমে রামসুন্দরকুমারের বাড়ী আছে আপনি তাহার স্ত্রীর নিকট জান সে বলিবে। রাজা সন্ন্যাসীর বেশে রাম সুন্দর কুমারের বাড়ী উপস্থিত হইলেন এবং রামসুন্দরকে বলিলেন,—আমি তোমার স্ত্রীর নিকট একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। রাম সুন্দর বলিল,—আপনি সন্ন্যাসী. বাড়ীর মধ্যে যাইতে এবং জিজ্ঞাসা করিতে কোন বাঁধা নাই।

. রামসুন্দরের আদেশ ক্রমে রাজা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাম সুন্দরের স্ত্রী রাজাকে দেখিবা মাত্র বলিয়া উঠিল,—আশুন মহারাজ! বশিষ্ঠের কন্যা বলিলেও পারিত—পিশাচ বধু বলিলেও পারিত—সে যাহা হউক যখন আমার নিকট আসিয়াছেন, তখন স্নানাদি করিয়া আহার করুন—আমার ভাত খাইলে, আপনি জাতিভ্রষ্ট হইবেন না। রাজা আহার করিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তবে এখন বল? তদুত্তরে রামসুন্দরের স্ত্রী বলিল, মহারাজ! আমি বলিতে পারি, কিন্তু বলিব না—এস্থান হইতে পাঁচ খানা বাড়ী অন্তরে শ্যামাচরণ ঠাকুরের বাড়ী আপনি সেই বাড়ী যান—তাঁহার পুত্র বধুর অন্তরাপত্য—এই দশম মাস—অদ্য সাতদিন যাবৎ প্রসব বেদনায় কষ্টপাইতেছে—আপনি হাত পাতিলেই প্রসব হইয়া ছেলে আপনার হাতে আসিবে—সেই ছেলে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবে।

রাজা শ্যামাচরণ ঠাকুরের বাড়ীর দিকে চলিলেন। তাঁহার বাড়ী উপ-স্থিত হইয়া দেখিলেন, কতকগুলি স্ত্রীলোক গোলমাল করিতেছে এবং বলিতেছে

এত ওঝা বৈদ্য আনিলাম কিছুতেই কিছু হইল না—এখন যদি একজন সন্ন্যাসী পাইতাম, তবে শেষচেষ্টা করিয়া দেখিতাম। সেই সময় একটী স্ত্রী লোক রাজাকে দেখিয়া বলিল—ঐ একজন সন্ন্যাসী আসিতেছেন। অনতি-বিলম্বে কয়েকজন স্ত্রীলোক রাজার নিকট ভ্রান্তভাবে দৌড়িয়া গেল, এবং বলিল,—ঠাকুর! আমাদের এই বিপদ উপস্থিত—আপনি কি ইহার কিছু জানেন? সন্ন্যাসী বলিলেন,—আমি এখনই প্রসব করাইতে পারিব।

স্ত্রীলোকেরা সন্ন্যাসীর কথায় আশ্বস্ত হইয়া বাড়ীর মধ্যে দৌড়ীয়া গেল এবং বলিল,—এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন-তিনি প্রসব করাইবেন। ইহা শুনিয়া বধূ বলিলেন,—আমার প্রাণগেলেও সন্ন্যাসীকে ঘরে প্রবেশ করিতে দিব না। স্ত্রীলোকেরা সন্ন্যাসীকে বলিল,—ঠাকুর! বধূ আপনাকে ঘরে প্রবেশ করিতে দিবে না। সন্ন্যাসী বলিলেন,—আমি বধুকে দেখিতে চাই না—তোমরা একটী পরদা লটকাইয়া দেও—আমি এমন কৌশল জানি যে, পরদার নীচে হাত পাতিলেই, ছেলে প্রসব হইয়া আমার হাতে আসিবে। সন্ন্যাসীর তন্ত্র মন্ত্র সকলই রামসুন্দরের-স্ত্রী। স্ত্রীলোকেরা পরদা লটকাইয়া দিল। সন্ন্যাসী পরদার নীচে হাত পাতিলেন। ছেলে প্রসব হইয়া হাতে আসিল। ছেলে হাতে আসিয়াই বলিয়া উঠিল,—কি মহারাজ! বশিষ্ঠের কন্যা বলিলেও পারিত পিশাচ বধূ বলিলেও পারিত—রামসুন্দরের স্ত্রী বলিলেও পারিত—সে যাহা হউক এখন আমাকেই বলিতে হইল—এই বলিয়া ছেলেটী বলিতে আরম্ভ করিল;—মহারাজ! পূর্ব্বজন্মে আপনি ব্রাহ্মণ ছিলেন—আমি আপনার পুত্র ছিলাম—রামসুন্দরের স্ত্রী আমার মাতা অর্থাৎ আপনার স্ত্রী ছিলেন—বশি-ষ্ঠের কন্যা আমার ভগ্নী অর্থাৎ আপনার কন্যাছিল—পিশাচ বধূ আমার স্ত্রী অর্থাৎ আপনার পুত্রবধূ ছিল—আপনি ভিক্ষা করিয়া আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেন—একদা তের দিন পর্য্যন্ত আপনি কিছুই ভিক্ষা পান নাই—শেষ দিন সন্ধ্যার সময় অর্দ্ধসের আটা আনিয়া মাকে দিলেন এবং বলিলেন যে, এই আটাদ্বারা পাঁচ খানা রুটী প্রস্তুত কর? মা আপনার আদেশানু-সারে পাঁচ খানা রুটি প্রস্তুত করিয়া আপনার নিকট দিলেন—আপনি এক খানা রাখিয়া অবশিষ্ঠ চারিখানা আমাদিগকে ভাগ করিয়া দিলেন—ইহার কিছুকাল পরে এক ব্রাহ্মণ অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন—তিনি একুশ

দিনের অনাহারী—সেই দিন আহার না করিলে প্রাণত্যাগ হইবে—আপনি কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক অপনার রুটীখানী অতিথি সেবায় দিলেন—অতিথি ব্রাহ্মণ ঐ রুটীখানা আহার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে,—"আর আছে?"—তখন আপনি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার রুটিখানা আছে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন,—আমার হাত হইতে রুটিখানি মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে এবং মাটি লাগিয়াছে—পরে আমার ভগ্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মা! তোমার রুটি-খানা আছে? -আমার ভগ্নী রুটিখানা অতিথি সেবায় দিলেন—অতিথি ব্রাহ্মণ রুটিখানা আহার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর আছে"?—আপনি আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বউ মা! তোমার রুটিখানা আছে?—সে বলিল,—আমার রুটিখানা আগুণে পড়িয়া গিয়াছে—শেষ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বাবা! তোমার রুটিখানা আছে? তদুত্তরে আমি বলিলাম,-আটভাগ করিয়া সাত ভাগ খাইয়াছি মাত্র এক ভাগ আছে, তাহা অতিথি সেবায় দেওয়া যায় না—মহারাজ! আপনি অসাধারণ পুণ্যবান—আপনি একুশ দিনের অনাহারী ব্রাহ্মণের জীবনরক্ষা করিয়াছেন সেই পুণ্যফলে মানধাতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—মা মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন যে, রুটি মাটিতে পড়িয়াগিয়াছে—সেই পাপে কুমারের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এখন সেই মাটি প্রত্যহ ছানিতে হয়—ভগ্নী—পুণ্যের সাহায্য করিয়াছিলেন সেই ফলে বশিষ্ঠের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—আমার স্ত্রী মিথ্যা বলিয়াছিল যে, আগুণে পুড়িয়া গিয়াছে সেই পাপে পিশাচ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এখন প্রত্যহ পুড়িয়া আহার করে—আমি বলিয়াছিলাম যে, আট ভাগ করিয়া সাত ভাগ খাইয়াছি—সেই মিথ্যা কথার পাপে এই মাতার গর্ভে অষ্টমাংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি—সাতটি গত হইয়াছে—আমি এই অষ্টম সন্তান।

রাজা আত্মবৃত্তান্ত শুনিয়া, পুনরায় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অতিথি সেবার ফলাফল বুঝিলেন।

খোসামোদে চাকর।

বাদ্‌সা ও নবাবদের দরবারে অনেক খোসামোদেচাকর থাকিত। তাহারা বেতনও পাইত। একদা দুই ব্যক্তি খোসামোদে চাকুরি লওয়ার জন্য বাদসার হুজুরে দরখাস্ত করায়, বাদ্‌সা আদেশ করিলেন যে,—আগামী কল্য তোমাদের পরীক্ষা হইবে।

পরদিন দরবারের সময় ঐ দুইজন উমেদারের মধ্যে একজনকে বাদসা তলপ দিয়া প্রশ্ন করিলেন,—দেখ! তালাপ্‌কা পাণি বহোৎ টেরা হায়্? ওমেদার যওয়াব্ দিয়া,—হুজুর্! তালাপ্‌কা পাণি্ কেছ্‌তরে টেরা হো ছাক্তা হায়্। বাদ্‌সা কাহা,—তোম্ খোছামোদিয়া নফোর্ নেই হায়্—তোম্ চল্ যাও।

পীছে বাদ্‌সা দোছ্‌রা আদ্‌মিকো বোলাকে পূছা,—দেখো! ঘোড়া বহোৎ আচ্ছা সওয়ার্ হায়্? ওমেদার যওয়াব্ দিয়া,—হুজুর্! ঘোড়াকা এয়েছা ছওয়ার্ কাঁহা হায়্—ঘোড়াপর্ চর্‌ণেছে এক্ পহোর্‌কা রাস্তা এক্ ঘণ্টামে যা ছাক্তা হায়্। বাদ্‌সা কাহা,—নেই—নেই—নেই, ঘোড়া কুছ্ কাম্‌কা সওয়ার্ নেই হায়্। উমেদার্ কাহা,—হুজুর্! ঘোড়া বড়া পাজী সওয়ার্ হায়্—ঘোড়াপর্ চর্‌ণেছে গাড়্ ফার্ যাতা হায়্—আওর কই ছুর্‌ৎছে এক্ পাওকা রেকাব্ ছুট যাবে তও একবারগী জানপর্ নবাৎ হায়্।

পীছে বাদ্‌সা পূছা,—দেখো! হাতী বহোৎ আচ্ছা সওয়ার্ হায়্? উমেদার্ যওয়াব্ দিয়া,—হুজুর্! হাতীকা য়্যাছা ছওয়ার্ হাম্ দুনিয়ামে নেহি দেখা হায়্ হাতীপর্ আম্বারী চরাকে বেপরোয়া চল্ যাতা হায়্। বাদ্‌সা কাহা,—নেই—নেই—হাতী কুচ্ কাম্‌কা সওয়ার্ নেহি হায়্। উমেদার যওয়াব্ দিয়া,—হুজুর! হাতী বড়া পাজী সওয়ার্ হায়্—হাতীপর্ চর্‌নেছে যো ঝাক্তা হায়্ ঝোক্তা হায়্ অছিমে জান্‌পর্ নবাৎ হায়্।

পীছে বাদ্‌সা পূছা,—দেখো! কিস্তি বহোৎ আচ্ছা সওয়ার্ হায়্? উমেদার যওয়াব্ দিয়া,—হুজুর! কিস্তিকা য়্যাছা ছওয়ার্ আল্লাতালা দুনিয়ামে পয়্‌দা কিয়া নেই—কিস্তিপর্ চর্‌নেছে গান্ কর্‌তা হায়—বাজ্‌না কর্‌তা

হায়্—খেলা করতা হায়্—ছোকেরাতা হায়্—যো যে চাহিয়ে ছব্ কাম্ কর্‌নে ছাক্তা হায়্। বাদ্‌সা কাহা—নেই—নেই—নেই কিস্তি কুচ্ কাম্‌কা সওয়ার্ নেই হায়্। উমেদার্ যওয়াব্ দিয়া,—হুজুর! কিস্তিকা য়্যাছা পাজী ছওয়ার্ আল্লাতাতা দুনিয়ামে পয়্‌দা কিয়া নেই—কই ছুরৎছে আগর্ দরিয়ামে ডুব্ যাবে—তও এক্ বার্‌গী জানে মালে ডুব্ যাতা হায়্।

পীছে বাদ্‌সা পূছা,—দেখো পাল্কি বহোৎ আচ্ছা সওয়ার হায়্? উমেদার্ যওয়াব্ দিয়া,—হুজুর্! পাল্কিকা য়্যাছা ছওয়ার্ কাঁহা হায়্—বেপরোয়া চল্ যাতা হায়্। বাদসা কাঁহা,—নেই—নেই—পাল্কি কুচ্ কাম্‌কা ছওয়ার্ নেই হায়্। উমেদার যওয়াব্ দিয়া,—হুজুর্! পাল্কি এক্ বার্‌গী খারাপ্ হায়্—মুরাদ্‌কা বরাবর্ চীৎ হোকর্‌কে রাহাতা হায়্।

বাদ্‌সা কাহা,—তোম্ ঠিক্ খোছামোদিয়া নওকর্ হায়্—নক্‌রি কর্‌নেকা লায়েক্ হায়্—তোম্‌কো হাম্ মকুরর্ কিয়া—আওর্ হামারা ছর্‌কার্‌মে যেৎনা খোছামোদিয়া নওকর্ হায়্—ছব্‌ছে তোম্ বড়া হায়্।

স, সে, মি, রা।

কথিত আছে উজ্জয়িনীর অধিপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পুত্র মৃগয়ার্থ বনে গমন করেন। মৃগানুসন্ধানে বন ভ্রমন করিতে করিতে সঙ্গীভ্রষ্ট হইয়া, এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় দিবাবসান হওয়ায়, তিনি ব্যাঘ্র ইত্যাদি হিংস্রজন্তুর ভয়ে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষোপরি আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ঐ বৃক্ষে রাজপুত্রের ন্যায় বিপন্ন হইয়া একটি ভল্লুকও অবস্থান করিতেছিল। উভয়ে বিপদগ্রস্থ বলিয়া পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইল এবং এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল যে, পরস্পর আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও বন্ধুর প্রাণ রক্ষা করিবে। উভয়ে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া রাত্রের প্রথমার্দ্ধ ভল্লুক ও দ্বিতীয়ার্দ্ধ রাজপুত্র জাগরণ করিবেন। ইহা নির্দ্ধারিত হইলে পর, রাত্রির প্রথমার্দ্ধ ভল্লুক প্রতিজ্ঞা

পালন পূর্ব্বক রাজপুত্রকে জাগ্রত করিয়া নিজে নিদ্রিত হইল। রাজপুত্র জাগরিত রহিলেন।

অনন্তর এক ব্যাঘ্র আসিয়া রাজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল, রাজপুত্র! আমি অধিক দিন পর্য্যন্ত ভল্লুকের মাংস ভক্ষণ করি নাই, ভল্লুকের মাংস ভক্ষণে আমার নিতান্ত লালসা জন্মিয়াছে, অতএব নিদ্রিত ভল্লুককে প্রদান করিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষা কর। তুমি রাজপুত্র হইয়া সামান্য হিংস্রজন্তুর প্রাণ রক্ষার্থ জাগরিত থাকিয়া, কি জন্য কষ্ট উপভোগ করিতেছ। তখন দুর্ম্মতি রাজপুত্র ব্যাঘ্রের প্রার্থনানুযায়ী আত্মপ্রতিজ্ঞা বিস্মরণপূর্ব্বক সেই বিশ্বস্ত বন্ধু ভল্লুককে ব্যাঘ্রমুখে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু ভল্লুকের নখরগুলি বৃক্ষগাত্রে বিদ্ধ থাকায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ভগবানের ইচ্ছায় ভল্লুক ব্যঘ্রমুখ হইতে নিস্তার পাইয়া, এবং কপট বন্ধুর কথায় কদাচ বিশ্বাস করা উচিত নয়, ইহা ভাবিতে ভাবিতে রাত্রের অবশিষ্ট ভাগ জাগিয়া কাটাইলেন।

পরদিন প্রাতে উভয়ে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া বিদায়গ্রহণকালীন ভল্লুক রাজপুত্রের গালে "স, সে, মি, রা," এই বর্ণচতুষ্টয় উচ্চারণ করিয়া চারিটী চপটাঘাত করিয়া প্রস্থান করিল। রাজপুত্র সেই অবধি "স, সে, মি, রা," "স, সে, মি, রা," বলিতে বলিতে বায়ুগ্রস্থ হইয়া নিজালয়ে গমন করিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য চিকিৎসক দ্বারা নানাপ্রকার চিকিৎসা করিয়াও পুত্রের রোগ শান্তি করিতে সক্ষম হইলেন না।

এদিকে স্বয়ং মহারাজ স্ত্রৈণ ছিলেন, তাহাতে আবার ভানুমতীর শোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন। এমন কি তিনি ভানুমতীকে না দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। সেই জন্য নবরত্নসভার পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া স্থির করিলেন যে, ভানুমতীর প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া মহারাজের সম্মুখে রাখিতে হইবে। ইহা স্থির হইলে পণ্ডিতগণ কুম্ভকার ডাকাইয়া ভানুমতীর প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। কুম্ভকার আদেশানুযায়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিল। পণ্ডিতগণ ও মহারাজ স্বয়ং প্রতিমূর্ত্তি ঠিক হইয়াছে বলিয়া কুম্ভকারকে প্রশংসা করিলেন; কিন্তু বররুচিনামক পণ্ডিত বলিলেন যে

প্রতিমূর্ত্তি ঠিক হয় নাই। তাহাতে কুম্ভকার ক্রোধান্ধ হইয়া হস্তস্থিত চিত্রশলাকা নিক্ষেপ করিয়া বলিল যে, এই চিত্র ঠিক না হইলে আর কখনও এই ব্যবসা করিব না। তখন চিত্রশলাকাস্থিত কালিবিন্দু প্রতিমূর্ত্তির উরুদেশে পতিত হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া বররুচি বলিলেন এখন ঠিক হইয়াছে। তখন মহারাজ বিক্রমাদিত্য বররুচির উপর ঘোরতর সন্দেহ করিলেন, কারণ ভানুমতীর উরুস্থিত তিলবিন্দু থাকা বররুচি কি প্রকারে জানিলেন। মহারাজের বিচারে পণ্ডিতবর নির্ব্বাসিত হইলেন।

বররুচি দীর্ঘকাল নির্ব্বাসিত অবস্থায় থাকিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এখন বররুচি অবসর বুঝিয়া এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যাবলে রাজপুত্রের পীড়ার প্রকৃত কারণ জানিতে পারিয়া স্ত্রীবেশ ধারণপূর্ব্বক রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। এবং মহারাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—মহারাজ! আপনার পুত্রের রোগ কিছুতেই আরোগ্য হইল না, কিন্তু আমি আরাম করিয়া দিতে পারি। এই বলিয়া কন্যাবেশধারী বররুচি রাজপুত্রকে নিকটে আনিয়া তাঁহার উচ্চারিত বর্ণচতুষ্টয়ের এক একটি অক্ষর লইয়া এক একটি শ্লোক রচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

স,

সদ্ভাব প্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কাবিদগ্ধতা।
অঙ্কমারুহ্য সুপ্তানাং হত্বাকিন্নাম পৌরুষং॥

অর্থাৎ সদ্ভাব বশতঃ যে বন্ধু অঙ্কশায়ী হইয়া নিদ্রা যাইতেছে তাহাকে প্রতারণা করাতে, পাণ্ডিত্য কি? আর হত্যা করিলেই বা পৌরুষত্ব কি?

সে,

সেতুবন্ধ সমুদ্রে চ গঙ্গাসাগর সঙ্গমে।
ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপৈ মিত্রদ্রোহী নমুঞ্চতি॥

অর্থাৎ সেতুবন্ধ, সমুদ্রে অথবা গঙ্গাসাগর সঙ্গমে গমন ও স্নান করিলে, ব্রহ্মহত্যাকারীও পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে, কিন্তু মিত্রহন্তার কুত্রাপি মুক্তি নাই।

মি,

মিত্রদ্রোহী কৃতাঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাস ঘাতকঃ।
তে নরা নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ॥

অর্থাৎ মিত্রহন্তা কৃতঘ্ন এবং যাহারা বিশ্বাসঘাতক হয়, যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে ততদিন তাহারা নিরয়গামী হইয়া থাকে।

রা,

রাজোঽসি রাজপুত্রোঽসি যদি কল্যাণ মিচ্ছসি।
দেহি দানং দ্বিজাতীভ্যোঃ দেবতারাধনং কুরু॥

অর্থাৎ তুমি রাজপুত্র রাজশ্রেষ্ঠ যদি তোমার কল্যাণ ইচ্ছা থাকে তবে দ্বিজগণকে ধন দান কর আর দেবগণের আরাধনা কর।

এই সকল কবিতা শ্রবণ মাত্র রাজপুত্র সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন রাজা বিস্মিত হইয়া কন্যাবেশধারী বররুচিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

গৃহেবসসি কৌমারি অটব্যাং নৈবগচ্ছসি।
ঋক্ষ ব্যাঘ্র মনুষ্যাণাং কথং জানাসি সুন্দরী॥

অর্থাৎ হে কুমারি! তুমি গৃহমধ্যে বাস কর, কখনও অরণ্যে প্রবেশ কর নাই, তবে কিরূপে তত্রত্য ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও মনুষ্যের বিষয় জানিতে পারিলে?

তখন বররুচি মহারাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ!

দেবগুরু প্রসাদেন জিহ্বাগ্রেমে সরস্বতী।
তেনাহং নৃপ জানামি ভানুমত্যাস্তিলং যথা॥

অর্থাৎ দেবগুরুপ্রসাদে আমার জিহ্বাগ্রে সরস্বতী বিদ্যমান আছেন। সেই জন্যই আমি ভানুমতীর অলক্ষিত তিলের ন্যায় এ বিষয় জানিতে পারিয়াছি।

তখন রাজা বররুচিকে চিনিতে পারিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন, এবং অগণ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক তদীয় পদে তাঁহাকে পুনরায় অভিষিক্ত করিলেন।

প্রবেট।

কোন গ্রামে হলধরপঞ্চাননামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে এই মর্ম্মে উইল করেন যে,—আমার তিন পুত্র, প্রথম পুত্র শ্রীমান রাসবিহারী চক্রবর্ত্তী, দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান রাজকুমার চক্রবর্ত্তী, তৃতীয় পুত্র শ্রীমান বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, এই তিন পুত্র মধ্যে যে পুত্র "বড় ব্যাকুব" সে আমার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ পাইবেক বাকী অর্দ্ধাংশ অপর পুত্রদ্বয় তুল্যাংশে পাইবেক ইহার অন্যথা কেহ কিছু করিতে পারিবে না করিলে আদালতের অগ্রাহ্য হইবে।

পঞ্চানন মহাশয় পূর্ব্বোক্ত মতে উইলনামা প্রস্তুত করতঃ তিন পুত্র ওয়ারিশ বর্ত্তমান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। পঞ্চানন মহাশয়ের শ্রাদ্ধ সময় পুত্রগণ মধ্যে এই তর্ক উপস্থিত হইল যে, পিতা মহাশয়ের সম্পত্তির কে কত অংশ পাইব, তাহার মীমাংসা না হইলে কিরূপ অংশ মতে শ্রাদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। এইরূপ তর্ক বিতর্কে সাতদিন গত হইল। শ্রাদ্ধ না হওয়ার মধ্যে দাড়াইল। দেশস্থ জমিদার, গুরু পুরোহিত এবং অন্যান্য সকলে বলিলেন, আপনাদের এই কঠিন তর্ক প্রবেটের মোকদ্দমা ভিন্ন মীমাংসা হইবে না। অতএব এখন সকলে সমানাংশে খরচ দিয়া শ্রাদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহ করুন। ভ্রাতাগণ সম্মত হইয়া প্রত্যেকে সমান অংশে খরচ দিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ উত্তমরূপে সম্পন্ন করিলেন।

শ্রাদ্ধান্তে তিন ভ্রাতা পৃথক পৃথক রূপে প্রধান প্রধান উকীলের দ্বারা প্রবেটের দরখাস্ত করিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান রাসবিহারী চক্রবর্ত্তী এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, আমি "বড় ব্যাকুব" সুতরাং আমি আমার পিতৃতেজ্য সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ পাইতে স্বত্ববান। বড় ব্যাকুব সম্বন্ধে এই হেতু দর্শাইলেন যে,—বাবা আমাকে বিবাহ করাইলেন। তাহার কয়েকদিন পরে আমার শ্বশুরের মৃত্যু হইল। আমাকে বাবা বলিলেন যে, তোমার শ্বশুরের পুত্র নাই তোমার শাশুরীর অভাবে তোমার স্ত্রী তাহার অভাবে তোমার শ্বশুরের তেজ্য সম্পত্তি তোমার পুত্রে পর্য্যাপ্ত হইবে—এক্ষণে তুমি শ্বশুরবাড়ী থাকিয়া

সম্পত্তি রক্ষা কর। আমি পিতা মহাশয়ের আজ্ঞানুসারে শ্বশুরবাড়ী গেলাম, তথায় থাকিয়া শ্বশুর মহাশয়ের বিত্তাদি শাসন সংরক্ষণ করিতে লাগিলাম। ভগবানের কৃপায় আমার একটী পুত্র জন্মিল। ক্রমে তাহার বয়স প্রায় বার বৎসর হইল, কিন্তু সে মাও ডাকে না বাবাও ডাকে না। আমি একদিন আমার স্ত্রীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম খোকা বাবা, মা, না ডাকার :কারণ কি? আমার স্ত্রী বলিল—আমাদের বাড়ীতে কোন ছেলে পিলে নাই যে, তাহাদের ডাক শুনিয়া ডাকিবে, অথচ আমরা যত কথা বলি খোকা তাহা শুনিয়া সমস্ত কথাই বলিতে পারে। আমি বলিলাম,—তুমি আমাকে বাবা ডাক, আর আমি তোমাকে মা ডাকি, তাহা হইলে খোকা শুনিয়া :অনায়াসে আমাদিগকে ডাকিতে পারিবে। আমার স্ত্রী সম্মত হওয়ায় পরস্পর বাবা ও মা বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলাম। পুত্র শ্রীমান রসরঞ্জন তাহা শুনিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু আমাদের ডাকটী থাকিয়া গেল।

অনন্তর আমার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীমান রাজকুমারের পুত্রের অন্নারম্ভ উপলক্ষে বাবা আমাকে সপরিবারে বাটী আসিতে পত্র লিখেন। আমি পত্র পাইয়া সপরিবারে বাটী আসিলাম। বাটী আসিয়াও আমাদের ডাকা ডাকি পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। মাতাঠাকুরাণী আমাদের ডাকাডাকি শুনিয়া বাবাকে জানাইলেন। বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোর এ কি রকম ব্যবহার শুনিলাম? আমি বলিলাম,—বাবা! বড় দায় ঠেকিয়া এরূপ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছি। বাবা বলিলেন—তোর কি দায় পড়িয়াছিল? আমি বলিলাম ছেলেটার বয়স প্রায় বার বৎসর হইল, অথচ বাবা, মা, কিছুই ডাকে না। আমরা সেই জন্য পরস্পর ডাকাডাকি আরম্ভ করিলাম, তাহা শুনিয়া ছেলেটাও ডাকিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু আমাদের ডাক আর ফিরিল না। বাবা ইহা শুনিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন, এবং আমাকে বলিলেন—"তুই বড় ব্যাকুব।" ধর্ম্মাবতার! বাবা যখন আমাকে "বড় ব্যাকুব" বলিয়াছেন, তখন আমাকে উইলের মর্ম্মানুসারে প্রবেট দেওয়ার আজ্ঞা হয়।

দ্বিতীয় ভ্রাতা শ্রীমান রাজকুমার চক্রবর্ত্তী প্রবেটের দরখাস্ত করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে,—আমি "বড় ব্যাকুপ" সুতরাং পিতৃ তেজ্য সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ

পাইতে আমিই স্বত্ববান। ব্যাকুপ সম্বন্ধে হেতু দর্শাইলেন যে, বাবা আমাকে দুইটী বিবাহ করাইলেন—আমার স্ত্রী দুইটীর চরিত্র সম্বন্ধে অধিক কি বলিব—তাহারা কলহ ভিন্ন একটু সময়ও থাকিত না। আমাকে অত্যন্ত কষ্ট দিত—আমি একের সঙ্গে কথা বলিলে, অন্যে তিরস্কার করিত—শয়ন কালীন আমি মধ্যে থাকিয়া দুই স্ত্রীর গায় দুই হাত রাখিয়া নিদ্রা আসিতাম—একদিন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শুইয়া আছি—সেই সময় আমার চাকর শ্যামাচরণ কলকীতে তামাক সাজিয়া কয়েকটী টীকা দিয়া নলটী আমার মুখে দিল—আমি তামাক খাইতে আরম্ভ করিলাম—হঠাৎ একটি টিকা আমার কপালের উপর পড়িল আমার কপাল পুড়িতে আরম্ভ করিল; কিন্তু আমি হাত উঠাইতে পারিলাম না কারণ যাহার গাত্র হইতে হাত উঠাইব সে আমার উপর খড়্গাহস্ত হইবে—কাজেই হাত আর উঠান হইল না। আমি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম—অবশেষে আমার কপালে অর্দ্ধ ইঞ্চি গর্ত্ত একটী ফোস্কা পড়িল।

পরদিন প্রাতে পিতাঠাকুর মহাশয় আমার কপালে ফোস্কা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমার কপালে কি প্রকারে ফোস্কা পড়িল। আমি রাত্রের ঘটনা বাবাকে শুনাইলাম। তিনি বলিলেন,—তুই "বড় ব্যাকুব" সুতরাং উইলের মর্ম্মানুসারে পিতৃতেজ্য স ম্পত্তির অর্দ্ধাংশ পাইতে আমিই স্বত্ববান। অতএব সুবিচার মতে প্রবেট দিতে আজ্ঞা হয়।

তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীমান বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী প্রবেটের দরখাস্ত করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, আমি "বড় ব্যাকুব" পিতৃকৃত উইলের মর্ম্মানুসারে সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ পাইতে আমিই স্বত্ববান। ব্যাকুব সম্বন্ধে হেতু দর্শাইলেন যে,—আমি পূবের ঘরে শয়ন করি রাত্রে ঘরের দরজা আমার স্ত্রী বন্ধ করিবে এই নিয়ম ছিল—একদিন বৈঠকখানায় বসিয়া বয়স্যগণসহ গান বাদ্য করায়, রাত্র কিছু বেশী হইয়াছিল, সুতরাং আমার স্ত্রী দরজা বন্ধ না করিয়াই শয়ন করিল। আমি ঘরে আসিয়া স্ত্রীকে দরজা বন্ধ করিতে বলিলাম। স্ত্রী বলিল,—আমি নিয়মিত সময় শয়ন করিয়াছি তুমি বাহিরে থাকায় দরজা বন্ধ করিতে পারি নাই এক্ষণ তোমার দরজা বন্ধ করা উচিত। আমি বলিলাম,—বিচার না করিয়া, আমি কিছুতেই দরজা বন্ধ করিতে পারি না। স্ত্রী বলিল, রাত বেশী

হইয়াছে—এখন কোথায় বিচারের জন্য যাব? তৎপর উভয়ে এই নিয়ম করিলাম যে, যে অগ্রেকথা বলিবে সে দরজা বন্ধকরিবে। প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল। খোলা দরজা পাইয়া তিন চোর ঘরে প্রবেশ করিল। পরে বাক্‌স সিন্দুক ভাঙ্গিয়া জিনিসপত্র যাহা কিছুছিল, তাহা অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে একত্র করিয়া চারিটীমোট বান্ধিল। আমরা সমস্তই টের পাই কিন্তু পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া কথা বলি না। বড়চোরা আমাকে বোবা বলিয়া মনে করিল এবং আমাকে মশারির মধ্য হইতে বাহির করিয়া আমার মাথায় একটী মোট চাপিয়া দিল, অপর তিনটীমোট উহারা তিনজনে লইল। আমি তাহাদের সঙ্গে মোট মাথায় করিয়া বাড়ী পর্য্যন্ত গেলাম। চোরারা আমার মাথা হইতে মোট নামাইয়া উত্তম মধ্যম কিছু প্রদান করিয়া বিদায় দিল। শেষ বাটীআসিয়া শয়ন করিয়া রহিলাম। পরদিন প্রাতে মা ঘরে আসিয়া দেখিলেন, ঘরে জিনিষপত্র কিছুই নাই, সব চোরে নিয়াছে। মা বাবাকে জানাইলেন, বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কিরূপে চোর ঘরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত জিনিসপত্র নিল? আমি আদ্যোপান্ত বাবাকে জানাইলাম। তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, তুই "বড় ব্যাকুব" অতএব পিতৃতেজ্য সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ আমিই পাইব। সুবিচার মতে প্রবেটদিতে আজ্ঞা হয়।

এই প্রকার উজুহতে তিন পক্ষের দরখাস্ত দাখিল হইল। বিচারপতি বিচারের দিন ধার্য্য করিয়া নোটীশ জারীর হুকুম দিলেন। নোটীশ জারি হইল। বিচারের দিন বিচারপতি বলিলেন, উইলের প্রতি কোন পক্ষের কোন আপত্তি নাই, সুতরাং "কে বড় ব্যাকুব" এই মাত্র বিচার্য্য।

ইস্যু ধার্য্য হইল। পরে নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন করিয়া প্রমাণ দেওয়া হইল। বড় পুত্র শ্রীমান রাসবিহারী চক্রবর্ত্তীর উকীল বাবু বলিলেন যে,—অনেকে বিবেকী হইয়া স্ত্রীকে মা ডাকিয়া থাকে—স্ত্রীর কুচরিত্র দেখিলে পূর্ব্বকালে রাজ রাজারা বনবাস দিতেন, কিন্তু মা ডাকিয়া কেহই পুনরায় গ্রহণ করেন নাই। আমার মক্কেল যখন তাহার স্ত্রীকে মা ডাকিয়া পুনরায় গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাহার মত "বড় ব্যাকুব" পৃথিবীতে আর নাই, সুতরাং আমার মক্কেল উইলের মর্ম্মানুসারে পিতৃতেজ্য সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ পাইতে অধিকারী।

ইহার পর মধ্যম পুত্র শ্রীমান রাজকুমার চক্রবর্ত্তীর উকীল বাবু বলিলেন যে,—স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব কেহই স্বীয় জীবন অপেক্ষাশ্রেষ্ঠ নহে ঐ টীকার অগ্নিতে জীবন নষ্ট হওয়ার একান্ত সম্ভাবনাছিল, তত্রাচ স্ত্রীর গাত্র হইতে হাত উঠাইলেন না—পাছে তিনি অসন্তোষ হন—সেই জন্য টিকার আগুন সহ্য করিয়াছেন, সুতরাং আমার মক্কেলই বড় ব্যাকুব অতএব উইলের মর্ম্মানুসারে, তাহার পিতৃতেজ্য সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ পাইতে তিনিই স্বত্ববান ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পরে তৃতীয় পুত্র শ্রীমান বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর উকীল বাবু নিজমক্কেলের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, আমার মক্কেলের ন্যায় "বড় ব্যাকুব" পৃথিবীতে আর নাই, কারণ চোর ঘরে প্রবেশ করিয়া বাক্স ভাঙ্গিল জিনিসপত্র সমস্ত একত্র করিল, তাহা দেখিয়াও দরজা দিতে হইবে বলিয়া কথা বলে নাই—সে যাহা হউক শেষ ঐ সমস্ত মালপত্র আমার মক্কেল নিজে মাথায় করিয়া চোরের বাড়ী পর্য্যন্ত দিয়া আসিয়াছেন—আর বিশেষরূপ উত্তম মধ্যমও খাইয়াছেন, সুতরাং আমার মক্কেলই সর্ব্বাপেক্ষা "বড় ব্যাকুব" অতএব উইলের মর্ম্মানুসারে আমার মক্কেলই তাহার পিতৃতেজ্য সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ পাইতে স্বত্ববান ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বিচারপতি তিন পক্ষের উকীল বাবুদের সওয়াল্ জবাব্ শুনিয়া কে "বড় ব্যাকুব" স্থির করিতে না পারিয়া, উৰ্দ্ধ আদালতে এস্তেমেজাজ করিলেন, তথায় পক্ষত্রয়ের উকীল বাবুরা আপন আপন মক্কেলের পক্ষসমর্থন করিয়া অনেকতর্ক বিতর্ক করতঃ বিশেষরূপে দৃষ্টান্ত দর্শাইলেন বিচারপতিগণ "বড় ব্যাকুব" স্থির করিতে না পারিয়া, এই বলিয়া উইল অগ্রাহ্য করিলেন যে,—দরখাস্ত কারীগণ মধ্যে যে বড় ব্যাকুব তাহা, তাহাদের পিতা বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত থাকিয়াও, যখন অনিদৃষ্ট উইল করিয়াছেন, তখন ঐ উইল অগ্রাহ্য করা হইল—তিন পুত্র তুল্যরূপে সম্পত্তি পাইবেক।

———

বাদ্‌সার দুর্গাপূজা।

দুর্গপূজার কয়েক দিন পূর্ব্বে বাদসা বীরবলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বীর্‌বল্! ছব্ হিন্দুলোক্ দুর্গী পূজ্‌তা হায়্ তোম্ যো দুর্গী পূজ্‌তা নেই এছ্‌কো ছবাব্ কেয়া হায়্? (বীরবল! সকল হিন্দুরাই দুর্গাপূজা করে, তুমি দুর্গাপূজা করনা তাহার কারণ কি?)

বীর্‌বল্ কাহা,—হুজুর! হাম্ গরীব্ কেছ্‌তরে দুর্গীপূজেগা—দুর্গী পূজ-নেছে পয়েলা বরছ্ কই ছুরৎছে আগর্ থোরা খরচ্‌করে—তও পচাচ্ হাজার্ রোপায়াকা কম্‌তি খরচ্ নেই হোগা (বীরবল বলিলেন,—হুজুর! আমি গরীব কি প্রকারে দুর্গাপূজা করিব—দুর্গাপূজা করিতে হইলে, প্রথম বৎসর কোন ক্রমেই পঞ্চাশ হাজার টাকার কম হইতে পারে না।)

বাদ্‌সা কাহা,—এৎনা খরচ্ গিড়েগা! আচ্ছা হাম্ দেগা লেও রোপায়া দুর্গী বানাও—হাম্ দুর্গীপূজা দেখ্‌নেকা ওয়াস্তে জাগা (বাদ্‌সা বলিলেন,—এত খরচ লাগিবে!—আচ্ছা আমি টাকা দিব—তুমি দুর্গাপ্রতিমা প্রস্তুত কর—আমি দুর্গাপূজা দেখিতে যাইব।)

বীরবল পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়া বাটি আসিলেন; এবং কুমার ডাকাইয়া উত্তমরূপে দুর্গাপ্রতিমা প্রস্তুত করিতে অনুমতি করিলেন। যথা সময়ে প্রতিমা প্রস্তুত ও পূজার দ্রব্যাদি সমস্ত আয়োজন হইল। ক্রমে ক্রমে অধিবাসের দিন উপস্থিত হওয়ায়, বীরবল বাদসার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—খোদাওন্! আজ্ পূজাকা অধিবাছ্ হায়্ (অদ্য পূজার অধিবাস।)

বাদ্‌সা পূছা,—অধিবাছ্‌মে কেয়া কাম্ হোগা? (বাদ্‌সা জিজ্ঞাসা করিলেন অধিবাসের দিন কি কাজ হয়?)

বীরবল্ যওয়াব্ দিয়া,—হুজুর্! অধিবাছ্‌মে বেল্ গাছকা বীচ্‌মে পূজা হোগা (তদুত্তরে বীরবল বলিলেন,—হুজুর্! অধিবাসের দিন বেল গাছের নীচে পূজা হয়।)

বাদ্‌সা কাহা,—বেল্‌গাছ্‌কা বীচ্‌মে পূজা দেখ্‌নেকা ওয়াস্তে হাম্ নেহি জাগা; যব্ দুর্গীপূজেগা, তব্ হাম্ জাগা (বাদ্‌সা বলিলেন,—আমি বেল

গাছের নীচে পূজা দেখিতে যাইব না,—যখন দুর্গাপূজা হইবে তখন দেখিতে যাইব।)

বীর্‌বল্ কাহা,—খোদাওন্! কাল্‌ছে পূজা সুরু হোগা (বীরবল বলিলেন,—খোদাওন্! আগামী কল্য হইতে পূজা আরম্ভ হইবে)।

বাদ্‌সা পূছা,—তোম্ কওন্ তারিখ্‌মে জাস্তী খরচ করেগা আওর্ বড়া ধুমধাম হোগা! (বাদ্‌সা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি কোন তারিখ অধিক খরচা করিবে, আর কোন তারিখ অধিক ধুমধাম হইবে)।

বীরবল্ যওয়াব্ দিয়া,—হুজুর! দোছ্‌রা তারিখ্‌মে হোগা (বীরবল উত্তর দিলেন যে, হুজুর! দ্বিতীয় দিন হইবে)।

বাদ্‌সা কাহা,—ঐ তারিখ্‌মে হাম্ যাগা। (বাদসা বলিলেন,—আমি ঐ দিন যাইব)। বীরবল বাদসার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাড়ী আসিলেন। মহাষ্টমীর দিন চণ্ডীমণ্ডপের দরজা একখানি পরদা দ্বারা অবরোধ করিয়া রাখিলেন। পরদিন বাদসা সিপাহী ইত্যাদি সঙ্গে নিয়া বীরবলের বাড়ী উপস্থিত হইলেন।

বাদ্‌সা বীরল্‌কা ঘর্‌মে যাকর্, বীর্‌বল্‌ছে পূছা,—বীর্‌বল্ তোমারা দুর্গা কাহা হায়্? (বাদসা বীরবলের বাড়ী উপস্থিত হইয়া বীরবলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বীরবল! তোমার দুর্গা কোথায়)?

বীর্‌বল্ যওয়াব্ দিয়া,—হুজুর! এই ঘর্‌কা বীচ্‌মে হামারা দুর্গা হায়্ (বীরবল বলিলেন,—হুজুর! এই ঘরের মধ্যে আমার দুর্গা আছেন)

বাদ্‌সা পূছা,—দর্‌জামে পর্‌দা লট্‌কায়া কওন্‌বাৎকা ওয়াস্তে? (বাদসা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি জন্য দরজায় পরদা লটকাইয়াছ)।

বীর্‌বল্ কাহা,—হুজুর! পএলা দুর্গা দেখ্‌নেছে নজর্ দেনা হোতা হায়্, ঐ বাৎকা ওয়াস্তে পর্‌দা লাগায়া (বীরবল বলিলেন,—হুজুর! প্রথমতঃ দুর্গা দেখিতে হইলে নজর দিতে হয়, সেই জন্য পরদা লটকাইয়াছি)।

বাদ্‌সা কাহা,—হামারাভি নজর দেনা হোগা! (বাদ্‌সা বলিলেন,—আমারও নজর দিতে হইবে)!

বীর্‌বল্ কাহা,—খোদাওন! হুজুর্‌কো ফতেমা আওর্ হামারা দুর্গা একি

বরাবর্ (বীরবল বলিলেন,—খোদাওন্! আপনার ফতেমা আর আমার দুর্গা এক, কোন প্রভেদ নাই)।

বাদ্‌সা কাহা,—আচ্ছা লেও হাজার্ রোপায়া, ওতারো পর্‌দা (বাদসা বলিলেন,—হাজার টাকা নিয়া যাও এক্ষণ পরদা উঠাও)।

বীরবল হাজার টাকা গ্রহণ করিয়া পরদা উঠাইলেন। বাদসা প্রতিমা দেখিয়া,—বীর্‌বল্‌ছে পূছা,—বীর্‌বল্! এ তেন্ রেণ্ডীকা বীচ্‌মে কওন্ তোমারা মাই হায়্? (বাদসা বীরবলকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই তিনটী স্ত্রীলোকের মধ্যে তোমার মা কে)?

বীর্‌বল্ যওয়াব্ দিয়া,—খোদাওন্! দরমিয়ান্ যো রেণ্ডী হায়্ উয়া হামারা মাই হায়্ (তদুত্তরে বীরবল বলিলেন,—মধ্যে যে স্ত্রীলোকটীকে দেখিতেছেন এইটীই আমার মা)।

বাদসা কাহা,—বহোৎ আচ্ছা রেণ্ডী হায়্, বড়া খপ্‌ছুরাৎ হায়্,—আচ্ছা বীর্‌বল্! দোতরফ্ দো ছুক্‌রি কওন্ হায়্? (বাদসা বলিলেন যে, অতি সুন্দরী, আরও বলিলেন,—আচ্ছা বীর্‌বল্! দুই দিকের ছুক্‌রী দুইটা কে)?

বীর্‌বল্ কাহা,—মাইকা লেড়্‌কী হায়্ (বীরবল বলিলেন,—ঐ দুইটী মায়ের কন্যা)।

বাদ্‌সা কাহা,—যেছা মাই হায়্, তেছা লেড়কী হায়্ (বাদসা বলিলেন,—না হবে কেন,—যেমন মা, তেমন মেয়ে)।

বাদ্‌সা পূছা—বীর্‌বল্! ডান্ন তরপ্ উয়া ছোক্‌রাঠো কওন্ হায়্ (বাদ্‌সা জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা বীরবল! ডানদিকে ঐ ছোক্‌রা কে)?

বীর্‌বল্ কাহা,— মাইকা ছোট লেড়্‌কা হায়্ (বীরবল বলিলেন,—মার ছোট পুত্র)।

বাদ্‌সা কাহা,—যেছা মাই তেছা লেড়্‌কা পয়দা কিয়া হায়, হামারা জিচাতাহায়্ কে ওছ্‌কো গদী মেলে, বাদ্‌সা খাতাঞ্চীকো কাহা,—ছোক্‌রাকো পান্‌ছ রোপায়া দেও (বাদসা বলিলেন, যেমন মা তেমন ছেলে হইয়াছে—আমার ইচ্ছা হয় যে উহাকে কোলে করি—এই বলিয়া বাদসা খাতাঞ্চীকে বলিলেন যে, উহাকে পাঁচশত টাকা দেও)। আওর্ দেখ বীর্‌বল্! উয়া

কুত্তাঠোকওন্ হায়্? (আর বীরবলকে বলিলেন যে, দেখ বীরবল? ঐ কুত্তাটা কে)?

বীর্বল্ কাহা,—হুকুর্! কুত্তা নেহি হায়্ উয়া সিঙ্গ হায়্ (বীরবল বলিলেন,—হুজুর! ওটা কুত্তানয়—সিংহ)।

বাদ্সা পুছা,—উয়া কেয়া কর্তা হায়্ (বাদসা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সিংহে কি কাজ করে)।

বীর্বল্ কাহা,—মাইকো লেকর্ ঘুম্তা হায়্ (বীরবল বলিলেন,—মাকে নিয়া ভ্রমণ করে)।

বাদ্সা পুছা,—পাকৃড়া হায়্ কেছ্কো? (বাদসা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কাহাকে ধরিয়াছে?

বীর্বল্ কাহা,—অসুর্কো পাকৃড়া হায়্ (বীরবল বলিলেন যে, অসুরকে ধরিয়াছে)।

বাদ্সা পুছা,—উয়া আয়া কওম্ বাৎকা ওয়াস্তে (বাদসা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অসুর কি জন্য আসিয়াছে)।

বীর্বল্ কাহা,—মাইকাছাৎ লড়্নেকা ওয়াস্তে। (বীরবল বলিলেন,—মার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে)।

বাদ্সা কাহা,—কেয়া! মাইকাছাৎ লড়্নে ছেকেগা, মাইকা দছ্ হাত্মে হাতিয়ার্ হায়্ ছাপ্ বি পাকৃড়া হায়্ কেছ্তরে ছেকেগা—মগর্ এছ্কা বড়া হিম্মাৎ এছ্কা হির্ম্মাৎকা কিম্মাৎ বহোৎ হায়্ (বাদসা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, কি! মার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারে—মার দশহাতে অস্ত্রশস্ত্র আছে—সাপ ধরিয়াছে—কি প্রকারে পারিবে! কিন্তু উহার সাহসেরসীমা নাই—উহার সাহসের অধিক মুল্য)। বাদ্সা খাতাঞ্চীকো কাহা,—ওছ্কো একৃছ রোপায়া দেও (বাদসা খাতাঞ্চীকে বলিলেন, উহাকে একশত টাকা দেও)।

বাদ্সা বীর্বল্কো পুছা,—আচ্ছা বীর্বল্! বাও তরপ্ উয়া আদ্মী কওন্ হায়্? ওছকা মু হায়্ জানোয়ার্কা হাৎ পাও আদ্মিকা (বাদসা বীরবলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা বীরবল! বামধারে কে? উহার মুখ পশুর মতন আর হাত পা মনুষ্যের মতন)।

বীর্‌বল্ জওয়াব্ দিয়া,—হুজুর্! মাইকা বড়া বেটা হায়্ (বীরবল বলিলেন,—হুজুর্! ইনি মার বড় পুত্র)।

বাদ্‌সা কাহা,—কেয়া! ইয়াবাৎ হাম্ কেছ্‌তরে এৎবার্ করেগা এছা মাইকা পেট্‌মে জানোয়ার্ কেছ্‌তরে পয়্‌দা হুয়া হায়্? ওতারো ওছ্‌কো উয়া বএট্‌নেকা কাবেল্ নেহি হায়্ (বাদসা বলিলেন—কি! এই কথা আমি কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি যে এমন মার পেটে কি প্রকারে জানোয়ার সৃষ্টি হইল? উহাকে লামাও ঐস্থানে বসিবার উপযুক্ত নহে)।

বাদ্‌সা বীর্‌বল্‌কো পূছা,—বীর্‌বল্! মাইকা ছের্‌পর্ ঝিম্‌তা হায়্ উয়া কওন্ হায় (বাদসা বীরবলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বীর্‌বল্! মার মাথার উপর বসিয়া কে ঝিমাইতেছে)?

বীর্‌বল্ কাহা,—মাইকা খছম্ হায়্ (বীরবল বলিলেন যে, মার স্বামী)।

বাদ্‌সা কাহা,—কেয়া হারাম্‌জাদা! তেরা জরুকাছাৎ অসুর্‌নে জঙ্গ কর্‌তা হায়্—আওর্ তোম্ বএঠ্‌কে বএঠ্‌কে তামেছা দেখ্‌তা হায়্—এছা পাজি হাম্ দুনিয়ামে কবি নেহি দেখা হায়্ ওতারো ওছ্‌কো নেকাল হিয়াচে (বাদসা বলিলেন যে, কি হারামজাদা! তোর স্ত্রীর সঙ্গে অসুর যুদ্ধ করিতেছে আর তুই বসিয়া বসিয়া তামসা দেখিতেছিস্—এমন পাজি আমি পৃথিবীতে দেখি নাই)!

বাদসার হুকুম্ পাইয়া সিপাহীগণ গণেশ ও মহাদেবকে নীচে লামাইয়া ফেলিয়া দিল। বীরবলের পূজা বিলক্ষণ রূপেই শেষ হইল।

চিত্রগুপ্ত।

মনুষ্যের আচরণ দেখিবার জন্য চিত্রগুপ্ত কায়স্থ হইলেও আজ ব্রাহ্মণ বেশে মর্ত্ত্যলোকে উপস্থিত। কোন রাজার মন্ত্রীর পদ শূন্য হওয়ায়, চিত্রগুপ্ত ঐ কার্য্যের জন্য রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন। রাজা চিত্রগুপ্তের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া, তাহাকে ঐপদে নিযুক্ত করিলেন এবং বলিলেন যে, সভায় হাসিতে পারিবে না—হাসিলে হাজার টাকা জরিমানা দিতে হইবে, তাহা না দিতে পারিলে প্রাণদণ্ড হইবে। চিত্রগুপ্ত সম্মত হইয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

কয়েকদিন পরে রাজা চিত্রগুপ্তকে আদেশ করিলেন যে, তুমি সমস্ত কর্ম্মচারীদের নিকট নিকাশ লও। চিত্রগুপ্ত নিকাশ লইতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমতঃ মোকদ্দমার তদ্বিরকারকের নিকাশ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি ২০০৲ দুইশত টাকা খরচ দিয়াছ, সেস্থলে ৪০০৲ চারিশত টাকা কি জন্য খরচ লিখিয়াছ? এই প্রকার সকল কর্ম্মচারীদের দোষ ধরিতে লাগিলেন। এই জন্য কর্ম্মচারিগণ একত্র হইয়া স্থির করিলেন যে, এই বেটা নিশ্চয়ই জ্যোতিষ জানে—ইহাকে জব্দ করিতে না পারিলে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর।

একদিন রাজা তাহার পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়িয়া, গঙ্গায় পিণ্ড দেওয়ার জন্য চলিলেন। সেই সময় একটি কুকু[illegible] যাইতে লাগিল। এই জন্য রাজার সঙ্গীয় চাকরেরা কুকুরকে প্রহার করিল। ইহা দেখিয়া চিত্রগুপ্ত হাসিলেন। এই সুযোগে কর্ম্মচারিগণ একত্র হইয়া, রাজাকে বলিলেন যে, মহারাজ! পাত্র হাসিয়াছেন। রাজা পাত্রকে হাজার টাকা জরিমানা করিলেন, না দিলে শিরচ্ছেদন হইবে। পাত্র টাকা দিতে না পারায়, জহ্লাদ তাহার শিরচ্ছেদন করিতে নিয়া চলিল। ইহা দেখিয়া রাণী জল্লাদকে ডাকাইলেন। জহ্লাদ রাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। রাণী বৃত্তান্ত শুনিয়া ভাবিলেন যে, ব্রাহ্মণ বধ হইলে মহাপাতক হইবে। সেই জন্য রাণী নিজ তহবিল হইতে হাজার টাকা দিয়া ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষা করিলেন।

কয়েক দিন পরে রাজা কালীবাড়ী পাঠা দেওয়ার জন্য যাইতেছিলেন। সঙ্গীয় লোক পাঠার গলায় দড়ি লাগাইয়া টানিতে আরম্ভ করিলে—পাঠা ভ্যা-ভ্যা করিতে লাগিল। পাত্র এই ঘটনা দেখিয়া হাসিলেন। কর্ম্মচারিগণ

সুযোগ পাইয়া রাজার নিকট বলিলেন—মহারাজ ! পাত্র হাসিয়াছেন। রাজা পাত্রের হাজার টাকা জরিমানা করিলেন এবং জহ্লাদকে আদেশ করিলেন যে, পাত্র হাজার টাকা না দিতে পারিলে শিরচ্ছেদন করিবে। রাণী জহ্লাদ ও পাত্রকে ডাকাইলেন এবং বলিলেন,—আমি টাকা দিব। রাণী টাকা দেওয়ায় জল্লাদ টাকা দাখিল করিয়া দিল। ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষা হইল।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে রাজা রঙ্গমহল প্রস্তুত করার জন্য নক্‌সা করিলেন এবং পাত্রকে দেখাইয়া বলিলেন—দেখ এই নক্‌সা কি প্রকার হইল ? পাত্র রাজার কথা শুনিয়া হাসিলেন। রাজা পাত্রের হাজার টাকা জরিমানা করিলেন এবং জল্লাদকে বলিলেন পাত্র টাকা না দিলে শিরচ্ছেদন করিবে। জহ্লাদ পাত্রকে নিয়া বধ্যভূমিতে চলিলেন। রাণী দেখিয়া জহ্লাদ ও পাত্রকে ডাকিলেন এবং জহ্লাদকে টাকা দিয়া বিদায় দিলেন। শেষ পাত্রকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি ক্রমান্বয়ে তিনবার হাসিলেন ইহার কারণ কি ? পাত্র বলিলেন হাসি পাইয়াছে তাই হাসিয়াছি। রাণী বলিলেন—যে জন্য প্রাণদণ্ডের আশঙ্কা তাহাতে সাবধান না হইয়া ক্রমান্বয়ে তিনবার হাসিবার কারণ—বিশেষ কোন আপত্তি না থাকিলে—আমার নিকট বিস্তারিত বলিয়া সন্দেহ দূর করুন।

পাত্র বলিতে আরম্ভ করিলেন,—মা ! আমি মনুষ্য নই—আমি চিত্রগুপ্ত মনুষ্যে কিরূপ আচারণ করে, তাহা জানিবার জন্য মর্ত্ত্যলোকে আসিয়াছি। রাণী পুনরায় চিত্রগুপ্তের নিকট তিনদিন হাসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়—চিত্রগুপ্ত বলিতে আরম্ভ করিলেনঃ—প্রথম দিন হাসিবার কারণ এই—রাজার বাপ মরিয়া কুকুর হইয়াছে—রাজা তাহার পিণ্ড তাহাকে না দিয়া অকারণ প্রহার করেন ও জলে ফেলিতে চলিয়াছেন—আমি সেই জন্য হাসিয়াছি। দ্বিতীয় দিন হাসিবার কারণ এই যে,—পাঠার গলায় যে ব্যক্তি দড়ি বান্ধিয়া টানিতে ছিল—তাহাতে পাঠা ভ্যা-ভ্যা করিয়া বলে—পূর্ব্ব জন্মে সে তাহাকে কোলে করিয়া নিয়া বলী দিয়াছে—আমি সেই জন্য হাসিয়াছি। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—অদ্য কি জন্য হাসিলেন ? তদুত্তরে চিত্রগুপ্ত বলিলেন,—অদ্যকার ঘটনা বলিব না। রাণী পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। চিত্রগুপ্তের দয়া

হওয়ায় বলিলেন,—আগামী কল্য দুই প্রহরের সময় রাজার মৃত্যু হইবে—তিনি আজ রঙ্গমহল প্রস্তুত করার জন্য নক্‌সা প্রস্তুত করেন—মনুষ্যে কিছুই বুঝে না এই জন্য অদ্য হাসিয়াছি। এই কথা শুনিয়া রাণী বলিলেন,—আমি বৈধব্য যন্ত্রণাভোগ করিতে পারিব না—আপনি আমাকে সঙ্গে নিয়া যান—নচেৎ আত্মহত্যা করিব।

রাণীর কাতর উক্তিতে চিত্রগুপ্তের দয়া হইল। পরে রাণীকে বলিলেন,—আগামী কল্য রাজাকে বাহির হইতে দিবে না—সকালে আহার করাইয়া খাটের উপর শয়ন করাইয়া রাখিবে—বেলা দুই প্রহরের সময় নাভিমূলে বেদনা উঠিয়া অজ্ঞান হইবে—শেষে ঐ অজ্ঞান অবস্থায়ই রাজার মৃত্যু হইবে তুমি রাজাকে স্পর্শ করিয়া থাকিবে সেই সময় তোমাকে কেহ বলিবে যে, ছাড়িয়া দেও—তুমি বলিবে যে, আমাকে শুদ্ধ নিয়া যাও—শেষ যখন তাহারা ধর্ম্মরাজকে এই কথা জানাইবেন—তখন আমি তোমাকে শুদ্ধ নিয়া যাইতে বলিব—পরে তোমাকে শুদ্ধ রাজার মৃতদেহ ধর্ম্মরাজের সম্মুখে উপস্থিত করিবে। তুমি ধর্ম্মরাজকে প্রণাম করিবে। এই আদেশ করিয়া চিত্রগুপ্ত চলিয়া গেলেন।

পরদিন প্রাতে রাণী রাজাকে বাহির হইতে দিলেন না। রাজা আহারান্তে শয়ন করিলেন। বেলা দুই প্রহরের সময় রাজার নাভিমূলে বেদনা উঠিল এবং সেই বেদনায় রাজার মৃত্যু হইল। রাণী রাজাকে স্পর্শ করিয়া রহিলেন। যমদূত আসিয়া রাণীকে বলিল,—আর কেন! এখন ছাড়িয়া দেও। রাণী বলিলেন—আমি প্রাণ থাকিতে ছাড়িব না—যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে শুদ্ধ নিয়া যাও। দূতগণ ফিরিয়া আসিল এবং ধর্ম্মরাজকে অবস্থা জানাইল। সেই সময় চিত্রগুপ্ত বলিলেন,—রাণীকে শুদ্ধ নিয়া আইস। দূতগণ পুনরায় আসিয়া রাণীকে শুদ্ধ রাজার মৃতদেহ ধর্ম্মরাজের নিকট উপস্থিত করিল। রাণী ধর্ম্মরাজকে প্রণাম করিলেন। ধর্ম্মরাজ "সাবিত্রী সদৃশী ভব" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। চিত্রগুপ্ত তৎক্ষণাৎ বর লিখিলেন। কিছুকাল পরে ধর্ম্মরাজ বলিলেন, জীবিত লোক কি জন্য আসিয়াছে, শীঘ্র ইহাকে ফিরাইয়া দেও। তখন চিত্রগুপ্ত সমস্ত অবস্থা বর্ণন করিয়া বলিলেন—রাণী সতী বিশেষতঃ

আপনি বর দিয়াছেন—মৃত রাজার জীবনদান না করিলে, আপনার বর ব্যর্থ হয়। ইহা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,— "বর লিখিয়াছ?" চিত্রগুপ্ত বলিলেন, তখনই লিখিয়াছি। ধর্ম্মরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—এখন কি হইবে? তদুত্তরে চিত্রগুপ্ত বলিলেন,—বর খণ্ডন হইতে পারে না—রাজার জীবন দান দিতেই হইবে।

ধর্ম্মরাজ রাজার জীবন দান করিলেন এবং উভয়কে রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন। রাণী সতী বিধায় রাজা জীবন দান পাইলেন। রাণী রাজার সহিত রাজধানীতে উপস্থিত হওয়া মাত্র "সতীত্বের জয়" ধ্বনিতে রাজধানী পূর্ণ হইল।

বুদ্ধি অমূল্য।

উজীর্ নাজীর্ ও গএরা তামাম্ বীর্বল্‌কো দুছ্‌মন্ হোকর্‌কে, উছ্‌কো নক্‌রিছে ওঠানেকা মৎলব্‌মে বহোৎ ফিকের্ কিয়া (উজীর নাজীর ও অন্যান্য সকলে বীরবলের শত্রু হইয়া, তাঁহাকে চাকুরী হইতে উঠাইবার মানসে অনেক চেষ্টা করিলেন)। কৈছুরৎছে ছাকা নেই (কিন্তু কোন ক্রমেই পারিয়া উঠিলেন না)। পীছে ছব্‌কৈ এক্ গাট্টা হোকর্ কাজীকা হুজুর্‌মে জাকর্— আপ্‌না আপনা কৈফিয়ৎ বয়ান্ কর্‌কে বহোৎ রোণা পীটনা কিয়া (পরে সকলে একত্র হইয়া কাজীর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং নিজ নিজ কথা বলিয়া কাঁদা কাটি করিলেন)। আওর্ কাহা,—হুজুর! হাম্‌লুগপর্ এক জরা মেহের্‌বাণী না করে, তও হাম্‌লোক্ এক্‌বার্‌গী বেরুজী মারা যাতা হায় (আরও বলিলেন,—হুজুর! আমাদের উপর কৃপাদৃষ্টি না করিলে—একেবারেই আমাদের অন্ন মারা যায়)।

কাজী কাহা,—আপ্‌লোক্ কেয়া মাংতা হায়? (কাজী বলিলেন,— আপনারা কি চাহেন)?

উয়া লোক্ কাহা,—হুজুর মেহেরবাণী কর্‌কে আগর্ বীর্‌বল্‌কা নেজ্‌বৎমে বাদ্‌সাকা হুজুর্‌মে দো এক্‌বাৎ বোল্‌নেছে জরুর্ বাদ্‌সা উছ্‌কো ওঠা দেগা

(উহারা বলিলেন, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক যদি বীরবলের বিরুদ্ধে বাদসার নিকট দুই এক কথা বলেন, তবে বাদ্‌সা নিশ্চয়ই উহাকে উঠাইয়া দিবেন)।

কাজী কাহা,—কাল্ হাম্ জাগা (কাজী বলিলেন,—আমি আগামী কল্য যাইব)।

উছ্‌কা পরে রোজ্ কাজী বাদ্‌সাকা হুজুর্‌মে আকর্ আরজ্ কিয়া কে, হুজুর্! বীর্‌বল্ আদ্‌মীকা চেহারা দেখ্‌কর্ বয়ান্ কর্‌তা হায়্ কে ফলানা এই কাম্‌কা ওয়াস্তে আয়া হায়্ (ইহার পরদিন কাজীসাহেব বাদসার নিকট উপস্থিত হইয়া, বলিলেন যে, হুজুর! বীরবল লোকের চেহারা দেখিয়াই বলিতে পারে যে, অমুকে এই কার্য্যের জন্য আসিয়াছে)। উয়া গিনা জান্তা নেহি, জাদু জান্তা নেহি (সে গণনা করিতেও জানে না, কিম্বা জাদুও জানে না) উছ্‌কা ছবাব্ এই হায়্ যো আদ্‌মী যো কাম্‌কা ওয়াস্তে আতা হায়্, উয়া আগাড়ী বীর্‌বল্‌কা পাছ্ যাকর্‌কে কাম্‌কা বন্দোবস্ত কিয়া (ইহার কারণ এই যে, যাহারা কাজের জন্য এইস্থানে আসে, তাহারা পূর্ব্বেই বীরবলের নিকট যাইয়া বন্দোবস্ত করিয়া আসে)। পীছে যব্ হুজুর্‌মে আয়া তব্ বীর্‌বল্ কাহা কে ফলানা এই কাম্‌কা ওয়াস্তে আয়া হায়্ (পরে যখন আপনার নিকট আসে তখন বীরবল বলেন যে, তুমি অমুক কার্য্যের জন্য আসিয়াছে)। আচ্ছা এছাই আগর্ কহেনে আলা হো তও হামারা দেল্‌মে তেন্‌বাৎ ঠারাবেগা—উয়া কেয়াবাৎ হায়্—আগর্ উয়া কহেনেছাকে তও উছ্‌কো হাম্ দছ্ হাজার্ রোপায়া দেগা (অচ্ছা যদি সে এমনই বলিতে পারে, তবে আমি তিনটী কথা মনে মনে স্থির করিব—যদি তাহা বলিতে পারে, তবে আমি নিজ হইতে উহাকে দশ হাজার টাকা দিব)। আর কহেনে নেহি ছেকেগা তও উছ্‌কো জরুর্ আব্ বর্‌খাস্ত করেগা (আর যদি না বলিতে পারে, তবে আপনি উহাকে বরখাস্ত করিবেন)।

বাদ্‌সা কাহা,—বীর্‌বল্‌কো আনে দেও (বাদ্‌সা বলিলেন যে, বীরবলকে আসিতে দেও)।

যব্ বীর্‌বল্ আয়া, তব বাদসা বীর্‌বল্‌কো কাহা,—কাজীকা দেল্‌মে তিন্‌ঠো বাৎ ঠারাবেগা, উয়া কেয়াবাৎ তোম্ আগর্ কহেনে ছাকো, তও

কাজী আপ্না তর্প্ছে তোম্কো দছ্ হাজার্ রোপায়া দেগা—আগর্ কহেনে না ছাকো, তও তোম্কো হাম্ বেকছুর্ বর্খাচ্ৎ করেগা (যখন বীরবল আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন বাদসা বীরবলকে বলিলেন যে, কাজী মনে মনে তিনটী কথা স্থির করিবে, তাহা কি কথা যদি তুমি বলিতে পার, তবে কাজী নিজ তহবীল হইতে তোমাকে দশ হাজার টাকা দিবে, আর যদি না বলিতে পার, তবে আমি তোমাকে নিশ্চয়ই বর্খাস্ত করিব)।

বীর্বল্ এছ্বাৎকা মানেছামাএত্ ছোমেজ্কো কাহা,—হুজুর ! কাহিয়ে ওছ্কো ঠারানেকা ওয়াস্তে (বীরবল এই কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—হুজুর ! উহাকে ঠিক করিতে বলুন)।

কাজী কাহা,—হুজুর্ ! হাম্ ঠারায়া (কাজী বলিলেন,—হুজুর ! আমি স্থির করিয়াছি)।

বীর্বল্ কাহা,—হুজুর্ কাজী যো তেন্ বাৎ দেল্মে ঠারায়া এছ্কা পহেলাবাৎ এই হায়্—উয়া হর্ রোজ্ ছোবেকো নিন্দছে ওঠ্কর্ আল্লাকা পাছ্ এই এবাদাৎ কর্তা হায়্কে আল্লা ! বাদ্সাকা বাদ্সাই বরাবর্ মক্‌রর্ রহে (বীরবল বলিলেন, হুজুর ! কাজী যে তিনটি কথা মনে মনে স্থির করিয়াছে তাহার প্রথম কথা এই—কাজী প্রত্যহ নিদ্রা হইতে উঠিয়া ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করে যে, ঈশ্বর ! বাদসার বাদসাই চিরকাল যেন স্থির থাকে)।

বাদসা কাজীছে পূছা,—কেউ কাজী ! তোমারা দেল্মে এইবাৎ হায়্ ? (বাদসা কাজীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেমন কাজী তোমার মনে এই কথা)।

কাজী কাহা,—খোদাওন্ ! হামারা দেল্মে এইবাৎ হায়্ (কাজী তোমার মনে এই কথা)।

বাদ্সা বীর্বল্‌কো পূছা, বীর্বল্ ! দোছরা বাৎ কেয়া হায়্ ? (বাদসা বীরবলের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,—বীরবল ! দ্বিতীয় কথা কি) ?

বীর্বল্ কাহা,—খোদাওন্ ! দোছরা বাৎ এই হায়্ উয়া হর্ রোজ্ ছোবেকো নিন্দছে ওঠ্কর্ আল্লাকা পাছ এই এবাদাৎ কর্তা হায়্কে আল্লা

বাদ্সাকা খোস্ নজর্ বরাবর্ হামারা পর্ রহে (বীরবল বলিলেন,—খোদাওন্! দ্বিতীয় কথা এই যে, কাজী প্রত্যহ নিদ্রা হইতে উঠিয়া ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করে যে,—ঈশ্বর! আমার প্রতি যেন বাদসার সুদৃষ্টি চিরকাল থাকে)।

বাদ্সা পূছা,—কেউ কাজী! তোমারা দেল্‌মে এই বাৎ হায়্? (বাদসা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেমন কাজী তোমার মনে এই কথা)?

কাজী কাহা,—খোদাওন্। হামারা দেল্‌মে এই বাৎ হায় (কাজী বলিলেন,—খোদাওন! আমি মনে এই কথা স্থির করিয়াছি)।

বাদ্সা পূছা,—আচ্ছা বীরবল! তেছ্‌রাবাৎ কেয়া হায়? (বাদসা জিজ্ঞাসা করিলেন,—বীরবল! তৃতীয় কথা কি)?

বীর্‌বল্ কাহা,—হুজুর! তেছ্‌রাবাৎ এই হায়্‌কে উয়া হর্‌রোজ ছোবেকো নিন্দছে ওঠ্‌কর্ আল্লাকা পাছ্ এই এবাদাৎ কর্‌তা হায়্ কে আল্লা! হাম্ যো এন্‌ছাপ্ কর্‌তা হায়্ উয়া বে-এন্‌ছাপ্ না হোয়ে (বীরবল বলিলেন,—হুজুর! তৃতীয় কথা এই যে, প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া কাজী সাহেব এই বলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন যে ঈশ্বর! আমি যে বিচার করি তাহা যেন অবিচার না হয়)।

বাদ্সা পূছা,—কেউ কাজী! তোমারা দেল্‌মে এই বাৎ হায়্? (বাদাসা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেমন কাজী! তোমার মনে এই কথা)?

কাজী কাহা,—খোদাওন্! হামারা দেল্‌মে এই বাৎ হায়্ (কাজী বলিলেন,—খোদাওন! আমার মনে এই কথা)।

বাদ্সা কাহা,—দেও কাজী বীর্‌বল্‌কো দছ্ হাজার্ রোপায়া (বাদসা বলিলেন যে, কাজী বীরবলকে দশ হাজার টাকা দেও)।

দেখ কি হয়।

কোন গ্রামে রামধনশীল নামক এক নাপিত বাস করিত। সে বৃদ্ধাবস্থায় চারিটী পুত্র ও প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়া পরলোক গমন করিল। পুত্রগণ ধনের গৌরবে গর্ব্বিত হইয়া পরামর্শ করিল যে, এ দেশে থাকিলে লোকে নাপিত বলিয়া কখনও সম্মান করিবে না,—চল আমরা স্থানান্তরে গিয়া বাড়ী প্রস্তুত করি। এই প্রস্তাবে সকলে সম্মত হইল। পরে ভিন্ন জেলায় যাইয়া বাড়ী প্রস্তুত করতঃ দালান কোঠা উঠাইয়া বশত বাস করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ক্রমে বিষয়-সম্পত্তিও করিল এবং দাস বলিয়া পরিচয় দিল।

কিছুকাল পরে ঐ দেশস্থ কায়স্থমণ্ডলীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ করিতে আরম্ভ করিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বসুবংশের কন্যা, মধ্যম ভ্রাতা ঘোষবংশের কন্যা বিবাহ করিল। বাটীর চতুর্দ্দিকে অনেক ব্রাহ্মণ বসাইল। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসী সমস্ত ভদ্রলোক দিগকে অন্নভুক্ত করাইল। শেষ পরামর্শ করিল যে, ব্রাহ্মণদিগকে ঘরে খাওয়াইতে না পারিলে আমাদের এই সম্পত্তিতে কোন ফল নাই। এই প্রস্তাবে সকলে সম্মত হইয়া, একদিন ব্রাহ্মণদিগকে ডাকাইল। ব্রাহ্মণগণ যথাসময়ে মনিববাড়ী উপস্থিত হইলেন। পরে শ্রেষ্ঠ নাপিত বলিল,—আপনা-দিগকে আমাদের ঘরে খাইতে হইবে,—আমি যথাসম্ভব টাকা দিব। আরও বলিল,—এই টাকা নগদ দিব,—সুদে বা খাজানায় কাটিব না। ব্রাহ্মণগণ কোন উত্তর না দিয়া নিজ নিজ বাটীতে চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণগণ যাহাতে পালাইতে না পারেন, তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইল।

ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ বাটীতে উপস্থিত হইয়া ঘোরতর চিন্তায় পতিত হইলেন। শেষ সকলে একত্র হইয়া গ্রামস্থ প্রাচীন ৮০।৯০ বৎসর বয়স্ক জনার্দ্দন সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট বর্ণিত অবস্থা প্রকাশ করিলেন। তিনি অবস্থা শুনিয়া বলিলেন,—"দেখ কি হয়।" ইহার কয়েক দিন পরে লোক পাঠাইয়া ব্রাহ্মণগণকে ঘরে খাওয়াইবার জন্য নিমন্ত্রণ করাইল। ব্রাহ্মণগণ পুনরায় ঐ বৃদ্ধ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন,—মহাশয়! এখন কি উপায় হইবে? বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"দেখ কি হয়।" ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—আপনি এখনও বলেন,—"দেখ কি হয়।" যদি পূর্ব্বে বলিতেন যে,

আপনার দ্বারা কোন ফল হইবে না, তবে আমরা পালাইবার চেষ্টা করিতাম,—কেবল আপনার জন্যই জাতিভ্রষ্ট হইলাম। সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন,—কোন চিন্তা করিও না, ব্রহ্মণ্যদেব কখনও ব্রাহ্মণের জাতি নাশ করিবেন না।

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ আপন আপন বাটীতে চলিয়া গেলেন। পরদিন পাক প্রস্তুত হওয়ায় ব্রাহ্মণগণকে ডাকিতে লোক পাঠাইল। পরে সকলে একত্র হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট গেলেন এবং বলিলেন,—সার্ব্বভৌম মহাশয়! এখন কি হইবে? খাওয়ার জন্য ডাকিতে আসিয়াছে,—এখন কি উপায় করিব? বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"দেখ কি হয়।" ব্রাহ্মণগণ ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন,—বুড়ো তুমি এখনও বল যে, "দেখ কি হয়।" আমরা তোমাকে সঙ্গে না লইয়া কখনও যাইব না।

পরে সকলে একত্র হইয়া, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে একখানা চৌকীর উপর বসাইলেন, এবং কয়েকজনে ধরিয়া মনিববাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে চলিলেন। মনিববাড়ী উপস্থিত হওয়া মাত্র সকলকে বসিতে দিল। শেষ পাত-পীড়ি হইলে পর ব্রাহ্মণগণকে বলিল,—পাত-পীড়ি হইয়াছে,—এখন সকলে আশুন! তখন ব্রাহ্মণগণ বৃদ্ধ সার্ব্বভৌম মহাশয়কে বলিলেন,—ঠাকুর! এখন কি হইবে? বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"দেখ কি হয়।" তৎপর সকলে পীড়ির উপর বসিলেন।

এদিকে পাকের ঘরে থালে থালে ভাত বারা হইয়াছে। বড় নাপিতের স্ত্রী প্রথমতঃ ভাতের থালা ধরিল—মধ্যম ভ্রাতার স্ত্রীও ঐ থালা ধরিল—দুই জনে থালা নিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল—পরে ঝগড়া, শেষ ঝগড়া মারামারিতে পরিণত হইল। এই গণ্ডগোল শুনিয়া দুই ভাই পাকের ঘরে দৌড়িয়া গেল—যাইয়া দেখে এই কাণ্ড। বড় ভ্রাতার স্ত্রী বলে যে, আমি বড় আমি ভাত দিব—মধ্যম ভ্রাতার স্ত্রী বলে যে, ওদিকে বড়ঠাকুর বড়— এদিকে আমি বড়, কারণ ঘোষ, বউস, গুহ, মিত্র—আমি ঘোষের ঝি সুতরাং আমি বড়। এই কথা শুনিয়া বড় ভাই বলিল যে, আমার স্ত্রী ভাত দিবে। মধ্যম ভাই বলিল, দাদা! তুমি আমার বড় কিন্তু ও দিকে আমার স্ত্রী বড়। এই তর্ক ক্রমে বাধিয়া উঠিল—শেষ দুই ভাই ও দুই বৌ বিষম মারামারি

আরম্ভ হইল। ভাত, ব্যঞ্জন ও অন্যান্য সামগ্রী সমস্ত পায় পায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

ব্রাহ্মণগণ ইষ্টমন্ত্র যপ করিতে করিতে বাটীতে চলিয়া গেলেন। কার্য্যের শেষ না দেখিয়া হতাশ হওয়া সঙ্গত নহে।

ব্রাহ্মণীর মাথা প্রসব।

লক্ষ্মী, সরস্বতী, বিশ্বকর্ম্মা ও কম্ম এই চারিজনের মধ্যে কে বড় কে ছোট—এই বিষয় লইয়া বিষম তর্ক উপস্থিত হইল। সেই সময় নারদমুনি তথায় উপস্থিত ছিলেন। সকলে নারদকে শালিস মান্য করিতে চাহিলেন, নারদমুনি শালিসী করিতে সম্মত হইলেন না।

শেষে ক্রমে ক্রমে সকল দেবতা ও প্রধান প্রধান রাজাদিগকে শালিস মান্য করার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কেহই ভয়ে স্বীকার করিলেন না। কারণ যাহাকে ছোট বলিবেন তিনিই কুপিত হইবেন। পরে নারদমুনি বলিলেন :—

এক ব্রাহ্মণের পুত্র সন্তান না থাকায়, পুত্র কামনায় ইন্দ্রাভিষেক করিলেন। পরে ব্রাহ্মণীর গর্ভ সঞ্চার হইলে, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী আনন্দিত হইলেন। ঈশ্বর ইচ্ছায় দশম মাসে ব্রাহ্মণী একটী মাথা প্রসব করিলেন—ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং নব প্রসূত মাথা নদীতে নিক্ষেপ করিতে চলিলেন—সেই সময় দৈববাণী হইল যে "ব্রাহ্মণ মাথা ফেলিও না" তদনুসারে ব্রাহ্মণ মাথা আনিয়া ঘরে রাখিয়াছেন—ঐ মাথার কোন স্বার্থ নাই এবং কেহকে ভয় করে না—এক্ষণ আপনারা সেই মাথাকে শালিস মান্য করুন।

নারদমুনির বাক্যানুসারে সকলে সম্মত হইয়া মাথাকে শালিস মান্য করিলেন এবং পরদিন বিচারের সময় নির্দ্দেশ করিলেন। রাত্রে বিশ্বকর্ম্মা মনে মনে ভাবিলেন,—লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অনেক সহায় সম্পদ আছে—আমার

কিছুই নাই—আমি এক্ষণ একাকী মাথার নিকট যাইয়া তাহাকে তোষা-মোদে বাধ্যকরি—তবেই আমাকে বড় বলিবে। এই স্থির করিয়া বিশ্বকর্ম্মা একাকী মাথার নিকট গেলেন এবং বলিলেন,—আমরা আপনাকে শালিস মান্য করিয়াছি—যদি আপনি আমাকে বড় বলেন, তবে আপনাকে সর্ব্বাঙ্গ বিশিষ্ট করিতে পারি—এবং আপনার বাড়ী অদ্যই ইন্দ্রপুরী তুল্য নির্ম্মাণ, করিতে পারি। তদুত্তরে মাথা বলিলেন,—করুন। বিশ্বকর্ম্মা মাথার কথায় আশ্বস্ত হইয়া, মাথাকে সর্ব্বাঙ্গ বিশিষ্ট এবং ইন্দ্রপুরী তুল্য বাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন। পরে বিশ্বকর্ম্মা আবশ্যকীয় আসবাব প্রস্তুত করিয়া, নিজ বাটীতে চলিয়া গেলেন।

লক্ষ্মী মনে মনে ভাবিলেন,—এক্ষণ একাকী মাথার নিকট যাইয়া একটু তোষামোদ করিয়া আসি—তবেই আমাকে বড় বলিবে। এই স্থির করিয়া লক্ষ্মী মাথার নিকট গেলেন। লক্ষ্মী—মাথার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি-লেন—মাথা নয় সর্ব্বাঙ্গ বিশিষ্ট পুরুষ এবং ইন্দ্রপুরী তুল্যবাটী নির্ম্মাণ হইয়াছে। ইহা দেখিয়া লক্ষ্মী মনে মনে স্থির করিলেন যে, বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া এইরূপ করিয়াছে। পরে লক্ষ্মী মাথার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—আপনার পুরী শূন্য দেখিতেছি—যদি আমাকে বড় বলেন—তবে ধন রত্নাদি দ্বারা আপনাকে কুবেরের তুল্য করিতে পারি। তদুত্তরে মাথা বলিলেন,—করুণ। পরে লক্ষ্মী ধন রত্নদ্বারা ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সরস্বতী মনে মনে ভাবিলেন,—বোধ হয় বিশ্বকর্ম্মা ও লক্ষ্মী মাথার নিকট যাইয়া মাথাকে নিজ নিজ ক্ষমতায় বাধ্য করিয়াছে—সুতরাং আমারও এক বার মাথার নিকট যাওয়া উচিত। এই স্থির করিয়া সরস্বতী মাথার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—বিশ্বকর্ম্মা ও লক্ষ্মী আপনার শারিরীক ও আর্থিক অভাব পূর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু আপনার বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই নাই—যদি আমাকে বড় বলেন—তবে আপনাকে বৃহস্পতি তুল্য পণ্ডিত করিতে পারি। তদু-ত্তরে মাথা বলিলেন,—করুন। সরস্বতীর বরে মাথা বৃহস্পতি তুল্য পণ্ডিত হইলেন। কিন্তু কর্ম্ম—এই প্রকার তোষামোদ করিতে গেলেন না।

পরদিন প্রাতে চারিজন একত্র হইয়া মাথার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—আমরা আপনাকে শালিস মান্য করিয়াছি—এক্ষণ আমাদের মধ্যে—কে বড়—তাহা বিচার করিয়া বলুন। মাথা বলিলেন, এই বিষয় আপনারাই মীমাংসা করিতে পারেন—কারণ আমার কর্ম্মে না থাকিলে, এইরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইত না—এক্ষণ আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন কে বড়—কে ছোট।

মাথার বিচারে কর্ম্মই বড় হইলেন। কর্ম্মে না থাকিলে কিছুই হইতে পারে না।

জ্যোতির্ব্বেত্তার গণনা।

কোন রাজার রাজ্যে এক জ্যোতির্ব্বেত্তা ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি ভূত-ভবিষ্যৎ গণনা করিতে পারিতেন। কালক্রমে তাহার বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ উপস্থিত হইল। রাজা বাদীর প্রমাণ গ্রহণ করিলেন। পরে অন্য অন্য মন্ত্রিগণের মত গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণকে শূলে দেওয়ার আদেশ করিলেন। এই সংবাদ দেশ বিদেশে প্রচার হইল।

ব্রাহ্মণকে শূলে দেওয়ার নির্দ্ধারিত দিনে অনেক লোক শূল দেখিতে আসিল। লোকে লোকারণ্য হইল। জহ্লাদগণ ব্রাহ্মণকে শূলের গাছে উঠাইল, এবং রাজার আগমন অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে রাজা উপস্থিত হইলেন।

যাহারা শূল দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাহারা রাজার নিকট বলিলেন যে, মহারাজ! আমাদের একটী প্রার্থনা আছে। ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন,—"আমি কখনও ব্রাহ্মণকে মুক্তি দিব না।" প্রার্থীগণ বলিলেন,—মহারাজ! আমরা ব্রাহ্মণের মুক্তির প্রার্থনা করিব না। রাজা বলিলেন,—তবে তোমাদের কি প্রার্থনা বল। প্রার্থীগণ বলিলেন,—মহারাজ! এই ব্রাহ্মণ সকলের ভূত-

ভবিষ্যৎ গণনা করিতেন,—ইহার মতন জ্যোতির্ব্বেত্তা ব্রাহ্মণ আপনার রাজ্যে আর নাই,—এখন তিনি জন্মের মত চলিয়া যাইতেছেন,—আমরা ইহার নিকট একটী শেষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, তাহাতে যতক্ষণ সময় লাগে, সেই সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন। রাজা প্রশ্ন করিতে আদেশ করিলেন।

দর্শকমণ্ডলী সকলে একবাক্যে ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনি আমাদের সকলের ভূত-ভবিষ্যৎ গণনা করিতেন, আপনার নিজের বিষয় কি একবারও গণনা করেন নাই?" তদুত্তরে ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"আমি আমার নিজের বিষয় গণনা করিয়া জানিয়াছিলাম যে আমার উচ্চপদ লাভ হইবে।" কিন্তু সেই উচ্চপদ যে এতদূর উচ্চ হইবে, অর্থাৎ শূলের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত উচ্চ হইবে, তাহা গণনায় স্থির হয় নাই।

রাজা ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহাকে নরহত্যার অপরাধ হইতে মুক্তি দিলেন।

বাঘের বাপের শ্রাদ্ধ।

কোন ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়া কালযাপন করিতেন। একদা পাঁচ সাত দিন পর্য্যন্ত কিছুই ভিক্ষা পান নাই। ব্রাহ্মণী তাঁহাকে সর্ব্বদাই জ্বালাতন করিতেন। ব্রাহ্মণ যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া, আত্মহত্যা করিবার জন্য জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। কতকদূর যাইয়া দেখিলেন যে, ব্যাঘ্ররাজ সভা করিয়া বসিয়াছেন। ব্রাহ্মণ উপায়ান্তর না দেখিয়া, ক্রমে ক্রমে সভার নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্যাঘ্র-মন্ত্রী রাজহংস ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—পুরোহিতঠাকুর! কর্ত্তার বাপের শ্রাদ্ধ আজ না কাল? ব্রাহ্মণ ভয়ে কম্পিত হইয়া বলিলেন,—আজ্ঞে—আজ্ঞে—শ্রাদ্ধ কাল। রাজহংস বলিলেন,—আপনি ত বেশ পুরোহিত—কাল শ্রাদ্ধ—একদিনের মধ্যে কি প্রকারে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করি? ব্রাহ্মণ বলিলেন,—বাবা! আমি একা মানুষ—তাতে নানাকার্য্য, সেই জন্য অসময় আসিয়াছি—অপরাধ ক্ষমা কর।

মন্ত্রী ব্যাঘ্ররাজকে বলিলেন,—মহারাজ! বুড়াকর্ত্তার শ্রাদ্ধ আগামী কল্য। ব্যাঘ্ররাজ বলিলেন,—কিসের শ্রাদ্ধ!—আমি ত কখনও শ্রাদ্ধ ট্রাদ্ধ করি নাই। মন্ত্রী বলিলেন,—যে পুত্র বাপের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ না করে,—সে কুপুত্র। এই কথা শুনিয়া ব্যাঘ্ররাজ শ্রাদ্ধ করিতে সম্মত হইলেন। মন্ত্রী মহাশয় পুরোহিত ঠাকুরের নিকট হইতে শ্রাদ্ধের ফর্দ্দ লইলেন, এবং অধীনস্থ কর্ম্মচারী দ্বারা ফর্দ্দ মত সমস্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিলেন। পরদিন প্রাতে ব্রাহ্মণ ব্যাঘ্ররাজকে স্নান করাইলেন, এবং কুশা-কুশী হাতে দিয়া শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়াইলেন।

রাজহংস গোপনে ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—ঠাকুর বাঘের বাপের কি শ্রাদ্ধ আছে? ব্রাহ্মণ বলিলেন,—বাবা তোমার কৃপায় এবার জীবন রক্ষা পাইলাম। রাজহংস ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—আমি এখানে এক বৎসর থাকিব,—আপনি আর কখনও এখানে আসিবেন না। পুরোহিতঠাকুর তাড়াতাড়ী জিনিস-পত্র লইয়া বাড়ী আসিলেন, এবং সমস্ত জিনিষ বিক্রয় করিয়া এক বৎসর সচ্ছলভাবে কাটাইলেন।

সম্বৎসর উপস্থিত। ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এবার বাঘের বাপের শ্রাদ্ধে যাওয়ার কি করিবেন? তদুত্তরে ব্রাহ্মণ বলিলেন,—রাজহংস এক বৎসরের অধিক কাল তথায় থাকিবে না,—বিশেষতঃ আমাকে যাইতে নিষেধ করিয়াছে,—এখন কি করি? ব্রাহ্মণী বলিলেন,—যখন কর্ত্তা আপনাকে চিনিয়াছেন, তখন ভয় কি?—না গেলে কি খাইব?

ব্রাহ্মণ পুনরায় জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। সভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এবার মন্ত্রী হইয়াছেন শুকপাখী। শুকপাখী ব্রাহ্মণকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—পুরোহিতঠাকুর! কর্ত্তার বাপের শ্রাদ্ধ কি আজ? ব্রাহ্মণ বলিলেন,—মহাশয়! কর্ত্তার তিথির শ্রাদ্ধ কাল। শুকপাখী বলিলেন,—আপনি ত বেশ পুরোহিত,—গত সনও এই প্রকার অসময় উপস্থিত হইয়াছিলেন। শুকপাখী ব্যাঘ্ররাজকে বাৎসরিক শ্রাদ্ধের সংবাদ জানাইয়া সমস্ত আয়োজন করাইয়া দিলেন।

পরদিন শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইল। শুকপাখী গোপনে ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—মহাশয়! গতবৎসর রাজহংস আপনাকে পুনরায় এস্থানে আসিতে নিষেধ

করিয়াছিলেন,—আপনার আশা ভাল হয় নাই,—সে যাহা হউক আমার গতিকে আপনার প্রাণ রক্ষা হইল,—আমি আপনাকে পুনর্ব্বার আসিতে নিষেধ করিলাম আপনি আর কখনও এখানে আসিবেন না আসিলে নিশ্চয়ই প্রাণ হারাইবেন আমি একবৎসরের অধিক কাল এখানে থাকিব না। ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের জিনিষপত্র নিয়া বাড়ী আসিলেন এবং পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায়, সুখ স্বচ্ছন্দে ঐক বৎসর কটাইলেন।

বৎসরান্তে তিথি উপস্থিত। ব্রাহ্মণ অনিচ্ছায় ব্রাহ্মণীর তাড়নায় ব্যাঘ্র সভায় যাইয়া দেখেন কাকপক্ষী মন্ত্রীর আসন অধিকার করিয়াছেন। ব্যাঘ্ররাজ পুরোহিত ঠাকুরকে দেখিয়া বলিলেন,—ঐ পুরোহিত ঠাকুর আসিয়াছেন—বোধ হয় বাবার শ্রাদ্ধের তিথি আগামী কল্য। কাকমন্ত্রী এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—বাঘের বাপের আবার শ্রাদ্ধ কি? তদুত্তরে ব্যাঘ্ররাজ বলিলেন,—যখন রাজহংস ও শুকপাখী মন্ত্রী ছিল,তখন তাহারা এই পুরোহিত দ্বারা ক্রমান্বয়ে দুই বৎসর শ্রাদ্ধ করাইয়াছে। ইহা শুনিয়া কাক বলিলেন,—তুমিও যেমন রাজা, তেমন দুইটি হতমুর্খকে মন্ত্রী রাখিয়াছিলে, আমি স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতালের সমস্ত স্থান দর্শন করিয়াছি; কিন্তু কোন স্থানে কোন পশু পক্ষীর শ্রাদ্ধ করিতে দেখি নাই ও শুনিও নাই আমার বংশ শ্রেষ্ঠ মহামানী ভুষণ্ড কাক যিনি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের মর্ম্ম জ্ঞাত আছেন—তিনি কখনও এমন কথা বলেন নাই যে, পশু পক্ষীর কোন শ্রাদ্ধ আছে। আপনি অন্যান্য নিকৃষ্ট জন্তুর মাংস সর্ব্বদা ভক্ষণ করেন, কিন্তু মনুষ্যের মাংসের মত সুস্বাদু মাংস কখনও ভক্ষণ করেন নাই—এখন ইহাকে ভক্ষণ করিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করুন।

ইহা শুনিয়া ব্যাঘ্ররাজ কাক মন্ত্রীকে বলিলেন,—দেখ মন্ত্রী! তুমি যাহাই বলনা কেন, যখন ব্রাহ্মণ আমার হাতে কুশা কুশী দিয়া মন্ত্র পড়াইয়াছেন, তখন আমি উহাকে চারিচক্ষে ভক্ষণ করিতে পারিব না। এই কথা শুনামাত্র কাক ব্রাহ্মণের চক্ষু দুইটী উঠাইয়া নিলেন। ব্যাঘ্ররাজ লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের ঘাড় ভাঙ্গিয়া ভক্ষণ করিলেন। সেই সময় ব্রাহ্মণ নিম্নলিখিত কবিতা পাঠ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন:—

গতশ্চ রাজহংসশ্চ গতশ্চ শুকসারিকা।
ইদানীং বর্ত্ততে কাক সির্ণচক্ষু বায়সাঃ॥

স্ত্রীলোকের পরামর্শে কোন কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে।

ছের্ বুড়ীদা লাজে মাচ্‌ৎ
অর্থাৎ
শিরচ্ছেদন করা কর্ত্তব্য।

একরোজ্ বাদ্‌সা বাদ্‌কাচারী নওকোরান্‌কো হুকুম্ ছাদের্ কিয়া কে, ছোবেকো হাজের্ হো (একদিন কাচারীর পর বাদসা কর্ম্মচারিগণকে প্রত্যুষে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন)।

বীর্‌বল্, উজীর, নাজীর ও গয়েরা নওকোরান্ আপ্‌না আপ্‌না ঘর্‌মে চল্ গেয়া (বীরবল, উজীর, নাজীর ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ বাড়ী চলিয়া গেলেন)।

বাদ্‌সা রাৎকো বাদ্‌খানা বেগম্ সাহেব্‌কো হুকুম্ ছাদের্ কিয়া ছোবেকো নিন্‌দ্‌ছে জাগা দেও (রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বাদসা, বেগম সাহেরকে আদেশ করিলেন যে, প্রত্যুষে আমাকে নিদ্রা হইতে উঠাইয়া দিও)। বাদ্‌সাকো নিন্‌দ্ আয়া, বেগম ছাহেব্ বএঠ্ রাহা (বাদসা ঘুমাইলেন—বেগম সাহেব বসিয়া রহিলেন)। মগর্ কওন অক্ত ছোবে হোতা হায়্ আওর্ কওন্ অক্ত শ্যাম্ হোতা হায়, বেগম্ ছাহেব্ কুচ্ নেহি জান্তা হায়্ (কিন্তু কখন প্রভাত হয় আর কখন সন্ধ্যা হয়, তাহা বেগম সাহেব কিছুই জানেন না)। কেতাব্‌মে দেখা হায়্ জেচ্ অক্ত ছোবে হোতা হায়্ ওছ্ অক্ত মোরগ্‌নে আওয়াজ্ দিতি হায়্ (পুস্তকে দেখিয়াছেন যে, যখন প্রভাত হয় তখন মোরগে শব্দ করে)। জ্যাছা ছোবেকো মোরগ্‌নে আওয়াজ্ কর্‌তা হায়্ অয়েছা চার্‌ঘড়ী রাৎ রএনেছে মোরগ্‌নে আওয়াজ্ কর্‌তা হায়, ইয়াবাৎ বেগম্ ছাহেব্‌কা এয়াদ্

নেহি থা (যখন মোরগে প্রভাতের শব্দ করে, তখন চারিদণ্ড রাত্র থাকে ইহা বেগম সাহেব জ্ঞাত ছিলেন না)। যব্ চার্ঘড়ী রাৎ বাকিথা ওছ্ অক্ত মোরগ্নে আওয়াজ্ কিয়া (চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে মোরগে শব্দ করিল)। বেগম্ ছাহেব্ খেয়াল কিয়া এছ্ অক্ত ফএজর্ হুয়া হায়্ (বেগম সাহেব মোরগের শব্দ শুনিয়া স্থির করিলেন যে, রাত্রি প্রভাত হইয়াছে)। বাদ্সাকো নিন্দ্ছে জাগায়া, আওর্ কাহা, বাদ্সা নাম্দার্! আবি ফএ-জোর্ হুয়া হায়্ (বেগম সাহেব বাদসাকে নিদ্রা হইতে জাগাইলেন এবং বলিলেন, বাদসানামদার! এখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে)।

বাদ্সা বেগম্ ছাহেব্কা বাৎ মক্রর্ জান্কর্ বেখেয়াল্ নিন্দ্ছে ওঠা আওর জাকর্ তক্তমে বএঠা (বাদসা বেগম সাহেবের কথা সত্য জানিয়া নিদ্রা হইতে উঠিলেন এবং দরবার গৃহে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে বসিলেন)। যব্ ফএজোর্ হুয়া, নজীর্ আকর্ ছালাম্ বাজায়া (যখন প্রভাত হইল, তখন নাজীর আসিয়া বাদসাকে সেলাম দিল)। বাদ্সানে হুকুম্ ছাদের্ কিয়া "ছের্ বুড়ীদা লাজেমাচ্ৎ" (বাদসা হুকুমদিলেন যে, "শিরচ্ছেদন করা কর্ত্তব্য")। নাজের্ খেয়াল্ কিয়া কে পএলা নওকোরান্ দর্বার্মে হাজের্ হোতা হায়্, পীছে বাদ্সা আকর্ তক্তমে বএঠাথা হায়্, যব্ হামারা আগাড়ী বাদ্সা তক্তমে বএঠা তও হামারা কছুর্ হুয়া হায়্, ওছ্কা ওয়াস্তে হামারা ছের্ কাটনেকা হুকুম্ দিয়া (হুকুম শুনিয়া নাজীর মনে করিয়াছেন যে, প্রথম কর্ম্ম-চারিগণের দরবারে হাজীর হওয়া কর্ত্তব্য পরে বাদ্সা আসিয়া তক্তে বসিবেন, এস্থলে আমি বাদসার পূর্ব্বে আসিতে পারিনাই বলিয়া অন্যায় হইয়াছে, সেইজন্য আমার শিরচ্ছেদন করিতে আদেশ করিয়াছেন)। নাজের্ দস্তবস্তা খাড়া রাহা (নাজীর হাত যোড় করিয়া দাড়াইয়া রহিলেন)। এছ্কা পীছে উজীর্ লোক্ আয়া (ইহার পর ক্রমে ক্রমে উজীরগণ আসিলেন)। উজীর্তো একঠো নেহি হায়্ বহোৎ হায়্ (উজীর একজন নহে, অনেক উজীর আছে)। এক্ এক্ উজীর্ আকর্ ছালাম্ বাজায়া ওছ্ অক্ত বাদ্সা হুকুম্ ছাদের্ কিয়া, "ছের্ বুড়ীদা লাজেমাচ্ৎ" (এক এক উজীর আসিয়া যখন সেলাম দিল, তখনই বাদসা শিরচ্ছেদম করিতে

আদেশ করিলেন)। ছব্‌কৈকা ঐ হাল্ হায়্ দস্তবস্ত খাড়া রাহা (সকলেই ঐ অবস্থায় হাত যোড় করিয়া দাড়াইয়া রহিল)। মগর্ ছব্‌কা পীছে বীর্-বল্ আয়া (সকলের পরে বীরবল আসিয়া উপস্থিত হইলেন)। বীর্‌বল্ যব্ ছালাম্ বাজায়া তও বাদসা হুকুম্ ফর্‌মায়া কে "ছের্ বুড়ীদা লাজে-মাচ্‌ৎ' (বীরবল সেলাম দেওয়া মাত্রেই বাদসা হুকুম দিলেন যে শিরচ্ছেদন করা কর্ত্তব্য)। বীর্‌বল্ চার্‌তরপ্ তাকাকে দেখাকে ছব্‌কৈকা ঐ হাল্ হায়্ (বীরবল চতুর্দ্দিকে চাহিয়া সকলের ঐ অবস্থা দেখিলেন)। লেকেন্ এছ্‌কা মানে ছামাএৎ ছোমেজ্ লিয়া (কিন্তু কারণ বুঝিয়া নিলেন)। বীর্‌বল্ সাএর পুরাকর্ দিয়া (বারবল পদপূরণ করিয়া দিলেন)।

আবেচারি চেমেদানদ্, অক্ত ছোবে সা মেরা।
ছের্ বুড়ীদা লাজেমাচ্‌ৎ মোরগ্‌বে হাঙ্গানেরা॥

অর্থাৎ উয়া বেচারি কেয়া জান্তা হায়্, অক্তছোবে সামেরা, কওন্ অক্ত তেরা ছোবে হোতা হায়্, আওর্ কওন্ অক্ত শ্যাম্ তোহা হায়্ বেগম্ ছাহেব্ ওছ্‌কা কুচ্‌নেহিজান্তা হায়্। ছবাব্ ওছকা এই হায়্, বাদখানা ছোতা হায়্ রাৎকো জাগ্‌তা হায়্, রাৎকো বাদখানাকে ছোতা হায়্ দেন্‌কো জাগ্‌তা হায়্। এছ্‌হাল্‌মে কেছ্‌কা "ছের বুড়ীদা" কর্‌নালাজেম্ হায়্? মোরগ্‌নে যো বেহুদা হাঙ্গামা কিয়া ওছকা ছের্ বুড়ীদা কর্‌না লাজেম্ হায়্ (বীরবল পদপূরণ করিয়া অর্থ করিলেন যে, কখন প্রভাত হয় আর কখন সন্ধ্যা হয় বেগম সাহেব তাহার কিছুই জানেন না কারণ তিনি দিনে নিদ্রিত হন রাত্রে জাগৃত হন আর রাত্রে নিদ্রিত হন দিনে জাগৃত হন। এমত অবস্থায় কাহার শিরচ্ছেদন করা কর্ত্তব্য। মোরগ অসময় শব্দ করিয়াছে সুতরাং মোরগের শিরচ্ছেদন করা কর্ত্তব্য। বেগম সাহেব কোন অপরাধ করেন নাই)।

সার্টিফিকেট্।

কোন সময় এক পাতিশিয়াল সিংহের উপকার করায়, সিংহ সন্তুষ্ট হইয়া পাতিশিয়ালকে সার্টিফিকেট্ দিল। সেই সার্টিফিকেটের মর্ম্ম এই—বনে যত প্রকার পশুআছে, সকলে তোমাকে মান্য করিবে। এই কথা প্রচার হওয়ায়, অন্যান্য পাতিশিয়াল, বাঘ ও ভল্লুক প্রভৃতি যাবতীয় জন্তুগণ সার্টি-ফিকেট প্রাপ্ত পাতিশিয়ালকে সম্মান করিতে আরম্ভ করিল।

একদিন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত পাতিশিয়াল নগরে প্রবেশ করিল। তাহার সহিত নগরবাসী এক পাতিশিয়ালের সহিত সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে বিশেষ আলাপ ব্যবহার হওয়ার পর, সার্টিফিকেট্ প্রাপ্ত পাতিশিয়াল নগরবাসী পাতিশিয়ালকে জিজ্ঞাসা করিল,—ভাই! তোমরা নগরে থাক আমি বনে থাকি এখানে কি কোন খাদ্য বস্তু আছে? তদুত্তরে নগরবাসী পাতিশিয়াল বলিল যে, ঐ বাড়ী কতকগুলি কাঁঠাল আছে। সার্টিফিকেট্ প্রাপ্ত পাতি-শিয়াল বলিল,—চল সেই কাঁঠাল খাওয়া যাক্। নগরবাসী পাতিশিয়াল বলিল,—ভাই! সে কাঁঠাল খাবার কোন উপায় নাই—কারণ ঐ বাড়ীতে দুইটী ভয়ানক কুকুর আছে—তাহাদের জন্য কাঁঠাল খাওয়া দূরে থাকুক—বাড়ীর সীমানায়ও পা দিতে সাধ্য হয় না। ইহা শুনিয়া সার্টিফিকেট প্রাপ্ত পাতিশিয়াল বলিল,—কি বল ভাই! আমার হাতে সিংহের সার্টিফিকেট আছে, বাঘ, ভল্লুক প্রভৃতি সকলে আমাকে নমস্কার করে, সামান্য কুকুরে কি করিতে পারিবে! ইহা শুনিয়া নগরবাসী পাতিশিয়াল বলিল,—তবে চল ভাই! একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক।

পরে উভয়ে একত্র হইয়া পূর্ব্বোক্ত বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইল এবং নগরবাসী পাতিশিয়াল বলিল,—ভাই! ঐ যে ঘরের পেছনে কাঁঠাল গাছ দেখা যায়। সার্টিফিকেট্ প্রাপ্ত পাতিশিয়াল বলিল,—চল! এখন কাঁঠাল খাওয়া যাক্। নগরবাসী পাতিশিয়াল বলিল,—ভাই! তোমার সারর্টিফিকেট্ থাকুক—আর যাই থাকুক—কুকুরের চরিত্র আমার বিশেষ জানা আছে—যদি তুমি ফল দর্শাইতে পার, তবে আমি পেছনে আছি। এই বলিয়া নগরবাসী পাতিশিয়াল কিছু দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

সার্টিফিকেট প্রাপ্ত পাতিশিয়াল নির্ভয়ে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কুকুরদ্বয় শিয়ালের টের পাইয়া, ঘরের বারান্দা হইতে লাফদিয়া উঠানে পড়িল এবং পাতিশিয়ালকে বিশেষ রকম আক্রমণ করিয়া, কেহ পেছনে কেহ মাথায় কামড়াইতে লাগিল। শিয়াল অস্থির হইয়া কুমারের চাকার মত ঘুরিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া নগরবাসী পাতিশিয়াল দূর হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল,—"ভাই! সার্টিফিকেট্ দেখা"—"ভাই! সার্টিফিকেট্ দেখা।" "ভাই সময় পাই না"—"ভাই! সময় পাই না" অর্থাৎ এমতভাবে আক্রমণ করিয়াছে যে, কোনমতে স্থির হইতে পারে না।

ধর্ম্ম রক্ষা।

চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্প নারায়ণ রায় ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী ছিলেন। তিনি মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নিজ বাড়ীর নিকট "ধর্ম্মের বাজার" নামে এক বাজার বসাইলেন। পরে নিজ রাজ্যে ঘোষণা করিলেন—"এই বাজারে বিক্রেতাগণ যে সকল জিনিস বিক্রয় করিতে না পারিবে অথবা বিক্রয় না হইবে, তাহা রাজ সরকারে খরিদ করা হইবে।"

এই প্রকারে অনেক কাল যাবৎ "ধর্ম্মের বাজার" চলিতে লাগিল। একদা কোন ব্রাহ্মণ রাজাকে পরীক্ষা করার জন্য একখানা "অলক্ষ্মী মূর্ত্তি" প্রস্তুত করিয়া "ধর্ম্মের বাজারে" বিক্রয় করিতে আনিয়াছিলেন। ক্রেতাগণ কেহই "অলক্ষ্মী মূর্ত্তি" ক্রয় করিল না। শেষ বাজারের তত্ত্বাবধারক রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে,—"মহারাজ! এক ব্রাহ্মণ "অলক্ষ্মী মূর্ত্তি" বিক্রয় করার জন্য বাজারে আনিয়াছেন—কোন ক্রেতাই ঐ মূর্ত্তি খরিদ করিল না—এক্ষণ কি করা কর্ত্তব্য অনুমতি করুন।"

রাজা "অলক্ষ্মী মূর্ত্তি" ক্রয় করিতে অনুমতি দিলেন। তত্ত্বাবধায়ক রাজার আদেশমত অলক্ষ্মী মূর্ত্তি ক্রয় করিয়া রাজ বাড়ী আনিলেন। রাজা যত্ন পুর্ব্বক "অলক্ষ্মী মূর্ত্তি" নিজ বাড়ীতে রাখিয়া দিলেন। রাত্রে রাজা শয়ন কক্ষে বসিয়া

আছেন এমন সময় লক্ষ্মী আসিয়া বলিলেন,—মহারাজ! "আমি বিদায় হই।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি জন্য বিদায় হইতেছেন? লক্ষ্মী বলিলেন, অলক্ষ্মী মূর্ত্তি বাড়ী আনিয়াছেন সেই জন্য আমি বিদায় হইতেছি। রাজা বলিলেন,—আপনার ইচ্ছা হইলে আপনি যাইতে পারেন। এই প্রকার ক্রমে ক্রমে বল, বুদ্ধি ভাগ্য সকলেই বিদায় হইলেন।

শেষ "ধর্ম্ম" আসিয়া বলিলেন—মহারাজ বিদায় হই। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কে? ধর্ম্ম বলিলেন,—আমি "ধর্ম্ম।" রাজা বলিলেন—"আমি ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে সকলকে বিদায় দিয়াছি—আপনি যাইতে পারিবেন না" ধর্ম্ম রাজার বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া রহিলেন।

রাজা "ধর্ম্ম রক্ষা" করায় ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মী, বল, বুদ্ধি, ভাগ্য সকলেই পুনরায় রাজধানীতে আসিলেন।

মিথ্যা সাক্ষীর ফল।

এক শিয়াল কোন এঁড়ে গরুর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল যে, তোমার ধর্ম্মজ্ঞান নাই। গরু বলিল,—আমি কি অধর্ম্ম করিয়াছি? শিয়াল বলিল,—তোমার পিতা যখন তাহার পিতৃশ্রাদ্ধ করে, তখন আমার নিকট হইতে আড়াই মণ মাংস কর্জ্জ নিয়াছিল,—সেই কর্জ্জ তোমার পিতাও পরিশোধ করিয়া যায় নাই,—তুমিও পরিশোধ করিলে না,—তোমার মত অধার্ম্মিক আর এ জগতে নাই। গরু বলিল,—মহাশয়! আমি ইহার কিছুই জানি না। শিয়াল বলিল,—আমার সাক্ষী আছে। গরু বলিল,—যদি সাক্ষী দিতে পার, তবে এখনই ঋণ পরিশোধ করিব।

তৎপর শিয়াল স্থানে স্থানে সাক্ষীর অন্বেষণ করিতে বাহির হইল। কোন স্থানে সাক্ষী পাইল না। শেষ বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতে গেল। তথায় গৃধিনীশকুনকে দেখিয়া বলিল,—ভায়া! যদি সাক্ষী দিতে পার, তবে তুমিও মাংস খাইতে পার—আমিও মাংস খাইতে পারি। শকুন ঘটনা জিজ্ঞাসা করায়, শিয়াল

আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা বলিল। শকুন অবস্থা শুনিয়া সাক্ষী দিতে প্রতিশ্রুত হইল।

অনন্তর উভয়ে একত্র হইয়া গরুর নিকট উপস্থিত হইল। গরু, শকুনকে দেখিবা মাত্র নমস্কার করিল। শকুন বলিল,—তোমার নমস্কারে কাজ নাই। গরু বলিল,—আমাকে অভিসম্পাত করিবেন না। শকুন বলিল,—তোর্ বাপ তাহার পিতৃশ্রাদ্ধে এই শিয়ালের নিকট হইতে আড়াই মণ মাংস কর্জ্জ করিয়া আমাদিগকে খাওয়াইয়াছিল,— যদি জানিতাম যে বৃদ্ধ বয়সে সাক্ষী দিতে হইবে, তবে কোন্ শালা তোর্ বাপের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিত। গরু বলিল,—যখন আপনি বলিলেন, তখন আমার আর কোন আপত্তি নাই—আমি এই শয়ন করিলাম, আমার শরীর হইতে আপনারা আড়াই মন মাংস গ্রহণ করুন।

শকুনের স্বভাব এই যে, অগ্রে মরা গরুর পেটের নাড়ী টানিয়া বাহির করে,—এ জীবিত গরু। শকুন মহাশয় শিয়াল অপেক্ষা অনেক গণ্যমান্য। তিনি প্রথমতঃ গরুর মলদ্বার দিয়া মাথা পেটের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল। নাড়ী ধরিয়া টান দেওয়া মাত্র গরু লম্ফ দিয়া উঠিল; সুতরাং তাহার মলদ্বার আটিয়া গেল। শকুন মলদ্বারে আবদ্ধ হইল। গরুর মলদ্বারে উৎপাত আরম্ভ হইলে গরু লাফালাফি করিতে লাগিল। শকুন মহাশয় প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া পাখা দুইটা ধপ্ ধপ্ করিতে লাগিল।

শিয়াল মহাশয়ের উপাধি "শিবাই পণ্ডিত।" তিনি মহাবুদ্ধিমান্ কাজেই এক পা দুই পা করিয়া কিঞ্চিৎ তফাৎ হইয়া বলিলেন ঃ—

মার শালারে, ধর শালারে, হচ্ছে মজার কল।
মিথ্যা সাক্ষীর ফল॥

শকুন মহাশয় মিথ্যা সাক্ষীর অপরাধে, বর্ত্তমান দণ্ডবিধি আইনের ১৯৩ ধারার বিধানমতে দণ্ডনীয় হইলেন।

কৰ্জ্জ শোধ।

মেনাইশীল নামক এক নাপিত নিতান্ত কৃপণ ছিল। তাহার দুই শত টাকা গচ্ছিত ছিল। প্রাণান্তেও তাহা ব্যয় করিত না। তাহার পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধে একটী পয়সাও ব্যয় করিল না।

একদা মেনাই শীল সুন্দরবনে কাষ্ঠ কাটিতে গিয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। সন্ধ্যা হওয়ায় নৌকায় আসিতে না পারিয়া, একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিল। রাত্র দুই প্রহরের সময় যক্ষরাজ ঐ বৃক্ষের নীচে কাছারী করিলেন। রাজা ক্রমে ক্রমে অনেক বিচার করিলেন। শেষ ঐ নাপিতের পুরোহিত নিমাই ঠাকুরের নাম লইয়া—মন্ত্রীগণকে বলিলেন যে, নিমাই ঠাকুরের চারি শত টাকা যত শীঘ্র পার পরিশোধ কর। তদুত্তরে মন্ত্রিগণ বলিলেন,—আগামী পরশ্ব তারিখ পরিশোধ করিব। নাপিত বৃক্ষে বসিয়া এই সকল কথা শুনিল।

পরদিন প্রাতে নাপিত বৃক্ষ হইতে নামিল এবং নৌকায় আসিয়া, সেই দিনই বাটী পৌছিল। পরে পুরোহিত ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—ঠাকুর মহাশয়! আগামী কল্য আপনি চারি শত টাকা পাইবেন। পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন,—তুমি কি পাগল হইয়াছ?—আমি চারি শত টাকা কোথায় পাইব। নাপিত বলিল,—যদি আপনি টাকা পান, তবে আমাকে কি দিবেন? পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন,—যদি পাই, তবে তোমাকে অৰ্দ্ধেক দিব।

নাপিত তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিয়া নিজের গচ্ছিত দুই শত টাকা লইয়া ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—আপনার অৰ্দ্ধেক গ্রহণ করুন। আপনি আগামী কল্য যে চারি শত টাকা পাইবেন, তাহা আমাকে দিবেন। ব্রাহ্মণ সম্মত হইয়া টাকা গ্রহণ করিলেন। পরদিন নাপিত প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পুরোহিত ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে থাকিলেন। সন্ধ্যা হইল তথাপি ব্রাহ্মণ টাকা পাইলেন না। ইহাতে নাপিত হতাশ হইয়া, ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল—ঠাকুর! এ কি হইল? ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমি কিছুই জানি না,—তুমি বলিতে পার।

নাপিত উপায়ান্তর না দেখিয়া পুনরায় সেই জঙ্গলে প্রবেশ করতঃ নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষে আরোহণ করিল। রাত্রি দুই প্রহরের সময় পুনরায় যক্ষরাজের কাছারী হইল। কিছুকাল পরে রাজা মন্ত্রিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে, নিমাই ঠাকুরের টাকা পরিশোধ করিয়াছ? মন্ত্রিগণ বলিলেন,--মহারাজ! দুই শত টাকা সোনাই শীলের জিম্বায় ছিল তাহা দিয়াছি—বাকী দুই শত টাকা শীঘ্রই দেওয়ার চেষ্টায় আছি।

এই কথা শুনিয়া নাপিত মনে মনে ভাবিল টাকা রহিল আমার ঘরে মালীক হইলেন যক্ষরাজ। ইহাও বুঝিল যে, কৃপনের টাকায় তাহার নিজের কোন স্বত্ব হয় না, কেবল রক্ষণাবেক্ষণের অধিকারী।

আজকাল এই প্রকার অনেক কৃপণেরা অর্থ সঞ্চয় করেন, কিন্তু নিজের কোন কার্য্যেই তাহা ব্যয় করিতে পারিবেন না—তাহারা টে্জারীর পাহারাওয়ালার ন্যায় ধন রক্ষণ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।

ধার্ম্মিক রাজার চাকুরী।

কোন গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক, সত্যবাদী ও বিদ্বান ছিলেন। তাঁহার অত্যন্ত অন্নকষ্ট ছিল। একদিন ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—ঠাকুর! আপনি চাকুরী করিলেও পারেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমি ধার্ম্মিক রাজাও পাই না—চাকুরীও করি না। ব্রহ্মণী বলিলেন'—তবে কি পৃথিবীতে ধার্ম্মিক রাজা নাই। ˙

কয়েক দিন পরে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীর বাক্যানুসারে চাকুরীর অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে এক রাজ্যে ধার্ম্মিক রাজা পাইলেন এবং তাঁহার নিকট চাকুরীর প্রার্থনা করিলেন। রাজা সম্মত হইয়া, ব্রাহ্মণকে মাসিক ২॥ দশ কড়া বেতনে কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। দুই মাস পরে ব্রাহ্মণী তাহার স্বামীর বন্ধুকে বলিলেন যে, আপনার বন্ধু সুলতানপুর রাজ

সরকারে চাকুরী করেন আপনি সেই স্থান হইতে আমার জন্য কিছু খরচ আনিয়া দেন।

বন্ধু ঠাকুর রাজবাড়ী উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং বলিলেন,—বন্ধু! আপনার ব্রহ্মণী কষ্ট পাইতেছে, কিছু খরচের জন্য আসিয়াছি। ব্রাহ্মণ রাজার নিকট মাহিনা চাহিলেন। রাজা ব্রাহ্মণকে দুই মাসের মাহিনা ৫ পাঁচ গণ্ডা কড়ী দিলেন। ব্রাহ্মণ ঐ পাঁচ গণ্ডা কড়ী বন্ধুর হাতে দিয়া বলিলেন,—বন্ধু! এই পাঁচ গণ্ডা কড়ী ব্রাহ্মণীকে দিবেন। বন্ধু কড়ী নিয়া চলিলেন। দেশে পঁহুছিয়া বাজারের রাস্তা অতিক্রম করিতেছেন, এমন সময় একটি আনারস দেখিতে পাইলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন যে, ৫ পাঁচ গণ্ডা কড়ীতে কিছুই হইবে না—এই আনারসটী —খরিদ করিয়া নিয়া ব্রাহ্মণীকে দেই, তবু খাইতে পারিবে। ইহা স্থির করিয়া, ব্রাহ্মণ ৫ পাঁচ গণ্ডা কড়ী দ্বারা আনারস খরিদ করিলেন। বাটী পঁহুছিতে রাত্রি হওয়ায়, সেই দিন আর বন্ধুর বাড়ী যাইতে পারিলেন না—নিজ বাটীতেই রহিলেন, এবং আনারসটী সাবধান মতে রাখিলেন।

এদিকে রাজার বিসূচিকা রোগ উপস্থিত। ডাক্তার আসিয়া নানা প্রকার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই আরোগ্য করিতে পারিলেন না। শেষ বলিলেন, যদি একটা আনারস পাই—তবে মহারাজকে বাঁচাইতে পারি, নচেৎ জীবন রক্ষা হওয়ার কোন সম্ভব নাই। দেওয়ান আনারসের জন্য চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু কোন স্থানে আনারস পাইলেন না। সেই সময় এক ব্যক্তি বলিলেন যে, শশধর চক্রবর্ত্তী সন্ধ্যার সময় একটা আনারস আনিয়াছে—যদি না খাইয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই পাইবেন। এই সংবাদ শুনিয়া দেওয়ান শশধরের বাড়ী লোক পাঠাইলেন। প্রেরিত লোক শশধরের নিকট আনারসের বিষয় জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন,—আনারস আছে, কিন্তু দেওয়ার সাধ্য নাই—ঘটনাও বলিলেন।

প্রেরিত লোক আসিয়া বলিল,—আনারস আছে, ব্রাহ্মণের দেওয়ার সাধ্য নাই কারণ ঐ আনারস তাহার বন্ধুর। ডাক্তার দেওয়ানকে বলিলেন—এক শত টাকা পাঠাইয়া আনান। পরে ঐ লোক ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—ঠাকুর! একশত টাকা নিয়া আনারসটী দেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—

একশত কেন—এক হাজার টাকা দিলেও দিতে পারিব না। প্রেরিত লোক আসিয়া বলিল,—এক হাজার টাকা দিলেও দিতে পারিবে না।

ইহা শুনিয়া ডাক্তার বলিলেন,—মহাশয়! রাজার দেহত্যাগ হইতে অল্প-সময় বাকীআছে—শীঘ্র দশহাজার টাকা পাঠাইয়া আনারস আনান। দেওয়ান ডাক্তারের কথানুসারে দশ হাজার টাকা পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ ভাবিয়া দশ হাজার টাকা গ্রহণ করিলেন এবং আনারস দিলেন। রাজা আনারসের গুণে আরোগ্য লাভ করিলেন।

শশধর চক্রবর্ত্তী পরদিন প্রাতে বন্ধুর বাড়ী উপস্থিত হইয়া, ব্রাহ্মণীকে দশ হাজার টাকা দিলেন। টাকা দেখিয়া ব্রাহ্মণী বলিলেন,—আমি এই টাকা গ্রহণ করিতে পারিব না—আপনি এই টাকা নদীতে ফেলিয়া দেন—এত টাকা উপায় করার ক্ষমতা তাহার নাই—এই টাকা নিশ্চয়ই চোরাই টাকা হইবে। ইহা শুনিয়া শশধর চক্রবর্ত্তী মূল ঘটনা প্রকাশ করিলেন। ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণকে ধন্যবাদ দিয়া টাকা গ্রহণ করিলেন।

বিশুদ্ধ ভাবে অল্প উপায় করিলেও তাহাদ্বারা অধিক লাভ হইতে পারে।

কল্পতরু।

একদা পণ্ডিত কালিদাস কল্পতরু হইয়া প্রভাত হইতে বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত দীনদরিদ্র ও ব্রাহ্মণগণ যে যাহা প্রার্থনা করিলেন, তাহাদিগকে তাহাই দান করিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময় শেষ না হইতে তিনি নিস্বঃ হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় এক যাচক আসিয়া প্রার্থনা করিলে, তিনি আর কিছু সংস্থান না দেখিয়া আপন পরিধেয় বস্ত্রখানি যাচককে অর্পণ করিলেন। তৎপর কালিদাস নগ্নাবস্থায় নিকটবর্ত্তী প্রভাবতী নদীর জলে দেহমগ্ন করিয়া মৌনভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র তৎসমীপে গমন করিলেন এবং সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে বলিলেনঃ—

"অসম্যক্ ব্যয়শীলস্য গতিরেতাদৃশী ভবেৎ।" অর্থাৎ—অপরিমিত ব্যয়শীল ব্যাক্তিদিগের পরিণামে এইরূপ গতি হইয়া থাকে।

ইহা শুনিয়া কালিদাস উত্তর করিলেন,—"তথাপি প্রাতরুত্থায় নামস্তস্যৈব গীয়তে।" অর্থাৎ—তথাপি প্রভাতে উত্থিত হইয়া তাঁহারই নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকে। তখন মহারাজ, কালিদাসের সদুত্তরে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। এবং রাজকোষ হইতে প্রচুর ধন আনায়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদান করিলেন। কালিদাস রাজদত্ত ধনাদি বিতরণ করিয়া কল্পতরু নামের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন।

সৎকার্য্যে ধনক্ষয় হইলেও নাম থাকে।

দেশ্‌ওয়ালীর শ্রাদ্ধ।

মুর্শিদাবাদের নবাবের চিঠি নিয়া দুইজন দেশ্‌ওয়ালী পেয়াদা চন্দ্রদ্বীপের রাজবাড়ী আসিয়াছিল। তাহারা বাপ বেটা। পূর্ব্বে এইরূপ প্রথা ছিল যে, মুশলমান পেয়াদাগণ মফঃস্বলে আসিয়া প্রায়ই নিকা করিয়া থাকিত। আর হিন্দু পেয়াদাগণ এক বৎসর দেড় বৎসর পরে দেশে ফিরিয়া যাইত। উক্ত হিন্দু দেশওয়ালী পেয়াদাদ্বয় কয়েক মাস যাবৎ চন্দ্রদ্বীপের রাজবাড়ী বাস করিতে লাগিল। পরে জ্বর হইয়া বুড়া দেশওয়ালীর মৃত্যু হইল।

রাজা তাহার পুত্রকে বলিলেন,—তোমারা বাপ্ মর্‌গেয়া হাম্ খরচ্ দেগা হিঁয়া বয়েট্‌কে শ্রাদ্ করো (তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, এখানে বসিয়া শ্রাদ্ধ কর আমি খরচ দিব)।

দেশওয়ালী কাহা,—তোম্ খরচ্ দেগা মন্তর্ কওন্ পড়াবেগা (আপনি খরচ দিবেন, কিন্তু মন্ত্র কে পড়াইবে)!

রাজানে কাহা,—হামারা পুরোহিত পড়াবেগা (রাজা বলিলেন,—আমার পুরোহিত মন্ত্র পড়াইবে)।

দেশওয়ালী কাহা,—তোমারা পুরোহিত লাও, উয়া মন্তর্ পড়ে আগড়্ হামারা মোনাছেপ্ হোগা তও হিঁয়ে বয়েট্‌কে শ্রাদ্ করেগা (দেশওয়ালী বলিল,—আপনার পুরোহিত আনুন যদি তাঁহার মন্ত্র আমার মনঃপুত হয়, তবে এস্থানে বসিয়া শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়িব)।

রাজা পুরোহিত লায়া (রাজা পুরোহিত আনাইলেন)।

পুরোহিত্ আকর্ দেশওয়ালিকো কাহা,—পড়—"মাঘে মাসী কৃষ্ণপক্ষে দশম্যান্ তীথৌ মধু মধু বাচ" (পুরোহিত ঠাকুর আসিয়া দেশওয়ালীকে "মাঘে মাসী" ইত্যাদি বলিয় মন্ত্র পড়িতে বলিলেন)।

দেশওয়ালী কাহা,—ইয়া হামারা মুল্‌কী মন্তর্ নেহি হায়্—তোম্ খরচ্ দেও হাম্ কল্‌কাত্তা বএট্‌কে শ্রাদ্ করেগা (দেশওয়ালী বলিল,—ইহা আমার দেশী মন্ত্র নয়—আপনি খরচ দেন আমি কলিকাতায় বসিয়া শ্রাদ্ধ করিব)।

রাজা খরচ দিলেন। দেশওয়ালী কলিকাতায় যাইয়া এক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ পাইলেন। ব্রাহ্মণ গঙ্গার তটে বসিয়া দেশওয়ালীকে বলিলেন,—পড়।

লালা রামনাথ্ কা বেটা প্রাণ্ নাথ্,
ছাতুয়াকা পিণ্ড দিয়া তেরা বাপ্ কা হাত্ হাত্"

দেশওয়ালী কাহা,—ঠিক্ ঠিক্ পুরোহিত ইয়া হামারা মুল্‌কী মন্তর্ হায়্ (দেশওয়ালী বলিল,—ইহাই ঠিক আমার দেশী মন্ত্র হইয়াছে)।

পুরোহিত কাহা,—আভি গঙ্গামে ওতারো (পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন,—এক্ষণ গঙ্গায় নাম)।

দেশওয়ালী গঙ্গায় নামিলেন।

পুরোহিত কাহা,—তোমারা বাপ্ কা শ্রাদ্ হোচুকা আভি হাম্‌কো কেয়া দক্ষিণা দেগা ঐ বাৎ বোলো (পুরোহিত বলিলেন,—তোমার পিতৃ শ্রাদ্ধ শেষ হইয়াছে, এক্ষণ আমাকে কি দক্ষিণা দিবে বল)।

দেশওয়ালী কাহা,—হাম্ গঙ্গামে বএট্‌কে ছফৎ করেগা! (দেশওয়ালী রাগান্বিত হইয়া বলিল,—কি! আমি গঙ্গায় বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিব)।

পুরোহিত কাহা,—ছো কর্না হোগা (পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন,—তাহা করিতেই হইবে)।

দেশওয়ালী কাহা,—কওন্ ছালা করাবেগা (দেশওয়ালী বলিল,—কোন্ শালা আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইবে)।

পুরোহিত্ কাহা,—কওন্ ছালা নেহি করেগা (পুরোহিত বলিলেন,—কোন্ শালা প্রতিজ্ঞা করিবে না)।

এছ্তরে দোনমে গালিগালাজ্ হুয়া, ফের্ দোনমে মাইর্পীট্ হুয়া (এই প্রকার উভয়ে গালাগালি হইয়া শেষ মারপীট হইল)। ফের্ ওঠা গঙ্গাকা কেনারামে (পরে গঙ্গার তীরে উঠিল)।

দেশ্ওয়ালী কাহা,—পুরোহিত !

পুরোহিত্ কাহা,—কেয়া হায়্ !

দেশ্ওয়ালী কাহা,—যো হুয়া ছো হুয়াই হুয়া, লেকেন্ একঠো বাৎ তোম্ছে পুছ্তা হায়্ (দেশওয়ালী বলিল,—যা হবার তাহা হইয়াছে, এক্ষণ আপনার কাছে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই)।

পুরোহিত কাহা,—কেয়া বাৎ হায়্

দেশ্ওয়ালী কাহা,—হামারা বাপ্কা শ্রাদ্মে তেন্ রোপায়া কি ছাড়েতেন্ রোপায়া খরচ্ হুয়া হায়্, এছ্মে এৎনা মার্পীট্ হুয়া হায়, যো যো আদ্মী দছ্ হাজার্ বিছ্ হাজার রোপায়া খরচ্ কর্তা হায়্ ওন্লুগুন্কা জান্ কেছ্তরে বাছ্তা হায়্ ?(দেশওয়ালী জিজ্ঞাসা কবিল,—আমার বাপের শ্রাদ্ধে তিন কি সাড়ে তিন টাকা খরচ হইয়াছে, তাহাতেই এত মারপীট হইল, কিন্তু যে সকল লোকে দশ হাজার বিশ হাজার টাকা খরচ করে, তাহাদের প্রাণ কি প্রকারে রক্ষা হয়)?

দেশওয়ালীর বিশ্বাস শ্রাদ্ধে একটা মারপীট হইয়া থাকে।

কবিতার মূল্য লক্ষ টাকা।

কোন গ্রামে এক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী বাস করিতেন। একদিন ব্রাহ্মণী একটি কবিতা লিখিয়া ব্রাহ্মণকে দিলেন, এবং বলিলেন,—আপনি এই কবিতা রাজার নিকট দিয়া বলিবেন যে, মহারাজ! আমার এই কবিতার মূল্য লক্ষ টাকা— যদি এই মূল্য স্বীকার করেন, তবে এক টাকা দিলেও গ্রহণ করিব, নচেৎ দশ হাজার টাকা দিলেও গ্রহণ করিব না।

ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীর উপদেশানুসারে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন, এবং রাজাকে কবিতা দিলেন। রাজা কবিতা পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— আপনার এই কবিতার মূল্য কি? তদুত্তরে ব্রাহ্মণ বলিলেন,—মহারাজ! যদি লক্ষ টাকা মূল্য স্বীকার করেন, তবে এক টাকা দিলেও গ্রহণ করিব। রাজা বলিলেন,—এই প্রকার অন্যায় মূল্য কে স্বীকার করিবে? যদি এক শত টাকা নেন, তবে দিতে পারি। ইহাতে ব্রাহ্মণ সম্মত না হইয়া রাজসভা হইতে বহির্গত হইলেন।

সেই সময় রাজসভায় কোন এক ধনাঢ্য সওদাগরের নাবালক পুত্র উপস্থিত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণের পেছনে পেছনে বাহিরে আসিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে, আমি কবিতা রাখিব। পরে ব্রাহ্মণকে লইয়া নিজ বাটীতে উপস্থিত হইলেন, এবং মাতার নিকট বলিলেন,—মা! আমি এই ব্রাহ্মণের কবিতা রাখিব,—এই কবিতার মূল্য লক্ষ্য টাকা স্বীকার করিলে হাজার টাকা দিলেই রাখিতে পারি। মাতা বলিলেন,—বাবা! কবিতা রাজায় রাখে,—আমরা কবিতা রাখিয়া কি করিব? পুত্র অনেক কাঁদাকাটা করায়, হাজার টাকা দিয়া কবিতা রাখিলেন।

রাত্রে সওদাগরের স্ত্রী তাহার পুত্রসহ পালঙ্গের উপর শয়ন করিয়া রহিলেন। রাত্র দুই প্রহরের সময় সওদাগর বাটী পৌঁছিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং দেখিলেন,—তাহার স্ত্রী একটা পুরুষসহ শয়ন করিয়া রহিয়াছে। সওদাগর পুত্র দেখিয়া বাণিজ্যে যান নাই,—বার বৎসর পরে বাটীতে আসিয়াছেন। সওদাগর স্ত্রীকে ভ্রষ্টা মনে করিলেন, এবং ক্রোধান্ধ হইয়া তরবারী উত্তোলন করিয়া কোপ দিলেন। ঈশ্বর ইচ্ছায় মশারীর আলনায় ঠেকিয়া তরবারীর

গতিরোধ হইল। তাহাতে স্ত্রীপুত্রের জীবন রক্ষা পাইল। সেই কবিতা মশারীর উপর ছিল। সওদাগর ঐ কবিতা দেখিতে পাইলেন, এবং আলোর নিকট যাইয়া কবিতা পাঠ করিলেন :—

আসনং চলনং দৃষ্টা পথে নারী বিবর্জ্জিতা।
জাগরণে ভয়ং নাস্তি অতি ক্রোধেন ধৈর্য্যতা॥

সওদাগর কবিতা পাঠ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। পরে সওদাগরের স্ত্রী জাগ্রত হইলেন। সওদাগর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে শুইয়াছে? স্ত্রী উত্তর দিলেন যে, পুত্র লইয়া শুইয়াছি। সওদাগর বলিলেন,—পুত্র কোথায় পাইয়াছ? সওদাগরের স্ত্রী গর্ভপত্রিকা দেখাইলেন,—এই গর্ভপত্রিকা স্ত্রীর অন্তাপত্য অবস্থায় বাণিজ্যে যাইবার সময় স্ত্রীকে দিয়াছিলেন। গর্ভপত্রিকা দেখিয়া সওদাগর হা! হা! শব্দ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। অনেক সময় পরে পুনরায় চৈতন্য লাভ করিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, -কবিতা কোথায় পাইয়াছ? তদুত্তরে স্ত্রী বলিলেন,—এক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে রাখিয়াছি,—কবিতার মূল্য লক্ষ টাকা, কিন্তু হাজার টাকায় রাখিয়াছি।

সওদাগর কালবিলম্ব না করিরা ব্রাহ্মণের জন্য লোক পাঠাইলেন। প্রেরিত লোক ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল যে, সওদাগর মহাশয় বাড়ীতে আসিয়াছেন,—আপনাকে যাইতে হইবে। ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে, নাবালকের টাকা আনিয়াছ,—টাকা নিশ্চয়ই দিতে হইবে। ব্রাহ্মণ টাকা লইয়া সওদাগরের নিকট আসিলেন। সওদাগর ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাশয়! আপনার কবিতার মূল্য কি লক্ষ টাকা? তদুত্তরে ব্রাহ্মণ বলিলেন যে, লক্ষ টাকা হউক, আর দশ টাকা হউক,—আপনার টাকা নিন,— আমার কবিতা দেন। সওদাগর বলিলেন,—আপনার কোন ভয় নাই, সত্য কথা বলুন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমার কবিতার মূল্য লক্ষ টাকা। সওদাগর বলিলেন,—হাজার টাকা পাইয়াছেন, বাকী নিরনব্বই হাজার টাকা গ্রহণ করুন। আপনার কবিতা রাখিয়াছিল বলিয়া, আমার স্ত্রী-পুত্রের জীবন রক্ষা পাইয়াছে।

সওদাগর ব্রাহ্মণকে টাকা দিলেন। ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ কোন কার্য্য করা সঙ্গত নহে।

এখন আমি কালিদাস।

কোন অধিকারী তাহার কন্যা শ্রীমতী ক্ষণপ্রভাকে কালীঘাটে বিবাহ দিয়াছিলেন। দুই তিন বৎসরের মধ্যে কন্যা ও জামাতার কোন সংবাদ না পাইয়া তাহার চাকর হরিদাসকে সংবাদ জানিবার জন্য কালীঘাটে পাঠাইলেন। হরিদাস যথা সময়ে কালীঘাটে অধিকারীর জামাই বাড়ী পহুঁছিল। হরিদাস ঐ বাড়ী থাকিয়া আমোদ প্রমোদে কাল কাটাইতে লাগিল।

একদিন নিকটস্থ কোন ভদ্র লোকের বাড়ী হরিদাসের নিমন্ত্রন হইল। সেই বাড়ী উপস্থিত হইয়া হরিদাস আহার করিতে বসিল। হরিদাস কখনও মাংস ভক্ষণ করে নাই। পরিবেসনকারী অন্য এক ব্যাক্তিকে যে থালায় মাংস দিয়াছিলেন, সেই থালায় হরিদাসকে ভাত দিলেন। ঐ থালার কিনারায় একটু মাংসের ঝোল লাগিয়াছিল। হরিদাস আস্তে আস্তে ঐ ঝোলটুক ভাতে মাখিয়া খাইল। ইহাতে হরিদাস যে রকম স্বাদ পাইল তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। হরিদাসের মাংস খাইতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু প্রকাশ করিতে পারে না।

কিছুকাল পরে অন্য কোন খাদ্যবস্তু নিয়া একটি স্ত্রীলোক হরিদাসের নিকট আসিলেন। তখন হরিদাস মাংসের ঝোল দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা ঠাকুরণ! এ কি? স্ত্রীলোকটী লজ্জিতা হইয়া বলিলেন,—বাবা! তুমি ঐ থালা ত্যাগ কর, অন্য থালায় তোমাকে ভাত দিতেছি। হরিদাস জিজ্ঞাসা করিল,—মা! একি বলুন। স্ত্রীলোকটী বলিলেন,—বাবা! উহা মাংসের ঝোল। হরিদাস আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল,—এই মাংসের ঝোল! স্ত্রীলোকটী হরিদাসের হাব ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবা! একটু মাংস দেব। হরিদাস ঘাড় নাড়ীয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিল। স্ত্রীলোকটী প্রচুর পরিমাণে ঝোলও মাংস হরিদাসকে দিলেন। হরিদাস পেটভরিয়া মাংস ও ঝোল খাইয়া পরিতোষ হইল।

এখন হইতে হরিদাস হরিনামের বড় একটা ধার ধরে না। কালীভক্ত হইয়া যে বাড়ী মাংসের যোগাড় হয় সেই বাড়ী উপস্থিত হয় ও পেট ভরিয়া মাংস ভক্ষণ করে।

এদিকে আধিকারী কন্যার সংবাদ পাওয়া দূরে থাকুক হরিদাসের চিন্তায় অস্থির হইলেন। শেষ উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজেই কালীঘাটে চলিলেন। জামাই বাড়ী পহুঁছিয়া হরিদাসকে দেখিতে পাইলেন না। তাহারা বলিল হরিদাস এখন যেখানে সেখানে থাকে।

একদিন হরিদাস কালীবাড়ী হইতে দুইটী কাটা পাঠা নিয়া যাইতেছে, এমন সময় অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, অধিকারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—একি হরিদাস! তদুত্তরে হরিদাস বলিল,—ঠাকুর! এখন আর আমি তোমার হরিদাস নয়—"এখন আমি কালিদাস।" অধিকারী হরিদাসের কথা শুনিয়া অপ্রস্তুত হইলেন।

বালিকা চতুষ্ঠয়।

কথিত আছে যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনী নগরীতে বিপ্রশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সাতটী সন্তান ভূমিষ্ট হইয়াই মরিয়া গেল। বিপ্রশর্ম্মা নানা প্রকার শান্তি করাইলেন কিন্তু একটী সন্তানও রক্ষা হইল না। পরে বিপ্রশর্ম্মা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নিকট গমন করিয়া বলিলেন,—মহারাজ! আমার একে একে সাতটী সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, কিন্তু আপনার পাপে একটিও রক্ষা পাইল না—আপনি ইহার প্রতিবিধান করুন—শুনিয়াছি শাস্ত্রে আছে যে, "রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট ও প্রজা কষ্ট পায়" বোধ হয় ইহা আপনিও জ্ঞাত আছেন।

মহারাজ শর্ম্মার কথা শুনিয়া, তাঁহাকে বলিলেন এবার আপনার সন্তান জন্মিলেই ষষ্ঠ দিবসের পূর্ব্বে আমাকে সংবাদ দিলেন। কিছু দিন পরে শর্ম্মার একটী পুত্র জন্মিলে, রাজাকে সংবাদ দিলেন। রাজা শুনিবা মাত্র ব্রাহ্মণ-পত্নীর সুতিকা ঘরের দ্বারদেশে প্রহরীর মত দণ্ডায়মান রহিলেন। ব্রাহ্মণ-পুত্রের অদৃষ্টে ফল লিখিবার নিমিত্ত বিধাতাপুরুষ নিশীথ সময়ে আগমন করিয়া সুতিকা

গৃহের দ্বারদেশে মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—তুমি এস্থানে কি জন্য আসিয়াছ? শীঘ্র দ্বার পরিত্যাগ কর। রাজা বলিলেন,—অগ্রে পরিচয় প্রদান করুন পরে দ্বার পরিত্যাগ করিব। তখন বিধাতাপুরুষ আত্ম পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন,—আমি বিধাতাপুরুষ ব্রাহ্মণ তনয়ের ললাটলিপি লিখিতে আসিয়াছি। রাজা শুনিবামাত্র নানা প্রকার স্তবস্তুতি করিয়া বলিলেন,—বিধাত! আপনি যাহা লিখিবেন, তাহা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলিতে হইবে। বিধাতা পুরুষ রাজবাক্যে সম্মত হইলেন। পরে নিজ কার্য্য শেষ করিয়া প্রত্যাগমনকালে রাজাকে বলিলেন,—এই ব্রাহ্মণ কুমার এক বৎসর পরে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। রাজা বিনয় করিয়া ব্রাহ্মণ পুত্রের জীবন প্রার্থনা করিলেন। বিধাতাপুরুষ বলিলেন যে, "লব্ধব্যমর্থং" এই সমস্যা যদি কোন ব্যক্তি পূরণ করিতে পারে, তবে ব্রাহ্মণ কুমার পুনর্ব্বার জীবিত হইবে। এই কথা বলিয়া বিধাতাপুরুষ অন্তর্দ্ধান হইলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য বিধাতৃ বাক্য ব্রাহ্মণকে জানাইয়া, উপযুক্ত সময়ে সংবাদ দিবেন বলিয়া প্রস্থান করিলেন। এক বৎসর অন্তে ব্রাহ্মণ পুত্রের মৃত্যু হইল। শর্ম্মা রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া পুত্রের মৃত্যু সংবাদ জানাইলেন।

রাজা শ্রবণ মাত্র ব্রাহ্মণের বাড়ী উপস্থিত হইয়া মৃত ব্রাহ্মণ কুমারকে মস্তকে করিয়া, "লব্ধব্যমর্থং" "লব্ধব্যমর্থং বলিতে বলিতে সমস্যা পূরণার্থ পাগলের মত দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে মহারাজ মৃত ব্রাহ্মণ-পুত্রকে নিয়া কোন এক ব্রাহ্মণের বাটীতে অতিথি হইলেন। তথায় দেখিলেন, সেই দেশের রাজ কন্যা, মন্ত্রীকন্যা, পাত্র কন্যা ও কোটালের কন্যা চারিজনে একত্রিত হইয়া প্রতিদিন সেই ব্রাহ্মণের নিকট পাঠ অভ্যাস করিতে আসেন। ঘটনাক্রমে সেই দিন ব্রাহ্মণ কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে যাওয়ায়, আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর কন্যাগণের অধ্যাপনার ভারার্পণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণপুত্র কন্যাগণকে যথাবিধি অধ্যয়ন করাইলেন। পরে কন্যাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—দেখ কন্যাগণ! তোমাদের পাঠ অধ্যয়ন হইল এক্ষণ গুরু-দক্ষিণা দিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন কর—গুরুদক্ষিণা ভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়নে কোন ফল লাভ হয় না। কন্যাগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, যাহা অনুমতি হয় আদেশ করুন।

ব্রাহ্মণকুমার কন্যাগণের রূপে মোহিত হইয়া কামবাণে একান্ত আহত হইয়াছিল। কাজেই বলিলেন যে, আমার অপর কোন দক্ষিণার প্রয়োজন নাই; তোমরা চারিজনে আমাকে বরমাল্য প্রদান কর।

গুরুপুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া কন্যাগণ ভাবিলেন যে, কোথায় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিয়া চির আশা মিটাইব, তাহা না হইয়া এক্ষণ সে আশা একেবারে নির্ম্মূল হইল। যাহা হউক গুরুপুত্রের কথা কখনও লঙ্ঘন করিতে পারিব না। লোকে নিজ নিজ অদৃষ্টের ফল ভোগ করিয়া থাকে। কেহই অদৃষ্ট ফল খণ্ডাইতে পারে না। কন্যাগণ আর উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা গুরুপুত্রের বাক্যে সম্মত হইয়া বলিলেন যে, আপনি অদ্য রাত্রে শিব মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেব মূর্ত্তির পশ্চাৎভাগে অবস্থিতি করিবেন। আমরা একে একে তথায় উপস্থিত হইয়া আপনাকে পতিত্বে বরণ করিব। তৎপর কন্যাগণ নিজ নিজ আলয়ে গমন করিলেন।

এদিকে ছদ্মবেশী মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাহাদের সমস্ত গোপনীয় কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তৎপর রাজা অধ্যাপক—পত্নীর নিকট সমস্ত কথা জানাইয়া ব্রাহ্মণ পুত্রকে এই প্রকার কার্য্য হইতে বিরত করার জন্য তাহাকে গৃহ মধ্যে অবরুদ্ধ করাইয়া রাখিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে মহারাজ মৃত কুমারকে সঙ্গে নিয়া রাত্রিকালে কন্যাগণের সঙ্কেত স্থানে উপস্থিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রাত্রির প্রথম প্রহরে রাজ কন্যা শিব মন্দিরে উপস্থিত হইয়া গুরুপুত্র সম্বোধনে সম্ভাষণ করিলেন। ছদ্মবেশী মহারাজ হুঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক উত্তর দিলেন। রাজ কন্যা কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে গুরুপুত্র বোধে বরমাল্য প্রদানপূর্ব্বক পতিত্বে বরণ করিলেন। রাজা পরিচয় দেওয়ার জন্য পাগলের ন্যায় "লব্ধব্যমর্থং" এই কথা প্রয়োগ করিলেন। তখন রাজ কন্যা পাগলের গলদেশে বরমাল্য দিয়াছি বোধে শিরে করাঘাত করিয়া "লভতে মনুষ্যঃ" এই এই কথা বলিয়া কবিতার প্রথম চরণ পূর্ণ করিয়া দিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে ঐ প্রকারে মন্ত্রীকন্যা আগমন করিয়া পূর্ব্বমত বর-মাল্য প্রদান করিলেন, রাজাও "লব্ধব্যমর্থংলভতে মনুষ্য' এই প্রথম চরণ

পাঠ করিলেন, সেই সময় মন্ত্রীকন্যাও রাজকন্যার ন্যায় শিরে করাঘাত পূর্ব্বক "দৈবেন স বারায়ুতম্ ন শক্যঃ" এইকথা বলিয়া দ্বিতীয় চরণ পূরণ করিলেন)।

তৃতীয় প্রহরে পাত্রকন্যা ঐ প্রকার প্রতারিত বোধে "অতো ন শোচামি ন বিস্ময়মে" বলিয়া কবিতার তৃতীয় চরণ পূর্ণ করিলেন।

শেষ অর্থাৎ চতুর্থ প্রহরে কোতোয়ালের কন্যা আগমন করিয়া বরমাল্য প্রদান করিয়া প্রতারিত বোধে বলিলেন, "ললাটলেখো ন পুনঃ প্রয়াতি"। তাহাতে রাজার কবিতার অবশিষ্ট ভাগ পূরণ হইল। এই প্রকার কবিতার পদ পূরণ হইবামাত্র মৃত ব্রাহ্মণ কুমার জীবিত হইল।

রাজা বিক্রমাদিত্য আত্ম পরিচয় প্রদান করায় কন্যাগণ সন্তুষ্ট হইলেন। তৎপর কন্যাগণ ও জীবিত ব্রাহ্মণ কুমারকে সমভিব্যাহারে নিজ রাজধানী উজ্জয়িনী নগরীতে প্রত্যাগমন করিয়া ব্রাহ্মণকে তাঁহার পুত্র জীবিতাবস্থায় প্রত্যার্পণ করিলেন এবং নিজে কন্যাগণ সহ পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্য দৈবেন স বারায়িতুম্ নশক্য।
অতোন শোচামি নবিস্ময়োমে ললাটলেখোনপুনঃ প্রয়াতি ॥

বাদ্‌সা ও গোয়ালিনী।

বীর্‌বল্‌কা পাছ্‌ বাদ্‌সা পুছা,—বীর্‌বল্‌! কওন্‌ হাম্‌কো আচ্ছা জাস্তা হায়্‌, আওর্‌ কওন্‌ হাম্‌কো বোরা জাস্তা হায়্‌ (বাদসা বীরবলের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কে আমাকে ভাল জানে আর কে আমাকে মন্দ জানে)।

বীর্‌বল্‌ কাহা,—কাল্‌ হাম্‌ দেক্‌লা বেগা (তদুত্তরে বীরবল বলিলেন যে, আগামী কল্য দেখাইব)।

পর্‌রোজ্‌ জব্‌ ফএজর্‌ হুয়া তব্‌ বীর্‌বল্‌ বাদ্‌সাকা পাছ্‌ আরজ্‌ কিয়া,—হুজুর! আইয়ে হাম্‌রা ছাৎ (পরদিন প্রাতে বীরবল বাদসার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—হুজুর! আমার সঙ্গে আগুন)। ইয়া গোপ্তগু হোনেকা বাদ্‌ দোন্‌ এক্‌ ছায়েল যাকর্‌ রাস্তাকা কেনারামে এক পেড়কা বীচ্‌মে বএঠা (ইহা স্থির করিয়া উভয়ে একত্র হইয়া রাস্তার কিনারায় একটী বৃক্ষের আড়ালে বসিলেন)। আওর্‌ বীর্‌বল্‌কা তরফ্‌ছে এক্‌ আদ্‌মীকো রাস্তামে রাক্‌দিয়া (আর বীরবলের পক্ষ হইতে এক ব্যক্তিকে রাস্তায় রাখিলেন।

পীছে বীর্‌বল্‌ এক্‌ রেণ্ডীকো দেখাকে বাদ্‌সাকা পাছ্‌ পুছ্‌,—হুজুর্‌! ঐ যে রেণ্ডী দুদ্‌ লেকর্‌কে আতা হায়্‌ এছ্‌কো আপ্‌ কাছা জান্তা হায়্‌ (বীরবল একটী স্ত্রীলোককে দেখাইয়া বাদসার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হুজুর! ঐ যে স্ত্রীলোকটী দুধ লইয়া যাইতেছে উহাকে আপনি কি রকম জানেন)। বাদ্‌সা কাহা,—হাম্‌ ওছ্‌কো হামারা মাকা বরাবর জান্তা হায়্‌ বাদসা বলিলেন,—আমি উহাকে আমার মার মত জানি)।

যব্‌ উয়া রেণ্ডী ঐ আদ্‌মীকা ছামনে আয়া—উয়া পুছা,—ও গোয়াল্‌নী! কেছ্‌কা ওয়াস্তে দুদ লেতা হায়্‌ (যখন স্ত্রীলোকটী ঐ ব্যক্তির নিকট আসিল, তখন জিজ্ঞাসা করিল,—গোয়ালিনী! তুমি কাহার জন্য দুধ নিয়া যাইতেছ)?

রেণ্ডী কাহা,—হামারা বাবাকা ওয়াস্তে লেতা হায়্‌ (স্ত্রীলোকটী বলিল,—আমার বাবার জন্য নিয়া যাইতেছি)।

উয়া আদ্‌মী পুছা,—তোমারা বাবা কওন্‌ হায়্‌ (ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার বাবা কে)?

রেণ্ডী কাহা,—হামারা বাবা বাদসা হায়্‌ (স্ত্রীলোকটী বলিল,—আমার বাবা বাদসা)।

উয়া আদ্‌মী কাহা,—তোমারা বাবা কি আপ্তাক্‌ হায় ? (ঐ ব্যক্তি বলিল,—তোমার বাবা কি এখনও আছে?)

রেণ্ডী পূছা,—কেয়া হুয়া! (স্ত্রীলোকটী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি হইয়াছে)!

উয়া আদ্মী কাহা,—রাৎকো ছাপ্‌নে কাটা, উয়া মর্‌গেয়া এগুক্ কবর্ দিয়া নেই (ঐ ব্যক্তি বলিল,—রাত্রে সর্পাঘাত হওয়ায় মরিয়া গিয়াছে, এক্ষণ পর্য্যন্ত কবর দেওয়া হয় নাই)।

ইয়াবাৎ ছোন্‌কর্ রেণ্ডী দুদ্‌কা কলছ্ লেকর্‌কে মিট্টিমে গেড়্ গেয়া (এই কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটী দুদের কলস নিয়া মাটিতে পরিয়া গেল)। পিছে দওর্‌তা হায়্ আওর্ রোতা হায়্ (পরে কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়াইতে লাগিল)।

এছ্‌কা থোড়া ঘড়ীবাদ্ এক্ আদ্‌মী এৎমাম্‌দার কুচ্ কাগজ্ লেকর্‌কে আতা হায়্ (ইহার কিছুকাল পরে একজন তহশীলদার কিছু কাগজ পত্র নিয়া আসিতেছিল)। বীর্‌বল্ দেখ্‌কে বাদ্‌সাকা পাছ্ আরজ্ কিয়া,—হুজুর্! ঐ আদমীকো আব্ ক্যাছা জান্তা হায়? (তাহাকে দেখিয়া বীরবল বাদসার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,—হুজুর্। এই ব্যক্তিকে আপনি কেমন জানেন)? বাদ্‌সা কাহা, দোছ্‌মন্ বরাবর্ জান্তা হায়্, হর্‌রোজ্ হামারা দেল্‌মে চাতা হায়্ কে ওছ্‌কো কতল্ করে (বাদসা বলিলেন,—আমি উহাকে শত্রুর ন্যায় জ্ঞান করি, প্রায়ই উহাকে কাটিয়া ফেলিতে আমার ইচ্ছা হয়)। যব্ উয়া আদ্‌মী ঐ আদ্‌মিকা ছাম্‌নে আয়া—উয়া পুছা, কাঁহা যাতা হায়্? (যখন তহশীলদার পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির নিকট আসিল, তখন জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় যাইতেছ)? উয়া আদমী কাহা,—ভাই নেকাছ্ দেনেকা ওয়াস্তে জাতা হায়্ (তহশীলদার বলিল,—ভাই নিকাশ দিতে যাইতেছি)।

কেছ্‌কো নেকাছ্ দেগা? (কাহাকে নিকাশ দিতে যাইতেছ)। বাদ্‌সা কো নেকাছ্ দেগা (বাসদাকে নিকাশ দিব)।

উয়া কাহা,—তোমারা বাদ্‌সা কি আপ্তক্ হায়? (ঐ ব্যক্তি বলিল,—তোমার বাদসা কি এখনও আছে?

কেয়া হুয়া! (কি হইয়াছে)।

উয়া আদমি কাহা,—রাৎকো ছাপ্‌নে কাটা মর্‌গেয়া (ঐ ব্যক্তি বলিল,—রাত্রিতে সর্পাঘাত হওয়ায় মরিয়া গিয়াছে)।

আপ্ কেছ্তরে মালুম্ পায়া ? (আপনি কি প্রকারে জানিতে পারিলেন)।

হাম্ দেকৃকে আয়া (আমি দেখিয়া আসিয়াছি)।

তহশীলদার কাহা,—ছালা মর্গেয়া হাম্ জাতা হায়্ ওছ্কো গোর্পর্ দোঠে গোর্মুড়ী দেকে আবেগা (তহশীলদার বলিল,—শালা মরিয়া গিয়াছে, আমি উহার কবরের উপর দুই লাথি মারিয়া আসিব)।

ইয়া ছব্বাৎ হোনেকা বাদ্ বীর্বল্ বাদ্সাকা পাছ্ আরজ্ কিয়া,—হুজুর্! আপ্ যেছ্কো আচ্ছা জান্তা হায়্—ঐ আপ্কো আচ্ছা জান্তা হায়্—আওর্ আপ্ যেছ্কো বোরা জান্তা হায়্, ঐ আপ্কো বোরা জান্তা হায়্ (এই সকল কথার পর বীরবল বাদসার নিকট নিবেদন করিলেন যে, হুজুর! আপনি যাহাকে ভাল জানেন, সে আপনাকে ভাল জানে—আর আপনি যাহাকে মন্দ জানেন, সে আপনাকে মন্দ জানে)।

ধূলা খেলা।

কোন রাজবাড়ীর দরজার পার্শ্বে চারিটী বালিকা ধূলা খেলা করিতেছিল। তাহাদের নাম যথাক্রমে সরলা, তরলা, চপলা ও ইন্দুমতী রাজবাড়ীর দেওয়ান রাজসভায় যাইতেছেন, সেই সময় বালিকাগণকে খেলা করিতে দেখিতে পাইলেন। বালিকাগণ পরস্পর যাহা বলিতেছিল, দেওয়ান তাহা শুনিলেন। সরলা বলিল,—মাংস খাওয়া বড় ভাল। তরলা বলিল,—সরাপ খাওয়া বড়ই ভাল। চপলা বলিল,—স্ত্রী পুরুষ একত্র থাকা খুব ভাল! ইন্দুমতী বলিল,—মিথ্যা কথা বলা সব্ চেয়ে ভাল।

দেওয়ান বালিকাগণের এই সকল কথা শুনিলেন এবং রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বলিলেন। রাজা বালিকাগণকে রাজসভায় উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন। দেওয়ান রাজার আদেশ অনুসারে বালিকাগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—তোমাদিগকে মহারাজ রাজসভায় উপস্থিত

হইতে আদেশ করিয়াছেন। বালিকাগণ বলিল,—আমরা রাজসভায় যাইব না। দেওয়ান আসিয়া রাজার নিকট বলিলেন,—বালিকাগণ আপনার নিকট আসিতে চায় না। রাজা বলিলেন,—ছেলেপিলে অম্‌নি আসে না—কলা সন্দেশ নিয়া যাও তবেই আসিবে। দেওয়ান কলা সন্দেশ নিয়া গেলেন। বালিকাগণ কলা সন্দেশ পাইয়া সন্তুষ্ট হইলে, দেওয়ান বলিলেন,—তোমরা রাজ-সভায় চল—রাজা অনেক কলা সন্দেশ দিবেন। এই কথা শুনিয়া বালিকাগণ রাজসভায় উপস্থিত হইল।

রাজা বালিকাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমাদের মধ্যে কে বলিয়াছ "মাংস খাওয়া ভাল।" সরলা বলিল,—মহারাজ! আমি বলিয়াছি "মাংস খাওয়া ভাল।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কি প্রকারে বুঝিয়াছ যে, "মাংস খাওয়া ভাল?" তদুত্তরে সরলা বলিল,—তবে শুনুন মহারাজ! আমাদের বাড়ী রোহিত, কাতল ইত্যাদি অনেক প্রকার মাচ খাওয়া হয়, কোন আমোদ হয় না—যে দিন খাশী অথবা পাঠার মাংস রান্না হয় সেইদিন বধুঠাকুরাণী এক প্রহর বেলা থাকিতে মশল্লা বাটিতে আরম্ভ করেন,—আমার মাকে বলেন যে, আপনি পাক করিবেন। রান্না হইলে সকলে একসঙ্গে খাইতে বসেন। যখন মাংস পাতে পড়ে, তখন সকলেই বলেন যে, মাংস ভাল হইয়াছে,—মহারাজ! আমি তাহাতেই জানি "মাংস খাওয়া ভাল।"

রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমরা কে বলিয়াছ "সরাপ খাওয়া বড়ই ভাল।" তরলা বলিল,—মহারাজ! আমি বলিয়াছি "সরাপ খাওয়া বড়ই ভাল।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কি প্রকারে বুঝিয়াছ যে, "সরাপ খাওয়া বড়ই ভাল।" তদুত্তরে তরলা বলিল,—তবে শুনুন মহারাজ,—আমার বাবা আফিসে কেরাণীগিরী কার্য্য করেন, বেলা পাঁচটার সময় বাড়ী আসেন—শেষ হাত পা ধুইয়া জল খান—চুল টেরী কাটেন – আতর-গোলাপের শিশি খুলিয়া চুলে কাপড়ে মাখান—পরে একখানা ছড়ি লইয়া বেড়াইতে বাহির হন—ইহার পর কোনদিন এক প্রহর—কোন দিন দেড় প্রহর রাত্রির সময়, তিন চারি জনে ধরাধরি করিয়া বাড়ী নিয়া আসে—সমস্ত গায় মাটী মাখা থাকে—আবার পরদিন ঐ প্রকার ঘটনা হয়—মহারাজ! আমি বাবার

কার্য্য দেখিয়া বুঝিয়াছি যে, "সরাপ খাওয়া বড়ই ভাল।" যদি ভাল না হইত, তবে বাবা রোজ সরাপ খাইতেন না।

রাজা অপর বালিকাদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমরা কে বলিয়াছ, "স্ত্রী পুরুষ একত্র থাকা ভাল।" চপলা বলিল,—মহারাজ! আমি বলিয়াছি "স্ত্রী পুরুষ একত্র থাকা ভাল।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কি প্রকারে বুঝিয়াছ যে, "স্ত্রী পুরুষ একত্র থাকা ভাল।" চপল বলিল, তবে শুনুন মহারাজ! আমার বধু ঠাকুরাণীর অন্ত্রাপত্য হইলে, দশমমাসে প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইলেন এবং সেই সময় তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আর স্বামীর বিছানায় যাইব না—ঈশ্বর ইচ্ছায় একটী পুত্র সন্তান জন্মিলে—কয়েক মাস পরে, একদিন দেখিলাম বধুঠাকুরাণী দাদার বিছানায় বসিয়া বই পড়িতেছেন—মহারাজ! আমি ইহাতে বুঝিয়াছি, "স্ত্রী পুরুষ একত্র থাকা খুব ভাল"—যদি ভাল না হইত, তবে বধুঠাকুরাণী প্রতিজ্ঞা করিয়া পুনরায় স্বামীর বিছানায় যাইতেন না।

রাজা ইন্দুমতীকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—বোধহয় তুমিই বলিয়াছ 'মিথ্যা কথা বলা সব্‌চেয়ে ভাল?" ইন্দুমতী বলিল,—হাঁ মহারাজ! আমিই বলিয়াছি মিথ্যা কথা বলা সব্‌চেয়ে ভাল।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কি প্রকারে বুঝিয়াছ, "মিথ্যা কথা বলা সবচেয়ে ভাল?' তদুত্তরে ইন্দুমতী বলিল, মহারাজ! আমি বলিব না—পাচ সাত দিন মধ্যে আপনাকে দেখাইব যে, মিথ্যা কথা বলা সবচেয়ে ভাল।" ইহা শুনিয়া রাজা বালিকাগণকে প্রচুর পরিমাণে কলা সন্দেশ দিলেন এবং নিজ নিজ বাটী যাইতে আদেশ করিলেন।

কয়েকদিন পরে ইন্দুমতী রাজবাড়ীর দরজার পার্শ্বে কাপড় দ্বারা একটী মন্দির প্রস্তুত করিল এবং সেই মন্দিরের মধ্যে একটা টেবলের উপর একখানী আয়না রাখিল। পরে উত্তম বেশভূষা করিয়া একটা চেয়ারের উপর বসিয়া ঘণ্টা বাজাইতে আরম্ভ করিল। আর বলিতে আরম্ভ করিল যে, আমি এই আয়নার মধ্যে পরমেশ্বর দেখাইব কিন্তু যাহার জন্মদোষ আছে, তিনি আপন মুখ দেখিতে পাইবেন—পরমেশ্বর দেখিতে পাইবেন

না। যিনি পরমেশ্বর দেখিবেন, তিনি আমাকে হাজার টাকা দিবেন।

রাজা এই সংবাদ শুনিলেন এবং দেওয়ানকে সঙ্গে লইয়া বালিকার বস্ত্র নির্ম্মিত মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা আয়নারদিকে চাহিবা মাত্র আপন মুখ দেখিলেন। দেওয়ান রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহারাজ! কি প্রকার রূপ দিখিলেন? রাজা বলিলেন, আহা! কি অপরূপ দেখিলাম, এমন রূপ কখনও দেখি নাই। রাজার আদেশ ক্রমে দেওয়ান বালিকাকে হাজার টাকা দিলেন।

রাজা পরমেশ্বর দেখিয়াছেন, ইহা রাণী শুনিলেন এবং রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহারাজ! কেমন দেখিলেন? রাজা বলিলেন,—অপরূপ দেখিয়াছি। ইহা শুনিয়া রাণী বলিলেন,—আমিও পরমেশ্বর দেখিব। রাজা নিষেধ করিতে পারেন না—দায় ঠেকিয়া অনুমতি দিলেন। রাণী পরমেশ্বর দেখার জন্য বালিকার নিকট গেলেন। বালিকা রাণীকে দেখিয়া বলিলেন, পরমেশ্বর দেখিলে হাজার টাকা দিতে হইবে—কিন্তু জন্মদোষ থাকিলে, নিজ মুখ দেখিতে পাইবেন। এই কথা শুনিয়া রাণী মনে মনে স্থির করিলেন যে, আমার মা ভাল ছিলেন, আমি পরমেশ্বর দেখিতে পাইব। রাণী আয়নার দিকে দৃষ্টি করিয়া, নিজের মুখ দেখিলেন এবং অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মাতাকে নিন্দা করিতে করিতে বলিলেন যে, কলিকালে স্ত্রীলোকের ঠিক থাকা কঠিন। রাণী বাড়ীর মধ্যে যাইয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কেমন দেখিলে? রাণী বলিলেন,—আমি এমন অপরূপ আর কখনও দেখি নাই। রাণী বালিকাকে হাজার টাকা পাঠাইয়া দিলেন।

দেওয়ান মহারাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—মহারাজ! আমি পরমেশ্বর দেখিব। রাজা প্রকৃত কথা বলিতে পারেন না—কি করিবেন—দায় ঠেকিয়া অনুমতি দিলেন। দেওয়ান পরমেশ্বর দেখার জন্য বালিকার নিকট উপস্থিত হইলেন। বালিকা বলিল,—পরমেশ্বর দেখিলে হাজার টাকা দিতে হইবে কিন্তু জন্ম-দোষ থাকিলে নিজ মুখ দেখিতে পাইবেন। এই কথা শুনিয়া দেওয়ান আয়নারদিকে দৃষ্টি করিলেন এবং নিজ মুখ দেখিতে পাইলেন। রাজা দেওয়ানকে

জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেমন দেখিলে? দেওয়ান বলিল,—মহারাজ! কি বলিব—এমন রূপ আর কখনও দেখি নাই। দেওয়ান বালিকাকে হাজার টাকা দিলেন।

রাজা, রাণী ও দেওয়ান নিজ নিজ কষ্ট মনে রাখিলেন। কেহই প্রকৃত মর্ম্ম প্রকাশ করেন নাই।

কোতওয়াল পুত্র এই সমস্ত ঘটনা শুনিলেন এবং পরমেশ্বর দেখিতে ইচ্ছা করিয়া, মনে মনে স্থির করিলেন—আমার বাপ দাদা চৌদ্দপুরুষ কোতওয়ালের কার্য্য করে—আমাদের ঘরে কোন কুকার্য্য হইতে পারেনা। এই প্রকার স্থির করিয়া কোতওয়াল পুত্র রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—মহারাজ! আমি পরমেশ্বর দেখিব। রাজা নিষেধ করিতে পারেন না—কি করিবেন—দায় ঠেকিয়া অনুমতি দিলেন। কোতওয়াল পুত্র বালিকার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—আমি পরমেশ্বর দেখিব। বালিকা বলিল,—পরমেশ্বর দেখিলে হাজার টাকা দিতে হইবে কিন্তু জন্ম-দোষ থাকিলে নিজ মুখ দেখিতে পাইবেন। কোতওয়াল পুত্র আয়নারদিকে দৃষ্টি করিয়া নিজ মুখ দেখিতে পাইলেন। কি করিবেন? কিছু না বলিয়া বালিকাকে হাজার টাকা দিলেন।

কোতওয়াল পুত্র অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া, বাটী চলিয়া গেলেন। বাটী পহুঁছিয়া তরবারির বহর খুলিলেন এবং মাতাকে আক্রমণ করিয়া বলিলেন,—তোর শিরচ্ছেদন করিব। মাতা ঘরে প্রবেশ করিয়া কপাট বন্ধ করিলেন। এই ঘটনা দেখিয়া কোতওয়াল রাজার নিকট গেলেন এবং সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। রাজা দেওয়ানকে সঙ্গে নিয়া কোতওয়ালের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। রাজা কোতওয়াল পুত্রকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কি জন্য রাগান্বিত হইয়াছ? তদুত্তরে কোতওয়াল পুত্র বলিল'—মহারাজ! দুঃখে আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়—আমি বেজন্মা—পরমেশ্বর দেখিতে পারি নাই। রাজা বলিলেন,—দেখ! আমিও পরমেশ্বর দেখি নাই। দেওয়ান বলিল,—মহারাজ! আমিও দেখি নাই। রাজা ও দেওয়ানের কথা শুনিয়া কোতওয়ালপুত্রের রাগ থামিল।

পরে তিনজন একত্র হইয়া রাণীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কি পরমেশ্বর দেখিয়াছ? তদুত্তরে রাণী বলিলেন,—আর কি বলিব আমার মাথা মুণ্ড—আমি আমার নিজ মুখ দেখিয়াছি।

রাজা বালিকাকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কি জন্য এই প্রকার মিথ্যা ঘটনা করিয়াছ? ইন্দুমতী বলিল,—মহারাজ! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "মিথ্যা কথা বলা সবচেয়ে ভাল।" আপনারা আমাকে চিনেন নাই—আমি সেই বালিকা, মিথ্যা কথা বলা ভাল কি মন্দ বিবেচনা করুন—আমি মিথ্যা বলিয়া চারি হাজার টাকা পাইলাম। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বালিকাকে সন্দেশ দিলেন। বালিকা সন্দেশ পাইয়া টাকা ফিরাইয়া দিলেন।

দশচক্রে ভগবান ভূত।

কোন রাজার অধিকারে ভগবান চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি নবদ্বীপে পাঠ সমাপ্ত করিয়া পণ্ডিত হইয়াছিলেন। এক দিন একটী কবিতা রচনা করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। রাজা কবিতা পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং ব্রাহ্মণকে ২৫ টাকা পুরস্কার দিলেন। পরে ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—আপনি প্রত্যহ রাজসভায় উপস্থিত থাকিবেন, আপনাকে প্রত্যেক রোজ ৫ টাকা হিসাবে দেওয়া যাইবে।

ব্রাহ্মণ রাজার আদেশানুযায়ী প্রত্যহ রাজসভায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। রাজা ব্রাহ্মণের মত গ্রহণ করিয়া বিচার ও অন্যান্য রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, প্রজাবর্গ রাজ দরবারে ফল লাভের প্রত্যাশায় ব্রাহ্মণের বাড়ী আসিতে আরম্ভ করিল এবং অর্থদ্বারা নানারকম উপাসনা করিতে লাগিল।

এদিকে অন্যান্য সভাসদ ও মন্ত্রীবর্গের নিকট কেহই যায় না, সুতরাং তাঁহারা কিছুই উপার্জ্জন করিতে পারেন না। ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণের প্রতি রাজার এতদূর স্নেহ জন্মিল যে, রাজা তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। এই কারণে সমস্ত কর্ম্মচারিগণ ভগবানের প্রতি হিংসা পরবশ হইয়া

ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিল। শেষ স্থির করিল যে, ভগবান যে পথে রাজবাড়ী আসাযাওয়া করে সেই পথ অবরোধ করিবে। পরে মন্ত্রনানুসারে ভগবানের আসার পথ অবরোধ করিল।

ক্রমান্বয় তিনদিন পর্য্যন্ত ভগবান রাজসভায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। রাজা প্রধান মন্ত্রী নিকট ভগবানের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী মহাশয় দেওয়ানকে ভগবানের সংবাদ জানিতে আদেশ করিলেন। দেওয়ান সংবাদ জানিয়া বলিলেন যে, ভগবান এই তিন দিন যাবৎ সন্নাস রোগে মরিয়াছে এক্ষণ সে নিকটবর্ত্তী লোকের ও ভগবানের ঘরে ঢিল নিক্ষেপ করে—সকলে বলে যে, ভগবান মরিয়া ভূত হইয়াছে। রাজা এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

কিছুদিন পরে রাজা মৃগয়ায় গমন করিবেন, ইহা স্থির হইলে, দিন নির্দ্ধারিত হইল। ভগবান এই সংবাদ লোক মুখে শুনিয়া রাজার গমন পথে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের উপর উঠিয়া রহিলেন। ভগবানের ইচ্ছা যে, এই সুযোগে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

নির্দ্ধারিত দিনে রাজা লোকজন সহ ঐ পথে মৃগয়ায় গমন করিলেন। এমন সময় ভগবান বৃক্ষের উপর হইতে দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিলেন মহারাজ! এই তোমার ভগবান—মহারাজ! এই তোমার ভগবান। রাজা সঙ্গিগণ নিকট বলিলেন,—এইত ভগবানকে দেখিতে পাইতেছি। তদুত্তরে সঙ্গিগণ বলিল, মহারাজ! ভগবান মরিয়া ভূত হইয়াছে, নচেৎ এই প্রকাণ্ড গাছে কিজন্য উঠিবে—বিশেষতঃ যখন আপনার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে তখন এই পথে গমন করিলে নিশ্চয়ই অমঙ্গল হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণ রাজধানীতে ফিরিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। রাজা মন্ত্রীর বাক্যানুসারে নিজ ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

ভগবানের আশা ভরষা শেষ হইল, সুতরাং জীবনের অবশিষ্ট কাল ভগবান "দশচক্রে ভূত" হইয়া রহিল।

———

ইমানদার।

কোন গ্রামে এক ইমানদার বাস করিতেন। তিনি রোজা নামাজ করিতেন, এবং কোরাণসরিপ তেলাবৎ করিতেন। সর্ব্বসাধারণকে সময়ে সময়ে মছ্‌লা দিয়া কিছু কিছু পাইতেন। একদিন অন্য কোন বাড়ীর একটী মুরগী হাটিতে হাটিতে উক্ত ইমানদারের বাড়ী আসিয়াছিল। মোছল্লীর আন্দর্‌ মুর্‌গী পাকর্‌কে জবদিয়া গোস্ত বানায়া, ছালুন বি পাকায়া (মোছল্লীর স্ত্রী মুরগী ধরিয়া জব দিলেন, এবং মাংস প্রস্তুত করিয়া পাক করিলেন)।

মোছল্লীর স্ত্রী মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই মাংস মোছল্লীকে খাইতে দিলে জিজ্ঞাসা করিবে যে, মাংস কোথায় পাইয়াছ?—আমি বলিব যে, এনাতুল্লা দিয়াছে—কিন্তু এনাতুল্লার নিকট যদি জিজ্ঞাসা করে, এবং সে না বলে, তবে আমি মহাবিপদে পড়িব—এত গণ্ডগোলে কাজ নাই—আমি নিজেই মছ্‌লা জিজ্ঞাসা করি। এই প্রকার স্থির করিয়া মোছল্লীর স্ত্রী আস্তে আস্তে মোছল্লীর নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই সময় মোছল্লী কোরাণসরিপ পড়িতেছিলেন। মেছ্‌রা খতম না হইলে উত্তর দিবেন না—এই বিবেচনা করিয়া মোছল্লীর পশ্চাৎভাগে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুকাল পরে মেছ্‌রা খতম হইল। শেষ মোছল্লীকা আন্দর্‌ মোছল্লীছে পুছা,—এক্‌কা মর্‌গী আগর্‌ দোছরেকা ঘর্‌মে যাবেগা ওছ্‌কো খানে ছাক্তা হায়্‌ ইয়া নেহি? (মোছল্লীর স্ত্রী মোছল্লীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, একের মুরগী অন্যের বাড়ী গেলে খাইতে পারে কি না)? মোছল্লা যওয়াব্‌ দিয়া উয়া খাছাক্তা নেহি—উয়া হারাম হায়্‌ ছুয়ার্‌কা গোস্ত হায়্‌ (মোছল্লী উত্তর দিলেন যে, উহা খাইতে পারে না—উহা হারাম—শুকরের মাংস)।

মছ্‌লা মৎলব্‌ মোতাবেক হুয়া নেই (মছলা মনের মত হইল না)। মোছল্লীর স্ত্রী মুখ কালা করিয়া ঘরে যাইতেছেন, ইহা দেখিয়া মোছল্লী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি হইয়াছে? আন্দর্‌ কাহা,—নেই কুচ্‌ হুয়া নেই (মোছল্লীর স্ত্রী বলিল,—না কিছু হয় নাই)। মোছল্লী কাহা,—ইয়াবাৎ তোমারা পুছ্‌নেকা হাজত্‌ কেয়া হায়্‌ (মোছল্লী বলিল,—তুমি এই কথা কি জন্য জিজ্ঞাসা করিলা)। আন্দর্‌ যওয়াব্‌ দিয়া,—আবতুল্লাকা মুর্‌গীঠো হাম্‌লোক্‌কা ঘর্‌মে

আয়া, হাম্ ওছ্‌কো জবো দিয়া, আওর্ গোস্ত বানায়া ছালুন বি পাকায়া (মোছল্লীর স্ত্রী বলিল,—আবদুল্লার একটী মুর্‌গী আমাদের ঘরে আসিয়াছিল, আমি তাহাকে জবে দিয়া রন্ধন করিয়াছি)। মোছল্লী কাহা,—পা-কা-য়া! এই কথা শুনিয়া মোছল্লীর দাতে তেল লাগিল। পীছে মোছল্লী কাহা,—হাম্ কেতাব্ নেকাল্‌কে দেখে (পরে মোছল্লী বলিল যে, আমি কেতাব বাহির করিয়া দেখি)। মোছল্লী কেতাব্ বাহির করিয়া দুই তিন পাতা ফিরাইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। পাণি হামারা তালাব্‌কা হায়্—ঘেউ হামারা খরিদা হায়্—রয়োঘন্ বি হামারা খরিদা হায়্—মছলা বি হামারা খরিদা হায়্—সুরুয়া হালাল্ হায়্ গোস্ত হারাম হায়্ (জল আমার পুকুরের—ঘৃত আমার খরিদা—রশুন আমার খরিদা—মশল্লাও আমার খরিদা—এস্থলে ঝোল খাওয়া যাইতে পারে—মাংস খাওয়া যাইতে পারে না)।

এই কথা শুনিয়া আন্দর্ কাহা,—আল্লা হাম্‌কো বাচায়া (মোছল্লীর স্ত্রী বলিল,—আল্লা আমাকে রক্ষা করিয়াছেন)। শেষ ভোজনের সময় মোছল্লী যব্ খানা খানেকে ওয়াস্তে বএঠা, তখন মোছল্লীর স্ত্রী একটী পেয়ালার সঙ্গে গোস্ত ও সুরুয়া একত্রে আনিলেন এবং বাম হস্ত দ্বারা পেয়ালা ধরিলেন এবং ডান হাত দ্বারা মাংস চাপিয়া ধরিয়া ঝোল দিতে আরম্ভ করিলেন। মোছল্লী কাহা,—মানা মৈৎ করো সুরুয়াকা সামেল্ আপ্‌ছে আপ্ যো গিড়েগা উয়া হালাল্ হায়্ (মোছল্লী বলিলেন,—নিষেধ করিও না যে নিজে নিজে ঝোলের সঙ্গে আসিতেছে তাহাকে আসিতে দেও)।

এই প্রকার ইমানদার বহোৎ হায়্।

ঠগের বাজার।

জয়দেব নামক কোন সদাগর মৃত্যুকালে তাহার পুত্র হরিদাসকে এই বলিয়া উপদেশ দিলেন যে,—সকলদিকেই বাণিজ্যে যাইবে, কিন্তু দক্ষিণে কখনও যাইবে না—যদি একান্তই যাও, তবে বোগদাদ সহরে রামধন বণিক নামে আমার এক বন্ধু আছেন, তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করিয়া কার্য্য করিবে—কোন বিপদে পতিত হইলে, তিনি তোমাকে উদ্ধার করিবেন। এই প্রকার উপদেশ দিয়া সদাগর দেহত্যাগ করিলেন।

হরিদাস যথাবিহিতরূপে পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া, বাণিজ্যে বাহির হইলেন। ক্রমে উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বাণিজ্য করিয়া বাড়ী আসিলেন। শেষ মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে,—বাবা দক্ষিণে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন, এবং বিধিও দিয়াছেন—কারণ তিনি বলিয়াছেন—"দক্ষিণে যাইও না—যদি যাও, তবে আমার বন্ধু রামধন বণিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে।" হরিদাস দক্ষিণে যাওয়া স্থির করিলেন।

কয়েক দিন পরে হরিদাস বাণিজ্যোপযোগী দ্রব্যাদি নৌকায় উঠাইয়া দক্ষিণে গমন করিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বোগদাদসহরের নিকট উপস্থিত হইয়া অগ্রেই রামধন বণিকের বাড়ী গেলেন। নৌকা বাহকগণ বোগদাদসহরে নৌকা চাপাইল। হরিদাস পিতৃ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি বলিলেন বাবা! পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ভাল কর নাই। এই রাজ্যেরলোক নিতান্ত ঠগ—যাহা হউক কোন বিপদে পতিত হইলে আমাকে সংবাদ দিও। হরিদাস পিতৃ বন্ধুর এই প্রকার কথা শুনিয়া চিন্তিত হইলেন।

অনন্তর হরিদাস বোগদাদ সহরে নৌকার নিকট আসিলেন। মাঝিরা বলিল,—কর্ত্তা মহাশয়! রাজবাড়ী হইতে ক্রোক অর্থাৎ মাল বিক্রী করিতে নিষেধ করিয়াছে। ইহা শুনিয়া হরিদাস চিন্তিত হইলেন। এদিকে রাজার সহিত ঠগগণের এইরূপ চুক্তি আছে যে ঠগেরা অন্যকে ঠকাইয়া যাহা উপার্জ্জন করিবে, রাজা তাহার অর্দ্ধেক গ্রহণ করিবেন, অপরার্দ্ধ ঠগেরা গ্রহণ করিবেক। কিন্তু রাজা অবিচার করিবেন না।

পরদিন অপরাহ্নে রাজবাড়ী হইতে লোক আসিয়া হরিদাসকে গ্রেপ্তার করিল। হরিদাস রাজসভায় উপস্থিত হইয়া, রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—মহারাজ! কি জন্য আমাকে তলপ দিয়াছেন? রাজা বলিলেন,—তোমার নামে রামনাথ ধুপী, কেনারাম শীল ও সৌদামিনী বেশ্যা ইহারা তিনজনে তিনটী অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। হরিদাস বলিল,—মহারাজ! কে কি অভিযোগ করিয়াছে? তখন রাজা রামনাথ ধুপীকে বলিলেন,—তোমার কি অভিযোগ বল? ধুপী বলিল,—মহারাজ! আমার একটা বকপাখী ছিল, সেই পাখী সম্মুখে রাখিয়া আমি কাপড় কাচিতাম—তাহাতে বকের বর্ণের মত কাপড় পরিষ্কার হইত—ইহাতে আমি অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতাম—ঐ বক পাখী নদীর কিনারায় গিয়াছিল—সেই সময় এই হরিদাস সদাগর আমার বক পাখী গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে, ইহাতে আমার দশ হাজার টাকার ক্ষতি হইয়াছে—এখন আমি সেই ক্ষতিপূরণের জন্য প্রার্থনা করি। রাজা সদাগরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার কোন আপত্তি থাকিলে বল। সদাগর বলিল,—মহারাজ! আমার বহুদিনের একটি থুরকিনা মৎস্য ছিল—যখন আমি বাড়ী হইতে নৌকা ছাড়িতাম তখন ঐ মৎস্য ডিঙ্গার অগ্রে অগ্রে চলিত, এবং যে স্থানে থামিত আমি সেই স্থানে বাণিজ্যে দ্বিগুণ লাভ করিতাম—আপনার বন্দরে ঐ মৎস্য থামিয়াছিল—তাহা দেখিয়া আমি এই স্থানে নৌকা চাপাইয়াছি, কিন্তু ঐ বকপাখী আমার মৎস্য খাইয়াছে—ইহাতে আমার অত্যন্ত ক্ষতি হওয়ায় আমি বকপাখী মারিয়াছি এখন আমাকে ক্ষতিপূরণ করিতে হইলে আমিও ধোপার নিকট ক্ষতিপূরণ লইতে বাধ্য হইব। রাজা বলিলেন, কত টাকা পাইলে তোমার ক্ষতিপূরণ হইবে। সদাগর বলিল, লক্ষ টাকা পাইলে আমার ক্ষতিপূরণ হইতে পারে। রাজা সদাগরকে বলিলেন, তুমি ধোপাকে দশ হাজার টাকা দেও এবং ধোপাকে বলিলেন—তুমি সদাগরকে লক্ষ টাকা দেও এই হুকুম শুনিয়া ধুপী—সদাগরকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া মুক্তি-লাভ করিল।

পরদিন পুনরায় রাজবাড়ীর লোক আসিয়া হরিদাসকে রাজসভায় হাজীর করিল। রাজা সদাগরকে বলিলেন,—এই কেনরাম শীল তোমার নামে

অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। সদাগর বলিলেন,—মহারাজ! আমার নামে কি অভিযোগ করিয়াছে? রাজা কেনারামকে বলিলেন—তোমার কি অভিযোগ বল। কেনারাম বলিতে আরম্ভ করিলে,—মহারাজ! এই হরিদাস সদাগরের পিতাকে আমি ক্ষৌরী করিতাম—তিনি আমাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন—আমি তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতাম তিনি একদিন লক্ষ টাকার জন্য ঠেকিয়া আমার নিকট টাকা চাহিলেন—সেই সময় আমার তহবীলে টাকা না থাকায়, আমার বাম চক্ষুটী তাঁহাকে দিয়া বলিলাম—একটি চক্ষু লক্ষ টাকার ধন—এই চক্ষু কোন স্থানে বন্ধক দিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করুন—এখন শুনিলাম তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং এই হরিদাসের নিকট সেই লক্ষ টাকা চাই—মহারাজ! আপনি বিচার করুন। রাজা হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই অভিযোগের বিরুদ্ধে তোমার কোন আপত্তি থাকিলে বলিতে পারি। হরিদাস বলিল,—মহারাজ! আমার পিতা মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছেন—বোগদাদ সহরে কেনারাম শীল নামক এক নাপিত বাস করে—সে আমাকে বিশ্বাস করিয়া তাহার বাম চক্ষুটী দিয়াছিল—আমি সেই চক্ষু ইরাণ সহরে মুঙ্গাই সদাগরের নিকট বন্ধক দিয়াছি চক্ষু খালাস করিয়া কেনারামকে দিবে কোনমতে অন্যথা না হয়। মহারাজ! আমি পিতার আদেশে লক্ষ টাকা নিয়া মুঙ্গাই সদাগরের বাড়ী চক্ষু আনিতে গিয়াছিলাম—তথায় যাইয়া দেখিলাম -তাহার ঘরে শত শত বাক্স রহিয়াছে, সেই বাক্সগুলি চক্ষু দ্বারা পূর্ণ—আমি চক্ষু বাছিতে লাগিলাম তাহা দেখিয়া মুঙ্গাই সদাগর বলিল—চক্ষু একবার নিয়া গেলে পুনরায় ফেরৎ লইব না—তখন আমি ভাবিলাম যদি এই চক্ষু কেনারামের অপর চক্ষুর সঙ্গে জোড়া না মিলে, তবে আমার টাকা বৃথা যাইবে—মহারাজ! সেই জন্য চক্ষু আনি নাই—এখন কেনারামের অপর চক্ষুটী আমার নিকট দিলেই জোড়া মিলাইয়া আনিয়া দিতে পারি। রাজা হরিদাসের কথা শুনিয়া নাপিতকে আদেশ করিলেন যে, শীঘ্র তোমার অপর চক্ষু হরিদাসকে দেও। নাপিতের একটি চক্ষু নাই—এখন অপর চক্ষুটী দিলে একেবারে অন্ধ হইতে হয়। কি করিবেন হরিদাসের হাত পা ধরিয়া আশীহাজার টাকা দিলেন। হরিদাস টাকা পাইয়া নাপিতকে মুক্ত দিলেন।

পরদিন হরিদাস রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে অভিবাদন করিলেন। সেই সময় সৌদামিনী নাম্নী বেশ্যা হরিদাসের বিরুদ্ধে রাজার নিকট অভিযোগ করিল। রাজা অভিযোগের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, বেশ্যা বলিল,—মহারাজ! এই হরিদাস সদাগরের পিতার সঙ্গে প্রথমতঃ আমার প্রণয় হয় শেষ তিনি আমাকে বিবাহ করেন এবং বাড়ীঘর প্রস্তুত করিয়া দেন—শেষ বাড়ী যাওয়ার সময় তিনি বলিলেন যে, তোমাকে দেশে নিলে আমাকে আপমানি হইতে হইবে, সুতরাং তোমাকে এখন এই পাঁচ হাজার টাকা দিলাম—ইহাতে অকুলন হইলে কর্জ্জ করিয়া খরচ চালাইবা—পরে আমি আসিয়া কর্জ্জ পরিশোধ করিব—যদি কোন কারণে আমি না আসিতে পারি, তবে আমার পুত্র হরিদাস যখন আসিবে তখন সে কর্জ্জ পরিশোধ করিবে—পরে আমি খরচ কূলন করিতে না পারিয়া দশ হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়াছি—এখন আমি হরিদাসের নিকট সেই টাকা দাবী করিতেছি। রাজা হরিদাসকে বলিলেন,—তোমার কোন আপত্তি থাকিলে বলিতে পার। হরিদাস বলিল,—মহারাজ! আমার বিশেষ আপত্তি নাই—তবে এই মাত্র আপত্তি আছে যে, বাবা মরণ সময়ে বলিয়া গিয়াছেন—বোগদাদ সহরে সৌদামিনী নাম্নী বেশ্যাকে আমি বিবাহ করিয়াছিলাম—শেষ যখন বাড়ী আসিলাম, তখন তাহাকে বলিয়াছিলাম—যদি তোমার খরচের অকুলন হয়—তবে কর্জ্জ করিয়া চালাইবা—মহারাজ! এখন এই বেশ্যা আমার বিমাতা, সুতরাং পিতৃ আদেশে বিমাতার ঋণ পরিশোধ করিতে আমি সম্মত আছি—বাবা আর এক কথা বলিয়াছিলেন যে, ঐ বেশ্যা আমার সঙ্গে সহমরণ যাইবে—এই প্রকার প্রতিজ্ঞা আছে কিন্তু এখন আমার দেশে মৃত্যু হইল—কাযেই সৌদামিনী সহ-মরণ যাইতে পারিল না—ইহাতে তাহার মনে নিতান্ত কষ্ট হইবে—তুমি যখন বোগদাদে যাইবে তখন আমার পাদুকা নিয়া সৌদামিনীকে দিলেই সে সহমরণ যাইবে—তুমি নিজে তাহার মুখানল করিবে।

রাজা এই কথা শুনিয়া, বেশ্যাকে আদেশ করিলেন যে, তুমি হরিদাসের সঙ্গে যাইয়া কর্জ্জ শোধ কর শেষে পাদুকার সঙ্গে সহমরণ যাও। হরিদাস সৌদামিনীকে বলিল,—মা! আসুন। সৌদামিনী কি করিবে উপায়ান্তর না দেখিয়া, হরিদাসের সঙ্গে নৌকার নিকট আসিল। হরিদাস উত্তমরূপে চিতা প্রস্তুত

করিয়া বলিল যে, মা! এখন সময় হইয়াছে—আর বিলম্ব করিবেন না। বেশ্যা রক্ষাকর—রক্ষা কর বলিয়া দীর্ঘস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। শেষ হরিদাসের হাত পা ধরিয়া লক্ষ টাকা দিয়া মুক্ত পাইল। ঠগগণ ক্রমে ক্রমে সকলেই হরিদাসের নিকট জব্দ হইল।

হাম্ নাচা আক্কেল পায়া।

কোন গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার মাতা ভিন্ন আর কেহই ছিল না। কয়েকদিন পরে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইল। ব্রাহ্মণ নিতান্ত দুর্দশা গ্রস্থ হইলেন। নিজে অর্থশূন্য তাহাতে আবার সংসারে কেহই নাই। ব্রাহ্মণ চিন্তায় অস্থির হইয়া, শেষে মনে মনে স্থির করিলেন যে, বিদেশে যাইয়া ভিক্ষা করিয়া কালযাপন করিব।

ব্রাহ্মণের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী অন্য কোন ব্রাহ্মণের একটি বয়স্থা অবিবাহিতা কন্যা ছিল। তিনি ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—যদি তুমি আমাকে ছয় শত টাকা দিতে পার, তবে আমি তোমার নিকট কন্যা বিবাহ দিতে পারি। তদুত্তরে দরিদ্র ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমার কাল অশৌচ কি প্রকারে বিবাহ হইতে পারে—তবে ছয়মাসে সপিণ্ডদান করিলে বিবাহ হইতে পারে। এই প্রকার আশাপ্রদ বাক্য বলার তাৎপর্য্য এই যে,—যদি ছয় মাস ভিক্ষা করিয়া ছয় শত টাকা সংগ্রহ করিতে পারি তবে বিবাহ করিতে পারিব, নচেৎ এই উপলক্ষে দেশত্যাগী হইব। কন্যার পিতা দরিদ্র ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে, আমাকে তিন মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক টাকা দিতে পারিলে, এক বৎসর পরে বিবাহ হইলেও ক্ষতি নাই। দরিদ্র ব্রাহ্মণ সম্মত হইয়া ভিক্ষায় বাহির হইলেন।

ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিতে করিতে এক নগরে উপস্থিত হইলেন এবং এক ধনী বণিকের নিকট অবস্থা জানাইলেন। বণিক ব্রাহ্মণের সাহায্যার্থে চেষ্টা

করিয়া, তিন শত টাকা সংগ্রহ করিলেন এবং ব্রাহ্মণকে দিলেন। ব্রাহ্মণ টাকা পাইয়া মনে মনে ভাবিলেন—অর্দ্ধেক ত পাইয়াছি—এখন বাকী অর্দ্ধেকের জন্য চেষ্টা করিয়া দেখিতে হয়। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ব্রাহ্মণ এক মুছল্লীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মুছল্লী অত্যন্ত সদাশয় ও দাতা আরও দেখিলেন—তাহার নিকট অনেকে আমানত রাখে, কেহ আমানত শোধ নেয়। কিছুকাল পরে দেখিলেন যে, একব্যক্তি আসিয়া বলিল,—মৌলবী সাহেব! আমি কিছুদিনের জন্য বিদেশে যাইব আমার কিছু টাকা আছে—তাহা কোথায় রাখিয়া যাই আপনি ভিন্ন আর কেহর নিকট রাখিতে বিশ্বাস হয় না। মৌলবী সাহেব বলিলেন, দেখ বাপু! আমার ও সব ফ্যাসাদে কাজ নাই—আমি আল্লার নামে আছি—যদি একান্তই রাখিতে হয়, তবে এই চাবি নিয়া তুমি নিজে আমার সিন্দুকে রাখিয়া যাও—আমি কাহারও টাকা স্পর্শ করিতে পারিব না। এই বলিয়া চাবি ফেলিয়া দিল। ঐ ব্যক্তি মৌলবী সাহেবের সিন্দুক খুলিয়া, দশ হাজার টাকা রাখিল, পরে সিন্দুক বন্ধ করিয়া চাবি মৌলবী সাহেবকে দিল। কিছুকাল পরে আর একব্যক্তি আসিয়া বলিল,—মৌলবী সাহেব! আপনার সিন্দুকে আমি বিশ হাজার টাকা রাখিয়াছিলাম এখন নিয়া যাইব। মৌলবী সাহেব বলিলেন,—তোমার টাকা তুমি যে ভাবে রাখিয়াছ সেই ভাবেই আছে,—সিন্দুক খুলিয়া নিয়া যাও। এই বলিয়া চাবি ফেলিয়া দিলেন। ঐ ব্যক্তি সিন্দুক খুলিয়া টাকা নিয়া চলিয়া গেলেন।

এই ভাব দেখিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ মনে মনে স্থির করিলেন যে, এই মৌলবীর মত বিশ্বাসী লোক পৃথিবীতে আর কেহই নাই অতএব তিন শত টাকা সঙ্গে না রাখিয়া, এই মৌলবী সাহেবের নিকট রাখিয়া যাই—কারণ আমি নানাস্থানে যাইব—কোন দস্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, টাকার জন্য আমার প্রাণও নষ্ট করিতে পারে মনে মনে এই প্রকার স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ মৌলবী সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—মৌলবী সাহেব আপনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও সদাশয় আপনার নিকট আমি কিছু টাকা গচ্ছিত রাখিতে চাই—অনুগ্রহ পূর্ব্বক অনুমতি করিলে আমি বিশেষ উপকৃত হইব।

মৌলবীসাহেব বলিলেন,—দেখ বাপু! আমি ঐ সব ফ্যাসাদে যাইতে চাই না—যদি একান্তই এখানে টাকা রাখিতে চাও, তবে টাকার থলিয়ার উপর তোমার নাম লিখ শেষে নিজ হস্তে ঐ সিন্দুকে রাখ। এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে চাবি দিলেন। ব্রাহ্মণ নিজহস্তে সিন্দুক খুলিয়া টাকা রাখিলেন। টাকা রাখা হইলে মৌলবীসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি মরিয়া গেলে এই টাকা দ্বারা কি করিব? ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমি মরিলে আমার টাকা দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে দান করিবেন। ইহা বলিয়া, ব্রাহ্মণ পুনরায় ভিক্ষায় বাহির হইলেন।

ব্রাহ্মণ ক্রমান্বয়ে দুইদিন পর্য্যন্ত নানাস্থানে ভিক্ষার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুই পাইলেন না। তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার সময় এক বৃদ্ধার বাড়ী উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—মা! আমি তিন দিন পর্য্যন্ত কিছুই আহার করি নাই—এখন ক্ষুধায় প্রাণ যায়—আমাকে একটু জল দিয়া প্রাণরক্ষা করুন। বৃদ্ধা বলিলেন,—বাবা! আমার খুদের জাউ প্রস্তুত আছে—ইচ্ছা হইলে খাইতে পার—আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ তোমার জাতিনাশের কোন আশঙ্কা নাই। ব্রাহ্মণ সম্মত হইয়া আহার করিলেন। আহারান্তে শয়ন করিলে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবা! তুমি কি জন্য ভিক্ষা কর? ব্রাহ্মণ ক্রমে ক্রমে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া, বলিলেন—তিন শত টাকা যোগাড় করিয়াছি—এখন আর তিন শত টাকা পাইলেই বিবাহ করিতে পারি—নচেৎ বিবাহ হওয়ার সম্ভব নাই।

বৃদ্ধা ব্রাহ্মণের সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত হইলেন, এবং মনে মনে স্থির করিলেন,—আমার যাহা সম্পত্তি ও নগদ টাকা আছে, তাহা আমার মৃত্যুর পর অন্য লোকে নিয়া যাইবে—তাহাতে আমার কোন ফল হইবে না—এই ব্রাহ্মণের সাহায্য করিলে—ইহার বংশরক্ষা হওয়ার সম্ভব—অতএব আমার টাকা দ্বারা এই ব্রাহ্মণের বিবাহের সাহায্য করিব। এইরূপ স্থির করিয়া বৃদ্ধা ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—বাবা! তুমি অন্য কোন স্থানে ভিক্ষা করিতে যাইও না—আমি তোমাকে তিন শত টাকা দিব—তুমি বাড়ী যাইয়া বিবাহ কর। এই বলিয়া বৃদ্ধা ব্রাহ্মণকে তিন শত টাকা দিলেন। টাকা পাইয়া ব্রাহ্মণ বলি-

লেন,—মা! এই টাকা এখন আপনার নিকট রাখুন—আমি মৌলবীর নিকট হইতে টাকা আনিয়া, এই টাকার সঙ্গে একত্র করিয়া বাড়ী লইয়া যাইব। এই প্রকার কথোপকথনের পর উভয়ে নিদ্রিত হইলেন।

পরদিন প্রাতে ব্রাহ্মণ মৌলবীসাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং সেলাম করিয়া বলিলেন,—মৌলবীসাহেব! আপনার সিন্দুকে আমি যে টাকা রাখিয়াছি অদ্য সেই টাকা লইয়া বাড়ী যাইব। ইহা শুনিয়া মৌলবী বলিলেন,—শালা তোর কিসের টাকা। ব্রাহ্মণ এই প্রকার মর্ম্মঘাতী বাক্য শুনিয়া হতাশ হইলেন, এবং বসিয়া পড়িলেন। মৌলবীর আদেশানুসারে ব্রাহ্মণকে দ্বারবানেরা বাড়ীর বাহির করিয়া দিল। ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে অস্থির হইলেন। সেই সময় এক বেশ্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, বেশ্যা ব্রাহ্মণের সকল অবস্থা জ্ঞাত হইল, এবং বলিল,—ঠাকুর! তুমি আমার সঙ্গে আইস—আগামী কল্য তোমার টাকা আদায় করিয়া দিব—কোন চিন্তা করিও না। ব্রাহ্মণ বেশ্যার কথায় আশ্বাসিত হইয়া, তাহার সঙ্গে চলিয়া গেলেন।

বেশ্যা ব্রাহ্মণকে নিয়া বাড়ী আসিল এবং ব্রাহ্মণের আহারাদির যোগাড় করিয়া দিল। শেষ কন্যাকে সমস্ত ঘটনা জানাইয়া বলিল,—দেখ সরোজিনী! আগামী কল্য ব্রাহ্মণের টাকা বাহির করার চেষ্টা করিতে হইবে—তুমি কতকগুলি পয়সা দ্বারা একটা তোড়া প্রস্তুত কর—আর কতকগুলি ভাল ভাল কাপড় দ্বারা একটা মোট বান্ধ—আমি ঐ পয়সার তোড়া ও কাপড়ের মোট নিয়া অগ্রে মৌলবীর নিকট যাইব—তুমি কিছুকাল পরে ব্রাহ্মণকে মৌলবীর নিকট পাঠাইবে—তাহার কিছুকাল পরে ত্রাস্তভাবে দৌড়িয়া গিয়া আমাকে বলিয়া যে—মা! মা! রামলাল আসিয়াছে—পরে যাহা হয় আমি করিব।

পরদিন প্রাতে বেশ্যা এক মুটের মাথায় পয়সার তোরা ও কাপড়ের মোট উঠাইয়া দিল এবং নিজে সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া মৌলবীর বাড়ী উপস্থিত হইল। শেষ মৌলবীসাহেবকে বলিল,—মৌলবীসাহেব! আমি ভারি চিন্তায় পড়িয়াছি—আমার ভালবাসারপাত্র রামলাল—এই ছয়মাস যাবৎ শ্রীবৃন্দাবন গিয়াছে—তাহার কোন সংবাদ পাইতেছি না, এখন আমি তাহার অনুসন্ধানে যাইব

আপনার নিকট এই পাঁচ হাজার টাকা ও তিন চারি হাজার টাকার কাপড় ইত্যাদি রাখিয়া যাইতে চাই—আপনি ভিন্ন অন্য কেহকে আমার বিশ্বাস হয় না। ইহা শুনিয়া মৌলবী বলিলেন,—তুমি রাখিতে পার তাহাতে আমার বিশেষ কোন আপত্তি নাই ; কিন্তু তুমি মরিয়া গেলে এই সমস্ত টাকা ও জিনিষ কি করিব ? তদুত্তরে বেশ্যা বলিল,—আমি মরিলে আমার সম্পত্তির অর্দ্ধেক ধর্ম্মোদ্দেশে ব্যয় করিবেন,—চারি আনা বৈষ্ণব সেবায় দিবেন—যদি রামলাল না আসে, তবে আমার কন্যাকেই চারি আনা সমস্ত দিবেন। এই বলিয়া জিনিষ পত্রের একটা ফর্দ্দ করিতে আরম্ভ করিল।

ফর্দ্দ করার সময় ব্রাহ্মণ আসিয়া মৌলবীর নিকট টাকা চাহিলেন। মৌলবী সাহেব মনে মনে ভাবিলেন যে, ব্রাহ্মণের সামান্য টাকার জন্য এখন বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া লাভজনক নহে, সুতরাং উহার টাকা দেওয়াই কর্ত্তব্য। এই স্থির করিয়া ব্রাহ্মণকে চাবি দিয়া বলিল আপনার টাকা আমি দেখি নাই— আপনি সিন্দুক খুলিয়া আপনার টাকা আপনি গ্রহণ করুন। ব্রাহ্মণ বিলম্ব না করিয়া সিন্দুক খুলিলেন এবং টাকার তোরা নিয়া বাহির হইলেন। সেই সময় বেশ্যা-কন্যা সৌদামিনী দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া বলিল,—মা ! মা ! তুমি শীঘ্র বাড়ী চল রামলাল আসিয়াছে। ইহা শুনিয়া বেশ্যা তাড়াতাড়ী মোট বান্ধিয়া টাকার তোরা সহ মুটের মাথায় উঠাইয়া দিল। মুটে মোট ও টাকা নিয়া বেশ্যার বাড়ী আসিল।

বেশ্যা রাস্তায় আসিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। বেশ্যাকে নাচিতে দেখিয়া, ব্রাহ্মণও নাচিতে আরম্ভ করিল। পরে মৌলবীসাহেবও নাচিতে নাচিতে রাস্তায় আসিলেন। সেই সময় ঐ স্থান লোকে পরিপূর্ণ হইল। কোন কার্য্যানুরোধে রাজার দেওয়ান ঐস্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মৌলবীসাহেবকে সমস্ত অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই সময় বেশ্যা অগ্রসর হইয়া সমস্ত বর্ণন করিল।

সেই সময়ে মৌলবীসাহেব নাচের কারণ বলিলেনঃ -

বামন নাচা রোপায়া পায়া,
কস্‌বী নাচা রামলাল আয়া,
হাম্ নাচা আক্কেল পায়া।

মৌলবীসাহেব এই প্রকারে অনেকের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন—এখন সামান্ত বেশ্যার হাতে আক্কেল পাইলেন।

আগড় মগড়।

কোন সিপাহী তাহার পুত্রদ্বয়কে পারসী শিক্ষা দেওয়ার জন্য একজন মুন্সী রাখিলেন। সিপাহী মুন্সীকো কাহা,—মুন্সী! ছোক্‌রা লোক্‌কো ছব্‌ ছেক্‌লাও আগড়্‌ মগড়্‌ মৈৎ ছেক্‌লাও (ছেপাহি মুন্সীকে বলিলেন,— মুন্সী মহাশয়! ছোকরাদিগকে সমস্তই শিখাইবেন—যদি—কিন্তু—শিখাইবেন না)। পার্‌সী পড়্‌নেছে ছব্‌ মোকানমে, আগর্‌-মগর্‌-পড়না হোতা হায়্‌ (পারসী অধ্যয়ন করিতে হইলে সকল স্থানেই—যদি—কিন্তু—পড়িতে হয়)। সিপাহীর পুত্রদ্বয় মুন্সীর নিকট অধ্যয়ন করিয়া, জ্ঞানবান হইলেন।

এক্‌রোজ্‌ ছেপাই লাড়াই কর্‌নেকা ওয়াস্তে যানেকা ওয়াস্তে লেড়্‌কা লোক্‌কো কাহা,—হাম্‌ যাতা হায়্‌, তোম্‌লোক্‌ জল্‌দি আও (একদিন সিপাহী যুদ্ধে যাইবার সময় পুত্রদ্বয়কে বলিলেন,—আমি যুদ্ধে চলিলাম তোমরা যত শীঘ্র সম্ভব যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইও)। সিপাহীর পুত্রদ্বয় আজব সিং ও রাম সিং ঢাল এবং তরবারী লইয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হওয়ার জন্য ঘোড়ায় চড়িয়া দ্রুতবেগে চলিলেন। পথিমধ্যে একটি প্রশস্ত খাল সম্মুখে দেখিয়া, দোনো ভাই দরিয়াপ্ত কর্‌নে লাগা আগড় টপ্‌কে মগড় না ছাকে তও জান যাগা (সিপাহীর পুত্রদ্বয় বিবেচনা করিলেন যে, যদি লাফ দেই, কিন্তু না পারিলে প্রাণ নষ্ঠ হইবে)। উহারা এইরূপ চিন্তা করিয়া, আপন বাটী ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে সিপাহী যুদ্ধে জয়ী হইয়া বাড়ী আসিলেন। সিপাই-লেড়্‌কা লোক্‌কো কাহা,—কেয়া হারাম্‌জাদা! তোম্‌লোক্‌ গেয়া নেই কওন্‌ বাৎকা ওয়াস্তে (সিপাহী পুত্রদ্বয়কে বলিলেন,—হারামজাদা তোরা কি জন্য যাও নাই)। লেড়্‌কা লোক্‌ যওয়াব্‌ দিয়া,—হাম্‌লোক্‌ গেয়াথা—রাস্তামে এক্‌ঠো নাহালা দেখ্‌কে দরিয়াপ্ত কিয়া কে আগড়্‌ টপ্‌কে মগড়্‌ না ছাকে ইয়া আন্দাসামে

ফেন্‌কা আয়া (পুত্রদ্বয় উত্তর দিলেন যে, আমরা গিয়াছিলাম, রাস্তায় একটি খাল দেখিয়া বিবেচনা করিলাম যে, যদি লাফ দেই, কিন্তু পারি কি না ইহা সন্দেহ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি)।

সিপাই মুন্সীপর্ খাপ্পা হোকে কাহা,—হারামজাদা! তোম্‌কো তো আগারি কাহা কে—আগর্—মগর্—মৈৎ ছেক্‌লাও (সিপাহী মুন্সীর প্রতি রাগান্বিত হইয়া, মুন্সীকে হারামজাদা বলিয়া গালাগালি দিল এবং বলিল যে, আমি পূর্ব্বেই তোমাকে—যদি—কিন্তু—শিক্ষা দিতে নিষেধ করিয়াছি)।

এই গল্পের তাৎপর্য্য এই যে, যাহাদের জ্ঞান বুদ্ধি আছে, তাহারা অবিবেচনার কার্য্য অথবা কোন প্রকারের হাঙ্গামা করিতে পারে না।

বাঞ্ছারাম ঘোষ।

কোন গ্রামে বাঞ্ছারাম ঘোষ নামক এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি "রাত কাণা" ছিলেন অর্থাৎ রাত্রে চক্ষে দেখিতেন না। সেই জন্য নিকটস্থ কেহই তাহার নিকট কন্যা বিবাহ দিতে সম্মত হইল না। শেষ অতিকষ্টে বহুদূরে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইল।

বিবাহ শ্বশুর বাড়ী হইবে, এই কথা শুনিয়া বাঞ্ছারাম আত্মীয় স্বজন নিকট প্রকাশ করিলেন যে, শ্বশুর বাড়ী বিবাহ হইলে আমার মানসম্ভ্রম থাকিবে না। ইহা শুনিয়া বাঞ্ছারামের ইয়ারগণ বলিলেন,—ভাই! তোমার কোন ভয় নাই—আমরা চার্ পাঁচজন তোমার সঙ্গে যাইব এবং কৌশলে তোমার মান রক্ষা করিব।

বিবাহের দিন বাঞ্ছারাম আরম্বরের সহিত শ্বশুর বাড়ী বিবাহ করিতে চলিলেন। ইয়ারগণ মধ্যে চারি পাঁচজন বাঞ্ছারামের সঙ্গে চলিলেন। যেই রাত্রি হইল বাঞ্ছারাম অস্থির হইলেন। ইয়ারগণ নানা প্রকার কৌশলে বাঞ্ছারামের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া এযাত্রা এক প্রকার মানে মানে বিবাহ করাইয়া আনিলেন।

দেশে আসিা ইয়ারগণ সকলের নিকট প্রকাশ করিলেন যে, আমরা বাঙ্গারামের সঙ্গে না গেলে মান থাকিত না। বাঙ্গারাম এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—তোমরা আমার ভারী মান রক্ষা করিয়াছ—আমি কল্যই পুনরায় শ্বশুর বাড়ী যাইব—দেখি কেমনে আমার মান যায়। এই কথা বলিয়া বাঙ্গারাম পরদিন শ্বশুর বাড়ী চলিলেন।

এদিকে ইয়ারগণ গোপনে অন্য পথে বাঙ্গারামের শ্বশুর বাড়ী চলিলেন এবং বাঙ্গারামের পূর্ব্বেই তাহারা পঁহুছিলেন। বাঙ্গারাম যাইতে যাইতে শ্বশুর বাড়ীর নিকটবর্ত্তী কোন বিস্তৃত মাঠে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় সন্ধ্যা হইল এবং ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বাঙ্গারাম চিন্তায় অস্থির হইলেন। শেষ উপায়ন্তর না দেখিয়া একটি গরুর লেজ ধরিলেন এবং ভাবিলেন যে, এই গরু অবশ্যই কোন ব্যক্তির গোয়াল ঘরেযাইবে—আমিও লেজ ধরিতে ধরিতে সেই স্থানে যাইয়া অদ্য রাত্রি কাটাইব—পরে কল্য শ্বশুর বাড়ী যাইব।

মানুষের ইচ্ছায় কিছুই হয় না, সকলই ভগবানের ইচ্ছায় হইয়া থাকে। বাঙ্গারাম যে গরুটার লেজ ধরিয়াছিলেন, সেই গরুটা তাহার শ্বশুর বাড়ীর, সুতরাং গরু তাহার শ্বশুরের গোয়াল ঘরে গেল। বাঙ্গারামও লেজ ধরিতে ধরিতে তথায় উপস্থিত হইলেন, কিন্তু চক্ষে কিছুই দেখেন না এবং এই যে শ্বশুর বাড়ীর গোয়াল তাহাও ঠিক করিতে পারিলেন না। বাঙ্গারাম গোয়াল ঘরের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

এদিকে বাঙ্গারামের শ্বশুর রামপ্রসাদ দত্ত পুত্রগণকে বলিলেন যে, একবার গোয়ালঘরে গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ—গরুগুলি আসিল কি না—এই ঝড় বৃষ্টির দিনে যদি গরু মরিয়া যায়—তবে বৃদ্ধ বয়সে গোবধের পাপে ঠেকিব। পুত্রগণ কেহই গেল না—সুতরাং রামপ্রসাদ নিজেই গোয়াল ঘরে গেলেন এবং গুরুগুলি এক একটী করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন—এমন সময় ঈশ্বর ইচ্ছায় বাঙ্গা-রামের মাথায় হাত পড়িল। বাঙ্গারাম নড়িয়া উঠিলেন। রামপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কে ? বাঙ্গারাম বলিলেন,—আমি বাঙ্গারাম ঘোষ। তদুত্তরে রামপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাপু! তুমি এখানে কেন ? বাঙ্গারাম বলিলেন, মহাশয়! যাহার গোবধের ভয় নাই—আমি তাহার বাড়ী যাই না। শ্বশুর মহাশয় নানাপ্রকার কাকুতী মিনতি করিলেন। বাঙ্গারাম কিছুতেই সম্মত

হইলেন না। স্থূলকথা বাঞ্ছারাম রাত্রে একেবারেই চক্ষে দেখেন না, যদি শ্বশুরের সঙ্গে যান তবে নিশ্চয়ই গুপ্তকথা প্রকাশ হইবে।

রামপ্রসাদ ঘরে আসিয়া পুত্রগণকে বলিলেন,—জামাই গোয়ালঘরে বসিয়া রহিয়াছেন—তিনি আমাদের বাড়ী আসিবার সময় ঝড় বৃষ্টি দেখিয়া মাঠ হইতে গরু আনিয়াছেন—তোমরা গরুর খবর লও নাই, সেই জন্য অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন—আমি বারম্বার বলায়ও তিনি আসিলেন না—এক্ষণ তোমরা চেষ্টা করিয়া দেখ—আনিতে পার কি না।

এই কথা শুনিয়া বাঞ্ছারামের তিন শালা গোয়াল ঘরে যাইয়া বাঞ্ছারামের হাত ধরিয়া উঠাইলেন। সেই সময় বাঞ্ছারাম বলিল,—যাহার গোবধের আশঙ্কা নাই, আমি তাহার বাড়ী কখনও যাইব না। শালাগণ বলিল,—ভাই! ঝড় বৃষ্টিতে যাইতে পারি নাই, অপরাধ মার্জ্জনা করুন। বাঞ্ছারাম বলিল,—আমি কখনও যাইব না। পরে শালারা ধরাধরি করিতে করিতে ঘরের বারাণ্ডায় উঠাইল এবং পা ধোয়াইয়া দিল। শেষ টানিয়া আনিয়া বিছানায় বসাইল। বাঞ্ছারাম মনে মনে ভাবেন যে, ভগবান এখন পর্য্যন্ত মান রক্ষা করিলেন। ইয়ারগণ বসিয়া তামাসা দেখিতেছেন, কিন্তু কিছুই বলেন না।

কিছুকাল পরে জলখাওয়ার প্রস্তুত হইল। সকলে বাঞ্ছারামজামাইকে জলপান করিতে বলিলেন—যাহার গোবধের ভয় নাই—আমি তাহার বাড়ীতে জল গ্রহণ করি না। এই কথা শুনিয়া শালারা বারাণ্ডায় আসিয়া, বাঞ্ছারামকে টানিতে টানিতে ঘরে নিলেন, এবং পিড়ীর উপর বসাইলেন। পরে জলখাবার সামগ্রী অনুমানে অনুমানে এক প্রকার খাইলেন, এবং কষ্টে সৃষ্টে এক পা দুই পা করিয়া পুনরায় বারাণ্ডায় আসিয়া বিছানার উপর বসিলেন।

পাকের ঘরে পাক প্রস্তুত হওয়ায়, পাত-পীড়ি হইল। সকলে বাঞ্ছারামকে ভোজন করিতে বলিলেন। বাঞ্ছারাম বলিলেন,—যাহার গোবধের ভয় নাই—আমি তাহার অন্ন গ্রহণ করিব না। বাঞ্ছারামের শালাবউরা বাঞ্ছারামকে ধরাধরি করিতে করিতে পাকের ঘরে নিয়া পীড়ির উপর বসাইলেন। বাঞ্ছারামের শাশুড়ী একখানা কাঞ্চনপুরী থালে জামাইকে ভাত দিলেন। পাকসামগ্রীর বেশী আড়ম্বর নাই—ঐ থালে মাত্র একটী ভাজা কৈমাচ দিয়াছেন।

বাঞ্ছারাম কিছুই চক্ষে দেখেন না। কি করিবেন আস্তে আস্তে থালে হাত দিয়া ভাত খাইতে আরম্ভ করিলেন—সেই সময় একটা বিড়াল ঐ কৈমাচটী নিয়া গেল। তখন বাঞ্ছারামের শাশুড়ী বলিলেন যে, হতভাগা বিড়াল জামাইর পাতের কৈমাচটী নিয়াছে। বাঞ্ছারাম এই কথা শুনিয়া ভাবিলেন—ভারী অন্যায় হইয়াছে—আর মনে মনে স্থির করিলেন—যদি পুনরায় বিড়াল আইসে, তবে নিশ্চয়ই চড় মারিব। বাঞ্ছারামের শাশুড়ী পুনরায় আর একটি কৈমাচ জামাইর থালে দেওয়া মাত্র—কৈমাচের মাথা থালে পড়িয়া ঠুং করিয়া উঠিল। বাঞ্ছারাম কালবিলম্ব না করিয়া, অমনি বাও হাত দিয়া চড় মারিল। সেই চড় শাশুড়ীর হাতে লাগিল।

বাঞ্ছারামের শালারা সেই ঘটনা দেখিয়া, বাঞ্ছারামকে বিশেষরূপে উত্তম মধ্যম দিতে দিতে বাহিরে আনিল। বাঞ্ছারাম কিছুই চক্ষে দেখেন না—কি করিবেন—কোথাও যাইতে পারেন না, সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া ড্রেনে পড়িয়া রহিলেন। শাশুড়ীর অত্যন্ত দয়া হওয়ায়, ধরিয়া নিয়া শয়ন ঘরে শোয়াইলেন। বাঞ্ছারাম কোন কথাই বলিলেন না—চুপ করিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন—তাহার স্ত্রীর অত্যন্ত কষ্ট হইল—কি করিবেন, তিনিও আস্তে আস্তে শয়ন ঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং এক পার্শ্বে শয়ন করিলেন।

রাত্রি দুই প্রহরের পর সকলে নিদ্রিত—এমন সময় বাঞ্ছারামের বাহ্যের বেগ হইল—কি করিবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষ ঘরের মধ্যে খুজিতে খুজিতে এক ঘটী জল ও একখানা খাটলী পাইলেন, এবং খাটলীখানির সমস্ত দড়ি খুলিয়া সেই দড়ি ধরিতে ধরিতে বাগানে গিয়া বাহ্যে বসিলেন—কিন্তু শৌচ করিবার সময় দড়ি হাত হইতে ছুটিয়া গেল—বাঞ্ছারাম হতাশ হইয়া চতুর্দ্দিকে দড়ি খুজিতে লাগিলেন, কিন্তু দড়ি পাইলেন না। আর কি করিবেন সেই স্থানেই বসিয়া রহিলেন।

কিছুকাল পরে বাঞ্ছারামের স্ত্রী জাগ্রত হইয়া স্বামীকে বিছানায় না দেখিয়া, খুজিতে লাগিলেন—খুজিতে খুজিতে সেই খাটলীর দড়ি তাহার পায় ঠেকিল—অমনি মনে করিল যে, আর কিছুই নহে—অপমানে গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে। ইহা স্থির করিয়া দীর্ঘস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

বাঞ্ছারামের শাশুড়ী কন্যার রোদন শুনিয়া, অবিলম্বে জামাইর শয়ন ঘরে উপস্থিত হইলেন—শেষ কন্যার নিকট ঘটনা শুনিয়া—তাড়াতাড়ি একটা আলো জ্বালিয়া মায়ে ঝিয়ে একত্র হইয়া যে দিকে দড়ি গিয়াছে, সেই দিকে গেলেন, এবং দড়ির শেষভাগে উপস্থিত হইয়া বাঞ্ছারামকে দেখিতে পাইলেন। বাঞ্ছারাম আলো দেখিয়াও উঠিলেন না। পরে শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবা! তুমি কি রাত অন্ধা? বাঞ্ছারাম এখন আর গোপন করিতে না পারিয়া স্বীকার করিলেন। শাশুড়ী বলিলেন,—তবে এত চালাকী করিলা কেন? শেষ শাশুড়ী জামাইকে ধরিয়া ঘরে আনিলেন।

পরদিন সকলে এই ঘটনা শুনিয়া, হাসাহাসি করিতে লাগিলেন। ইয়ারগণ দেশে আসিয়া সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিল।

আত্মীয়ের নিকট আত্মগোপন করিলে এইরূপ লাঞ্ছিত হইতে হয়।

গন্ধর্ব্ব ছেন্ মর্‌গেয়া।

কোন এক ধুপীর একটা গাধাছিল। গাধাটীকে ধুপী অত্যন্ত ভালবাসিত ঈশ্বর ইচ্ছায় গাধাটী মরিয়া গেল। ধুপী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মাথামুণ্ডন করিল। পরদিন ধুপী কার্য্যানুরোধে নিকটস্থ এক মুদীর দোকানে গেল। মুদী ধুপীছে পূছা,—তোমারা ছের্‌কা বাল্ (চুল) কাহেকা ওয়াস্তে তোর্ ডালা?

ধুপী কাহা,—আপ্ ছোনা নেই! গন্ধর্ব্ব ছেন্ মর্‌গেয়া। মুদীকাহা,—কেয়া! গন্ধর্ব্ব ছেন্ মর্‌গেয়া? হাম্ বি হাজামত্ (ক্ষৌরী) হোগা।

রাজার দেওয়ানের দ্বারবান কোন কার্য্যানুরোধে মুদীর দোকানে আসিয়া দেখিল যে, মুদী মাথা মুণ্ডন করিয়াছে।

দারোয়ান্ মুদীছে পুছা,—তোমারা ছের্‌কা বাল্ কাহেকা ওয়াস্তে তোর ডালা?

মুদী কাহা,—আপ্ ছোনা নেই! গন্ধর্ব্ব ছেন মর্‌গেয়া।

দরওয়ান্ কাহা,—হাম্‌বি হাজামত্ হোগা।

দেওয়ান্ দরওয়ান্‌ছে পুছা,—তোম্ কওন্ বাৎকা ওয়াস্তে ছের্‌কা বাল ফেক্ দিয়া ?

দরওয়ান্ কাহা,—আপ্ ছোনা নেই! গন্ধর্ব্ব ছেন্ মর্‌গেয়া।

দেওয়ান মাথা মুণ্ডন করিলেন।

পরদিন দেওয়ান রাজসভায় উপস্থিত হইলেন, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি জন্য—তোমার মাথা মুণ্ডন করিয়াছ ? তদুত্তরে দেওয়ান বলিলেন; মহারাজ! গন্ধর্ব্বসেনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহা শুনিয়া রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন যে, কি গন্ধর্ব্বসেন মরিয়াছে! আমি এখনই মাথা মুণ্ডন করিব। রাজা নাপিত ডাকাইয়া তৎক্ষণাৎ মাথা মুণ্ডন করিলেন।

রাজা যখন বাড়ীর মধ্যে আহার করিতে বসিলেন, তখন রাণী রাজার মাথা নেড়া দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন.—আপনি কি জন্য মাথা মুণ্ডন করিয়াছেন ? রাজা বলিলেন, তুমি শুন নাই গন্ধর্ব্বসেনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহা শুনিয়া রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—গন্ধর্ব্বসেন কে ? তদুত্তরে রাজা বলিলেন যে, তাহা আমি জানি না দেওয়ান বলিতে পারে। রাণী দেওয়ানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—গন্ধর্ব্বসেন কে ? দেওয়ান বলিলেন,—আমি বলিতে পারি না—দরওয়ান বলিতে পারে। শেষ রাণী দরওয়ানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—গন্ধর্ব্বসেন কে ? দরওয়ান বলিল—আজ্ঞে আমি বলিতে পারি না—মুদী বলিতে পারে (হাম্ কুছ্ জান্তানেই মুদীনে জান্তা হায়)। রাণী মুদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—গন্ধর্ব্বসেন কে ? মুদী বলিল,—আমি জানিনা ধুপী বলিতে পারে। রাণী রহস্যভেদ করারজন্য ধুপীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—গন্ধর্ব্বসেন কে ? ধুপী বলিল মা! বহুদিনের আমার একটী গাধাছিল তাহার নাম গন্ধর্ব্বসেন সে মরিয়া গিয়াছে।

রাণী প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইয়া, সকলকে তিরস্কার করিলেন। রাজা প্রভৃতি সকলেই অপ্রস্তুত হইলেন। বর্ণিত ঘটনা যে ভাবে ঘটিয়াছে, আজ কাল অনেকেই এইরূপ বিষয় বিশেষের মর্ম্ম অবগত না হইয়া হুজুগে মাতিয়া অনেক কার্য্য করেন।

চিত্রগুপ্ত সাস্‌পেণ্ড।

কোন রাজ্যে কন্দর্পনামে এক নরপতি রাজত্ব করিতেন। তিনি মৃত্যুকালে দুই রাণী ও বড় রাণীর গর্ভজাত সুলক্ষণা নাম্নী এক কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। রাণীদ্বয় রাজার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিলেন এবং কাশী, কাঞ্চী ও দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া যথোচিত দান করিলেন। ইহার পর বড় রাণী অনেক তীর্থ পর্য্যটন করিলেন এবং দেশে আসিয়া কন্যা বিবাহ দিলেন। কয়েক বৎসর পরে কন্যার গর্ভে একটি পুত্র জন্মিল। পুত্রটি রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়া বি,এল্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করিলেন।

ছোট রাণীর মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুর ছয় মাস পরে বড় রাণীরও মৃত্যু হইল। বড় রাণীর মৃত্যু সময় যমদূত ও বিষ্ণুদূত উভয়ে এককালীন উপস্থিত হইল। বিষ্ণুদূত বলিল,—রাণী মহাপুণ্যবতী আমি উহাকে বৈকুণ্ঠে নিয়া যাইব। যমদূত বলিল,—যখন রাণীর পাপ আছে, তখন আমি উহাকে যমালয় নিয়া যাইব। এই প্রকার দুই দূতে তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে মীমাংসার জন্য ধর্ম্মরাজের নিকট উপস্থিত লইল।

ধর্ম্মরাজ উভয়ের বাদানুবাদ শ্রবণ করিয়া আদেশ করিলেন,—রাণীর যখন পাপ আছে, তখন আমার এখানে আসিতে হইবে। ইহা শুনিয়া বিষ্ণুদূত বলিল,—আমি আপনার বিচার অমান্য করিলাম, কারণ আপনিও বাদী শ্রেণী ভুক্ত। তদুত্তরে ধর্ম্মরাজ বলিলেন,—তোমরা ব্রাহ্মার নিকট যাও। পরে উভয়ে একত্র হইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইল এবং সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিল। ব্রহ্মা উভয়ের কথা শুনিয়া বলিলেন,—রাণীর যখন পাপের অংশ আছে, তখন যমালয় আসিতে হইবে—শেষ বিচার হইলে যাহা স্থির হয় তাহা হইবে।

ইহার পর যমদূত রাণীকে যমালয় নিয়া গেল। রাণী ধর্ম্মরাজের সভায় উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মরাজ রাণীকে বলিলেন,—তুমি অনেক পুণ্যের কাজ করিয়াছ, কিন্তু রাজার মৃত্যুর পর যে কার্য্যে পাপ হয় এমৎ কোন কার্য্য করার জন্য কামনা করিয়াছিলা—পাপের কার্য্য কর নাই পাপকার্য্যের কামনায় তোমার

পাপ হইয়াছে—সেই জন্য কেন তুমি নরক ভোগ করিবা না তাহার সন্তোষজনক কারণ দর্শাও।

ধর্ম্মরাজের এই প্রকার উক্তি শুনিয়া রাণী বলিলেন,—আমি স্ত্রীলোক কোন শাস্ত্র জানিনা কোন আইন নজীরও জানিনা—আমার দৌহিত্র শ্রীমান সুরেশচন্দ্র এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল আপনি তাহাকে তলপ দেন, সে কারণ দর্শাইবে ধর্ম্মরাজ উকীল বাবুকে এই মর্ম্মে নোটীষ দিলেন যে, তোমার মাতামহীর বিরূদ্ধে পাপের কামনায় কেন নরক ভোগ হইবে না, এই অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে—তুমি সপ্তাহ মধ্যে হাজীর হইয়া, তাহার সন্তোষজনক কারণ দর্শাও।

নোটীষ জারী হইল। উকীল বাবু নোটীষের মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া, মাতামহীর মৃত্যু সংবাদ জানিলেন এবং তাহার স্বর্গার্থে—ঘোড়াদান পাল্কীদান বিলক্ষণ দান ভূমি দান—তুলা দান ইত্যাদি অনেক প্রকার দান করিলেন। পরে বিচারের নির্দ্দিষ্ট দিনে আইন কানুনসহ ধর্ম্মরাজের সভায় উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ উকীল বাবুকে উপযুক্ত আসনে বসিতে আদেশ করিলেন। উকীল বাবু আসন গ্রহণ করিলেন। শেষে ধর্ম্মরাজ বলিলেন,—তোমার মাতামহীর বিরূদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে যে "পাপের কামনায় কেন তাঁহার নরক ভোগ হইবে না"—এখন তুমি তাহার সন্তোষজনক কারণ দর্শাও। ধর্ম্মরাজের মুখে এই প্রকার অভিযোগের কথা শুনিয়া, উকীল বাবু বলিলেন আপনি যখন বাদীশ্রেণীভুক্ত তখন আপনার বিচার করার অধিকার নাই। উকীল বাবুর যুক্তিসঙ্গত কথা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ বলিলেন,—তুমি কাহার বিচার চাও? উকীল বাবু বলিলেন,—আমি ফুলবেঞ্চের বিচার চাই। ধর্ম্মরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—ফুলবেঞ্চ কে কে? উকীল বাবু বলিলেন,—ফুলবেঞ্চ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। ধর্ম্মরাজ বলিলেন, বিষ্ণু রাণীকে বৈকুণ্ঠে নিতে চাহেন সুতরাং তিনিও বাদীশ্রেণীভুক্ত থাকায় বিচারপতি হইতে পারেন না। তদুত্তরে উকীল বাবু বলিলেন,—দেবরাজ ইন্দ্রকে অন্যতম বিচার পতি স্থির করুন শেষ ব্রহ্মা, শিব ও ইন্দ্র ফুলবেঞ্চের বিচার পতি হইলেন।

এই প্রকার বেঞ্চ স্থির হইলে ধর্ম্মরাজ মনে মনে স্থির করিলেন,—উকীল

বাবুর সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করার জন্য একজন উকীল সরকার নিযুক্ত করা আবশ্যক। শেষে ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—নরকে কোন উকীল আছে কি না? তদুত্তরে চিত্রগুপ্ত খাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিলেন, নরকে কোন ভাল উকীল নাই—মাত্র একজন উকীল আছেন—তিনি জাল পাট্টায় পরিচিত লিখায় কারাদণ্ড ভোগ করেন, শেষ সেই পাপে নরকে আছেন তিনি সাবেকী উকীল বিশেষতঃ আইন নজীর ও শাস্ত্রের মর্ম্ম একেবারেই জানেন না।

ইহা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ বিষ্ণুর নিকট এই মর্ম্মে এক টেলিগ্রাফ করিলেন যে,—"আপনার ওস্থানে অনেক উকীল আছেন—তাঁহাদের মধ্যে কোন এক জন উকীলকে এস্থানে অনতিবিলম্বে পাঠাইবেন।" ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে গোরাচাঁদ বাবু নামক উকীল বিষ্ণুলোকে গিয়াছেন, তিনি হরিভক্ত ছিলেন, বিষ্ণু টেলিগ্রাফ পাইয়া গোরাচাঁদ বাবুকে বলিলেন যে, তুমি বরিশালে উকীল সরকার ছিলে একটী মোকদ্দমার সওয়াল জবাব করার জন্য তোমাকে যমালয় যাইতে হইবে—এই মোকদ্দমার ফিস ধর্ম্মরাজ দিবেন। উকীল বাবু বলিলেন,—আমি যমালয় যাইতে পারিব না। বিষ্ণু সমস্ত উকীলগণকে যমালয় যাইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কেহই যমালয় যাইতে সম্মত হইলেন না। বিষ্ণু উকীল না পাইয়া, ধর্ম্মরাজকে টেলিগ্রাফ করিয়া জানাইলেন যে,—"বিষ্ণুলোকে উকীল ঘটিল না—তুমি অন্য চেষ্টা কর।"

ধর্ম্মরাজ টেলিগ্রাফের উত্তর পাইলেন। শেষে উপায়ন্তর না দেখিয়া চিত্রগুপ্তকে পরওয়ানা দিলেন। চিত্রগুপ্ত উকীল সরকার হইয়া, আজ কাল যেমন কোর্টসব্ইনেচ্পেক্টর্গণ সরকার পক্ষ হইতে মোকদ্দমা চালান—সেই প্রকার রাণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য অনেক খাতা-পত্র দাখীল করিলেন। রাণীরপক্ষে উকীল বাবু বিশেষ বিশেষ হেতু যুক্ত লিখিত কারণ দর্শাইলেন। চিত্রগুপ্ত কেচ্ওপেন করার জন্য দাঁড়াইলেন।

ব্রহ্মা, শিব ও ইন্দ্র বিচারাসনে উপবিষ্ট হইলে, রাণী করযোড়ে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—দয়াময়! আপনারা অন্তর্য্যামী সকলেই জানেন—সকলই করিতে পারেন আপনাদের বিচারের প্রতি আমার কোন আপত্তি নাই তবু আমার এক আপত্তি আছে। ইহা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—তোমার কোন আপত্তি থাকিলে

বলিতে পার। রাণী বলিলেন,—আমি জগত কর্ত্রী ভগবতীর বিচার চাই—আপনাদের বিচার চাই না। ব্রাহ্মা সম্মত হইয়া ভগবতীর নিকট নথী পাঠাইতে আদেশ করিলেন। যথা সময়ে নথী ভগবতীর নিকট পাঠান হইল।

নথী ভগবতীর নিকট পঁহুছিলে, ভগবতী নারদকে স্মরণ করিলেন। নারদ অনতিবিলম্বে ভগবতীর নিকট উপস্থিত হইলেন। ভগবতী নারদকে আদেশ করিলেন,—তুমি তেত্রিশকোটি দেবতা দুর্ব্বাসা প্রভৃতি সমুদয় মুনি এবং বৈকুণ্ঠে—বিষ্ণুলোকে চন্দ্রালোকে ইন্দ্রলোকে যত মহাপুরুষ আছেন অর্থাৎ সাত্যকী, শিবি, যযাতি, নল ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে সংবাদ দেও, যেন সকলে উপস্থিত হইয়া জুরীরূপে আমার বিচারে যোগদান করে।

নারদ যতশীঘ্র সম্ভব সকলকে সংবাদ দিলেন। ভগবতীর আদেশানুসারে বিশ্বকর্ম্মা কৈলাসে সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। পরদিন কৈলাসে সভা হইল। সভায় সকলেই উপস্থিত হইলেন। জগত কর্ত্রী ভগবতী স্বয়ং বিচারাসনে উপবিষ্ট হইলেন। রাণী, উকীল বাবু ও চিত্রগুপ্ত নিজ নিজ কাগজপত্র সহ উপস্থিত হইলেন। ভগবতী চিত্রগুপ্তকে কেচ্ ওপেন্ করিতে অনুমতি করিলেন। চিত্রগুপ্ত নথী হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং বলিতে আরম্ভ করিলেন,—রাণী সন্ধ্যা পূজা ইত্যাদি ধর্ম্মকর্ম্মে সর্ব্বদাই রত থাকিতেন কিন্তু রাজার মৃত্যুর পর যেকার্য্যে পাপ হয় এমত কোন কার্য্য করার জন্য কামনা করিয়াছিলেন কার্য্য করেন নাই—যখন কামনায় পাপ হইয়াছে, তখন অবশ্যই নরকভোগ করিতে হইবে এখন উকীল বাবু কারণ দর্শাইলে আমি রিপ্লাইতে বিস্তারিত নিবেদন করিব।

উকীল বাবু দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—চিত্রগুপ্ত স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, আমার মাতামহী সন্ধ্যাপূজা ইত্যাদি ধর্ম্মকর্ম্মে সর্ব্বদাই রত থাকিতেন এবং সৎকার্য্যে মতি ছিল পৃথিবীতে যত স্ত্রীলোক আছে সকলেই শক্তির অংশ ইহা চিত্রগুপ্ত অস্বীকার করিতে পারিবেন না—শক্তি পাঁচটী সাবিত্রী, দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী যে সকল স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্মকর্ম্ম করেন এবং সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে বিব্রত থাকেন, তাহারাই সাবিত্রীর অংশ, যে সকল স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদা দাঙ্গা হাঙ্গামা করেন তাহারাই দুর্গার অংশ—যে সকল স্ত্রীলোকেরা

বৃন্দাবনের খীলাখেলার ন্যায় লীলাখেলা করেন তাহারাই রাধার অংশ—যে সকল স্ত্রীলোকের স্বামীগণ বাণিজ্যাব্যবসা করেন, তাঁহারাই লক্ষ্মীর অংশ, কারণ তাহদের ঘরে ধনের অভাব নাই—আর যে সকল স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া লিখিতে পড়িতে দক্ষতা লাভ করেন তাহারাই সরস্বতীর অংশ—আমার মাতামহী সাবিত্রীর অংশ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—চিত্রগুপ্ত বলিতেছেন যে, "আমার মাতামহী পাপ কার্য্যের কামনা করিয়াছেন"—কামনায় পাপ হইতে পারে না—এই সম্বন্ধে এলহাবাদ হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চের ১৯ বালামের ১৬৩ পৃষ্ঠার নজীর আমি দেখাইতে চাই সেই নজীরের মর্ম্ম এই :—

যখন কলিরাজ আগমন করেন, তখন রাজা পরীক্ষিৎ কলিরাজের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক শিরচ্ছেদন করার জন্য খড়্গ উত্তোলন করায়, কলিরাজ কম্পিত কলেবরে বলিলেন,—মহারাজ! আমাকে নষ্ট করিবেন না—আমাদ্বারা মনুষ্যের অনেক উপকার হইবে। এই কথা শুনিয়া পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উপকার হইবে শীঘ্র বল? তদুত্তরে কলিরাজ বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগে মনুষ্যে ধর্ম্ম কর্ম্মের কামনা করিয়া, কোন কারণ বশতঃ সেই কার্য্য সম্পাদন করিতে না পারিলে, তাহার পুণ্য হইত না এবং যে কার্য্যে পাপ হয়, সেই কার্য্য করার জন্য মনন করিয়া কার্য্য না করিলেও পাপ হইত কিন্তু আমার আমলে ধর্ম্ম কর্ম্ম করার বাসনা করিয়া, কোন কারণ বশতঃ কার্য্য করিতে না পারিলেও পুণ্য সঞ্চয় হইবে, আর যে ক্রিয়ায় পাপ হয় এমন কার্য্যের মনন করিয়া, কার্য্য সম্পন্ন না করিলে পাপ হইবে না"—আমার মাতামহীর বিরুদ্ধে অভিযোগ হইয়াছে "পাপের কামনা" সুতরাং কলিরাজের অঙ্গীকার অনুসারে কোন পাপ হয় নাই আর তর্কস্থলে যদি স্বীকার করি যে, পাপ হইয়াছে, তবে তাহা কলিকাতা হাইকোর্টের ২২ বালামের নজীর অনুসারে খণ্ডন হইয়াছে সেই নজীরের মর্ম্ম এই :—

যযাতি রাজা স্বর্গে গিয়াছিলেন তিনি মহাপুণ্যবাণ লোক তাঁহার উপযুক্ত স্থান স্বর্গে নাই সেই জন্য দেবতারা ছলনা করিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহারাজ! আপনি কি পুণ্য ফলে স্বর্গে আসিয়াছেন? রাজা পুণ্যের কথা বর্ণন করায় সমস্ত পুণ্য ক্ষয় হইল, সুতরাং রাজা স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া নীচে পতন হইতে

লাগিলেন সেই সময়ে শিবিরাজাকে রথে চড়াইয়া দারুক বৈকুণ্ঠে নিয়া যাইতে ছিলেন—শিবিরাজা দেখিলেন অগ্নিশিখার মত কি একটা স্বর্গ হইতে পতন হইতেছে, তাহা দেখিয়া শিবিরাজা দারুককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অগ্নিশিখার মত কি পতন হইতেছে—তদুত্তরে দারুক বলিলেন,—মহারাজ! উহা অগ্নিশিখা নহে—একটী মহাপুরুষ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া পতন হইতেছে ইহা শুনিয়া শিবিরাজা দারুককে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—দেখ দারুক! স্বর্গে আসিলে কি পতন হয়? তদুত্তরে দারুক বলিলেন,—মহারাজ! স্বর্গে আসিলেও পতন আছে—ইহা শুনিয়া শিবিরাজা বলিলেন,—দারুক! আমি স্বর্গে যাইব না—তুমি রথ ফিরাইয়া ঐ মহাপুরুষের নিকট লইয়া যাও। আমি ঐ মহাপুরুষের নিকট বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিব, দারুক বলিল,—মহারাজ! ঠাকুরের এমন আদেশ নাই যে, রথ অন্য স্থানে লইয়া যাইতে পারি এই কথা শুনিয়া, শিবিরাজা মহাপুরুষ তিষ্ঠ! মহাপুরুষ তিষ্ঠ! বলিতে বলিতে যযাতি রাজাকে সম্বোধন করিতে লাগিলেন শিবিরাজার সম্বোধন শুনিয়া যযাতি রাজা শূন্যমার্গে অবস্থান করিলেন—শিবিরাজা স্বয়ং রথ চালাইয়া যযাতির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কি জন্য স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া পতন হইতেছেন? তদুত্তরে যযাতি বলিলেন,—দেবতারা ছলনা করিয়া আমার পুণ্যক্ষয় করিয়াছেন—তাহাতেই পতন হইতেছি—ইহা শুনিয়া শিবিরাজা বলিলেন যদি আমার কিছু পুণ্য থাকে, তাহা আপনাকে দান করিলাম—ইহা শুনিয়া যযাতি বলিলেন,—আমি চন্দ্রবংশীয় রাজা অন্যের দান গ্রহণ করিব না—তদুত্তরে শিবরাজা বলিলেন,—আমি আপনার দৌহিত্র অন্য নহি, আমার দান গ্রহণ করিতে পারেন—ইহা শুনিয়া যযাতি বলিলেন, আমি আপনার দান গ্রহণ করিলাম—পুণ্য গ্রহণ করিয়া যযাতি পুনরায় স্বর্গধামে গমন করিলেন—এই নজীরের দৃষ্টান্তে আমার বক্তব্য এই যে, আমি যখন আমার মাতামহীর স্বর্গার্থে দানাদী করিয়াছি, তখন কেন তিনি স্বর্গে যাইবেন না, তাহা বিচার কর্ত্তার বিবেচনা সাপেক্ষ।

ইহার পর চিত্রগুপ্ত দাঁড়াইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, রাণী পুণ্যের কার্য্য অনেক করিয়াছেন এবং উকীল বাবুও তাঁহার স্বর্গার্থে অনেক দান

ধ্যান করিয়াছেন ইহা সত্য কিন্তু পাপ পুণ্যে কাটাকাটী নাই - পাপ কি প্রকারে ক্ষয় হইল—পুণ্যের ফলও গ্রহণ করিতে হইবে, পাপের ভোগও ভুগিতে হইবে।

এই কথার উত্তর দেওয়ার জন্য উকীল বাবু দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—এই সম্বন্ধে মান্দ্রাজ হাইকোটের ২৪ বালামের নজীর আমি দর্শাইতে চাই সেই নজীরের মর্ম্ম এই—একব্যক্তি অত্যন্ত পাপিষ্ঠছিল—সে সর্ব্বদা চুরী পরদার ইত্যাদি কুকার্য্য করিত কালক্রমে তাহার মৃত্যু ঘটিলে যমদূত তাহাকে ধর্ম্মরাজের সভায় উপস্থিত করিল, ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এইব্যক্তি কি কি কার্য্য করিয়াছে? চিত্রগুপ্ত বলিলেন, এইব্যক্তি সমুদয়ই পাপের কার্য্য করিয়াছে কেবল একটু সেতু দানের ফল দেখা যায় ধর্ম্মরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি সেতু দান? তদুত্তরে চিত্রগুপ্ত বলিলেন,—এক রাস্তার কতকাংশ কর্দ্দমময় ছিল এই ব্যক্তি সেই স্থানে একটা গরুর মাথা ফেলিয়াছিল বহুলোক ঐ মাথার উপর পা দিয়া সুবিধামত যাতায়াত করিত। ইহা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই কার্য্যে কি ফল হইতে পারে? তদুত্তরে চিত্রগুপ্ত বলিলেন, এই কার্য্যের ফলে একবার মাত্র বিষ্ণু দর্শন করিতে পারিবে, ধর্ম্মরাজ ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন,—তুমি চিরকাল নরকভোগ করিবে—কেবল একবার বিষ্ণু দর্শন করিতে পারিবে—এখন অগ্রে বিষ্ণু দর্শন করিবে কি নরকভোগ করিবে তাহা বল। সেই ব্যক্তি বলিল,— আমি অগ্রে বিষ্ণু দর্শন করিব এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ দূতগণকে আদেশ করিলেন যে, এইব্যক্তিকে একবার বিষ্ণু দর্শন করাইয়া আন—শেষে চীরকাল নরকে রাখিবে—ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে দূতগণ ঐ ব্যক্তিকে বিষ্ণুলোকে নিয়া গেল—বিষ্ণু দর্শনমাত্র তাহার সমুদয় পাপক্ষয় হইল এবং বৈকুণ্ঠে গমন করিল আরও বলিতেছি যে,—"অভেদ শিবরাম„ আমার মাতামহী স্বর্গে আসিয়া যখন শিব দর্শন করিয়াছেন, তখন আর পাপ নাই—পাপ থাকিলে তাহা ক্ষয় হইয়াছে।

চিত্রগুপ্ত উকীল বাবুর নজীর খণ্ডন করার জন্য দাঁড়াইয়া বলিলেন,— যদি বিষ্ণু দর্শন করিলে পাপক্ষয় হয়, তবে যুধিষ্ঠির কিজন্য নরক দর্শন করিলেন?

এই কথার উত্তরে উকীল বাবু বলিলেন,—এই দৃষ্টান্তে চিত্রগুপ্তের সম্পূর্ণ ভ্রম, কারণ যুধিষ্ঠির স্বর্গে আসিয়া প্রথমতঃ বিষ্ণু দর্শন করেন নাই—তিনি প্রথমে ইন্দ্রালয় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, দুর্য্যোধন ইন্দ্রের একাসনে বসিয়া আছেন—ইহা দেখিয়া যুধিষ্ঠির দেবরাজ ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দুর্য্যোধনের ন্যায় পাপিষ্ঠ আপনার একাসনে কি প্রকারে বসিল? তদুত্তরে দেবরাজ বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তুমি জাননা যাহার পুণ্য অল্প পাপ অধিক সে পুণ্যের ফল অগ্রে গ্রহণ করে, শেষে চীরকাল নরকভোগ করে। সেই সময় ভয়ানক চীৎকার শব্দ শুনিয়া যুধিষ্ঠির দেবরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঐ যে শব্দ শুনা যায় উহা কিসের শব্দ? তদুত্তরে দেবরাজ বলিলেন,—ভীষ্ম দ্রোণ, কর্ণ ও ভীম প্রভৃতি নরককুণ্ডে পতিত হইয়া চীৎকার করিতেছে—যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, ভীষ্মদেব কি পাপে নরকে গেলেন? তিনি নরক ভোগের যোগ্য কোন পাপ করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হইতেছে না—তদুত্তরে দেবরাজ বলিলেন, যুধিষ্ঠির তোমার স্মরণ নাই—যখন উত্তর গো-গৃহ হইতে দুর্য্যোধন প্রভৃতি বিরাট রাজার গরু চুরি করিয়া আনে, তখন সেই বে-আইনী জনতার মধ্যে ভীষ্মদেব একজন ছিলেন ইহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভীষ্মদেব গরু স্পর্শ করেন নাই—ইহা শুনিয়া দেবরাজ বলিলেন,—অর্জ্জুন আসিলে পর উভয় পক্ষে প্রাণনাশক অস্ত্র শস্ত্র লইয়া হাঙ্গামা হয়, সুতরাং দণ্ডবিধি আইনের ১৪৮।৩০২।৩৭৯ ধারার সঙ্গে ১৪৯ ধারা খাটিয়াছে, কারণ সাধারণের গরু আনা একই উদ্দেশ্য ছিল—ইহার পর যুধিষ্ঠির বলিলেন, আমি আমার ভ্রাতাগণকে দেখিতে চাই। দূতেরা যুধিষ্ঠিরকে নরকে নিয়াগেল—ভাই দেখা উপলক্ষে নরক দর্শন হইল, যদি ভাই দেখিতে না যাইতেন, তবে আর নরক দশন হইত না।

চিত্রগুপ্ত ও উকীল বাবুর ছওয়াল যওয়াব শেষ হইলে, নিজপক্ষ সমর্থন করার জন্য রাণী স্বয়ং দাড়াইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—মা! সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে পুরুষ রাজা ছিলেন, সেই পুরুষ রাজগণ মধ্যে যিনি সতীর প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তিনিই স্ববংশে নিধন হইয়াছেন, যেমন শম্ভু নিশম্ভু মা! তোমার প্রতি আক্রমন করিয়া স্ববংশে নির্ব্বংশ হইয়াছে,—

লঙ্কার রাবণরাজা জগতলক্ষ্মী সীতাদেবীকে হরণ করিয়া স্ববংশে নিপাত হইয়াছে—দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে সভা-মধ্যে অপমান করায় সর্ব্বশান্ত ও নির্ব্বংশ হইয়াছে—মা! এস্থলে আমার আর অধিক কিছু বক্তব্য নাই আমি চারিটী সাক্ষীর যবানবন্ধী করাইতে চাই—সেই সাক্ষিগণের নাম—কলিরাজ, ধর্ম্মরাজ আমার স্বামী কন্দর্পরাজা, যিনি এখন বৈকুণ্ঠে আছেন, আর সুবর্ণকাঠী-নিবাসী রামগতি দত্ত।

ইহা শুনিয়া বিচারকর্ত্রী ভগবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—রামগতি সাক্ষীদ্বারা তোমার কি প্রমাণ হইবে? তদুত্তরে রাণী পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন মা! আমি যখন ধর্ম্মরাজের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন তিনি আমার দৌহিত্রকে সপ্তাহ মধ্যে হাজীর হইয়া কারণ দর্শাইতে নোটীষ দিলেন—সেই সাতদিন আমি ধর্ম্মরাজের সভায় উপস্থিত ছিলাম—ইতি মধ্যে একদিন দূত-গণ রামগতিকে ধর্ম্মরাজের নিকট উপস্থিত করিলে, ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই ব্যক্তি কি কাজ করিয়াছে? চিত্রগুপ্ত বলিলেন,—ঐ গ্রামের প্রায়লোকই চোর তন্মধ্যে এই ব্যক্তি প্রথমস্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ রামগতিকে বলিলেন, তুমি পাপের কার্য্য করিয়াছ, সেই জন্য তোমার নরকভোগ করিতে হইবে রামগতি বলিল,—নরকভোগ করিতে আমার আপত্তি নাই, যেমন কাজ করিয়াছি, তেমন ফল হইবে, কিন্তু আপনার নিকট আমার কিছু বক্তব্য আছে অনুমতি করিলে বলিতে পারি। ধর্ম্মরাজ অনুমতি করিলেন। রামগতি করযোড়ে বলিতে আরম্ভ করিল জ্যোতির্ব্বেত্তা ব্রাহ্মণগণকে আপনারাই সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে আমরাজুরী নিবাসী সদাশিব লগ্নাচার্য্য আমার জন্মপত্রিকা লিখিয়াছেন—তাহাতে আমার পরমায়ু শত বৎসর লিখা আছে—এমত অবস্থায় আমাকে ৬৫ বৎসরে কি জন্য এস্থানে আসিতে হইল তাহা আপনি ভিন্ন তদন্ত করার অন্য কেহ নাই—ইহা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ বলিলেন,—ইহা কখনও হইতে পারে না—যাহা হউক তদন্ত করা যাইতেছে—এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তকে তলপ দিলেন—চিত্রগুপ্ত উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই রামগতির পরমায়ু কত বৎসর? তদুত্তরে চিত্রগুপ্ত বলিলেন, রামগতির পরমায়ুগত চিত্রগুপ্তের এই প্রকার উক্তি শুনিয়া রামগতি বলিল,—যদি চিত্রগুপ্তের

মুখের কথাই বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে এতগুলি খাতাপত্র কি জন্য রাখিয়াছেন ?— ঐগুলি ফেলিয়া দেন—ইহা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তকে খাতা আনিতে আদেশ করিলেন—চিত্রগুপ্ত খাতা খুলিয়া দেখিলেন যে, বাস্তবিকই রামগতির পরমায়ু শত বৎসর লিখা আছে—তাহা দেখিয়া চিত্রগুপ্ত ব্যস্ত হইলেন এবং তাড়াতাড়ি "শ" কাটিয়া "গ" করিলেন—শেষ সেই কাটা খাতা ধর্ম্মরাজের নিকট উপস্থিত করিলেন—কালবিলম্ব না করিয়া রামগতি বলিল,—ধর্ম্মরাজ! কোন প্রসিদ্ধ জালিয়াতের হাতে আপনার কেরাণী চিত্রগুপ্ত "শ" কাটিয়া "গ" করিয়াছেন— আপনি দৃষ্টি করুন—এই পুরাতন লেখার উপর নূতন কালির লেখা রহিয়াছে। ধর্ম্মরাজ ন্যায়বিচার করিয়া রামগতিকে পুনরায় বাড়ী পাঠাইলেন। মা! আমি সেই সাত দিনে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, জানিতে পারিয়াছি যে, আমার সপত্নী লবঙ্গমুঞ্জরী আমার ছয় মাস পূর্ব্বে এস্থানে আসিয়াছে—সে কি কাজ করিয়াছে তাহা জানিবার জন্য ধর্ম্মরাজ তাহাকে চিত্রগুপ্তের নিকট পাঠাইয়াছিলেন—চিত্রগুপ্ত লবঙ্গমুঞ্জরীকে বলিলেন,—তোমার লেশমাত্র পুণ্য নাই—স্ত্রীলোকের গয়া, কাশী, প্রয়াগ ও বৃন্দাবন প্রভৃতি কোন তীর্থে যাওয়ার আবশ্যক নাই—স্ত্রীলোকের স্বামীই পরম গুরু—স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করিলেই সকল পুণ্য হয়—তুমি তাহার কিছুই কর নাই, এবং সর্ব্বদা কটুবাক্য ইত্যাদি বলিয়া কুব্যবহার করিয়াছ—সুতরাং তোমার নরকভোগ করিতে হইবে— ইহা শুনিয়া ছোটরাণী লবঙ্গমুঞ্জরী চীৎকার করিয়া বলিল,—তুমি আমার ধর্ম্ম-বাপ—আমাকে রক্ষা কর—আমি নরকভোগ করিতে পারিব না—এই প্রকার কাঁদাকাটিতে বাধ্য হইয়া, চিত্রগুপ্ত ছোটরাণী লবঙ্গমুঞ্জরীকে তাঁহার নিজবাড়ী রাখিয়াছেন—সে এখন চিত্রগুপ্তের বাড়ী দাসীরকার্য্য করে—আমি এস্থানে আসিয়াছি, এই সংবাদ পাইয়া ছোটরাণী চিত্রগুপ্তকে বলিয়াছে যে, আমি সপত্নীর যন্ত্রণায় একদিনের তরেও স্বামীর প্রিয় হইতে পারি নাই—যদি আপনি একদিনের জন্যএ উহাকে নরকে রাখিতে পারেন, তবে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। মা! আমায় সপত্নীর অনুরোধে চিত্রগুপ্ত আমার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন—আমার আর কিছুই বক্তব্য নাই— এই বলিয়া রাণী করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

জগৎকর্ত্রী ভগবতী রাণীর কথা শুনিয়া, বীরভদ্রকে আদেশ করিলেন,—শীঘ্র কলিরাজকে হাজির কর। বীরভদ্র অনতিবিলম্বে কলিরাজকে হাজির করিল। কলিরাজ সাক্ষীর কাটারায় দাঁড়াইলে নন্দী এই বলিয়া হলপ পড়াইতে আরম্ভ করিল :—পড় —"আমি এই জগৎকর্ত্রী ভগবতীর সম্মুখে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি যে, এখন যাহা বলিব—তাহা সত্য ভিন্ন মিথ্যা হইবে না।" বিচারকর্ত্রী ভগবতী স্বয়ং কলিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কি এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, তোমার আমলে কামনায় পাপ হইবে না? তদুত্তরে কলিরাজ বলিলেন,—আজ্ঞে হাঁ—আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—আমার আমলে কামনায় পাপ হইবে না।

কলিরাজের জবানবন্দী শেষ হইল। ভগবতী ধর্ম্মরাজকে সাক্ষীর কাটারায় দাঁড়াইতে আদেশ করিলেন। ধর্ম্মরাজ সাক্ষী দিতে উঠিলেন। নন্দী পূর্ব্বোক্তরূপে হলপ পড়াইল। ভগবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—রামগতি দত্তের ঘটনা কি সত্য? ধর্ম্মরাজ বলিলেন,—রামগতির ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য। ভগবতী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—লবঙ্গমুঞ্জরী কোথায় আছে? ধর্ম্মরাজ বলিলেন,—তাহার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না—চিত্রগুপ্ত বলিতে পারে।

ধর্ম্মরাজের জবানবন্দী শুনিয়া ভগবতী চিত্রগুপ্তকে তলপ দিলেন। চিত্রগুপ্ত হাজীর হইলেন। নন্দী পূর্ব্বোক্তরূপে হলপ পড়াইল। হলপ পড়া শেষ হইলে ভগবতী চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ছোটরাণী লবঙ্গমুঞ্জরী কোথায় আছে? চিত্রগুপ্ত বলিলেন,—সে নরকে আছে। ভগবতী ছোটরাণীকে নরক হইতে আনিবার জন্য বীরভদ্রকে আদেশ করিলেন। ভগবতীর আদেশানুসারে বীরভদ্র নরক তন্ন তন্ন করিয়াও ছোটরাণীকে পাইল না। বীরভদ্র ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—মা! ছোটরাণী নরকে থাকা দূরে থাকুক, সে একেবারেই নরকে যায় নাই। সেই সময় বড়রাণী বলিলেন,—মা! ছোটরাণী চিত্রগুপ্তের বাড়ীতে আছে।

ভগবতী ছোটরাণীকে হাজীর করিবার জন্য বীরভদ্র ও নন্দী প্রভৃতি বাছা বাছা ফৌজগণকে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা দিলেন, এবং সেই সঙ্গে কার্ত্তিককেও যাইতে আদেশ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, দেখিও যেন কোন পক্ষপাতের

কারণ না হয়—যে ভাবে পাইবা, সেই ভাবে গ্রেপ্তার করিয়া আনিবা। বীরভদ্র প্রভৃতি চিত্রগুপ্তের বাড়ী যাইয়া দেখিল, ছোটরাণী পান খাইতেছে। কাল-বিলম্ব না করিয়া ছোটরাণীকে গ্রেপ্তার করিল, এবং ছোটরাণীকে ভগবতীর নিকট হাজীর করিল।

বিচারকর্ত্রী ভগবতী ছোটরাণীর মুখে পান খাওয়ার চিহ্ন দেখিয়া বলিলেন—তুমি বেশ সতীত্বের পরিচয় দিতেছ—তোমার মুখখানি লাল টুক্‌টুক্ করিতেছে। ইহার পর ভগবতী চিত্রগুপ্তকে বলিলেন,—ওহে চিত্রগুপ্ত! কেন তোমার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের ১৯৩ ধারার অভিযোগ হইবে না, তাহার কারণ দর্শাও। চিত্রগুপ্ত কারণ দর্শাইবার জন্য তিন দিনের সময় চাহিলেন। ভগবতী তিন মিনিটের ও সময় দিলেন না।

পরে ভগবতী সভাস্থ সকলের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। দুর্ব্বাসামুনি বলি-লেন,—আমার মতে চিত্রগুপ্তকে ভস্ম করা কর্ত্তব্য। দুর্ব্বাসামুনির মন্তব্য শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—এই ব্যক্তি আমার কায়া হইতে উৎপত্তি হইয়াছে—আমি উহার জীবনদান চাই—অন্য দণ্ডের বিধান করুন। মাণ্ডব্যমুনি বলিলেন,—চিত্রগুপ্ত ও ধর্ম্মরাজ উভয়েই দোষী, সুতরাং তাহাদের দণ্ড হওয়া কর্ত্তব্য। মাণ্ডব্যমুনির মত শুনিয়া, অন্যান্য দেবতা, মুনি ও মহাপুরুষগণ সকলেই সম্মতিসূচক করতালী দিলেন। জুরী ও সভাসদগণের এই প্রকার মত গ্রহণ করিয়া, ভগবতী গণেশকে রায় লিখিতে আদেশ করিলেন। গণেশ বেঞ্চক্লার্কের ন্যায় রায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

"রায়" বা "জাজমেণ্ট"

বিচার আদালত কৈলাসপুরী।

বাদী	বিবাদী
চিত্রগুপ্ত ও ধর্ম্মরাজ।	বড়রাণী।

চিত্রগুপ্ত অত্যন্ত কুকার্য্য করিয়াছে, সুতরাং এই পদে থাকিবার অনুপযুক্ত। ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তের দোষ জানিয়াও তাহার প্রতিবিধান করেন নাই, সুতরাং তিনিও দোষী। অতএব হুকুম হইল যে,—যে পর্য্যন্ত কলির আমল আছে, সেই পর্য্যন্ত চিত্রগুপ্ত সাসপেণ্ড অবস্থায় আন্দামান দ্বীপে থাকে এবং দ্বিতীয়

আদেশ পর্য্যন্ত ধর্ম্মরাজ সাস্‌পেণ্ড অবস্থায় থাকে—বড়রাণী এখনই বৈকুণ্ঠে যাইবে—ছোটরাণী চিরকাল নরকভোগ করিবে—আর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্তের চিত্রগুপ্তের লিখিত খাতাপত্র সমস্তই পণ্ড হয় ইতি।

শ্রীভগবতী।

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯০৪।

এই রায়ের মর্ম্ম শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—এখন কাজ কি প্রকারে চলিবে? ভগবতী সকলের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাসমুনি বলিলেন,—আমার মতে ধর্ম্মরাজের স্থলে যুধিষ্ঠিরকে, আর চিত্রগুপ্তের স্থলে সহদেবকে নিযুক্ত করা উচিত। ব্যাসমুনির মতানুসারে অন্যান্য সকলে মত দেওয়ায়, তাহাই মঞ্জুর হইল।

ছোটরাণী চিরকাল নরকভোগের আদেশ শুনিয়া, দণ্ডায়মান হইলেন এবং বলিলেন,—এই ধর্ম্মসভায় আমার কিছু বক্তব্য আছে। মার্কণ্ডমুনি বলিলেন,—তোমার যাহা বক্তব্য থাকে, তাহা বলিতে পার। রাণী বলিলেন,—আমি শুনিয়াছি অভিযুক্ত ব্যক্তির জবাব গ্রহণ—আপত্তির প্রমাণ এবং জুরীগণের মত গ্রহণ না করিয়া দণ্ডের আদেশ হইতে পারে না—বিচার কর্ত্রী আমার জবাব গ্রহণ করেন নাই—আপত্তির প্রমাণও নেন নাই—এবং আমার সম্বন্ধে জুরীদের কোন মতামতও গ্রহণ করেন নাই—এই সকল কারণে আমি পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করি। মার্কণ্ডমুনি, বিচার কর্ত্রী ভগবতী ও অন্যান্য সকলের মত গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন।

ইহার পর মার্কণ্ডমুনি ছোটরাণীকে আপত্তি দর্শাইতে আদেশ করিলেন। ছোটরাণী বলিলেন,—আমি চণ্ডীতে শুনিয়াছি—ভগবতী বলিয়াছেন—পৃথিবীতে যত স্ত্রীলোক আছে, সকলেই আমার অংশ; কিন্তু ভগবতী স্বামীর সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছেন—আমি তাহার শতাংশের একাংশও করি নাই—তিনি মহাদেবকে ভাঙ্গর, পাগল ইত্যাদি যত কটু বলিতে হয়, তাহা বলিয়াছেন এবং পৃথিবীর অন্ন হরণ করিয়া, ভোলানাথের ভিক্ষা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছেন—যে পর্য্যন্ত পুত্র না জন্মে সেই পর্য্যন্ত স্ত্রীকে ভরণপোষণ করিতে স্বামী সম্পূর্ণরূপে বাধ্য—আমি আমর স্বামী কন্দর্পরাজার জবানবন্দী করাইতে চাই। জুরীদের

মতে কন্দর্প রাজার জবানবন্দী লওয়া আবশ্যক মনে করিয়া, ভগবতী বীরভদ্রকে আদেশ করিলেন যে, শীঘ্র কন্দর্প রাজাকে উপস্থিত কর।

বীরভদ্র কন্দর্প রাজাকে হাজীর করিল। বিচার কর্ত্রী ভগবতী ছোটরাণীকে বলিলেন,—তোমার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইলে, জিজ্ঞাসা করিতে পার। ছোটরাণী তাহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কি কখনও আমাকে বৎসরে দুইজোড়া কাপড়ের বেশী দিয়াছেন? রাজা বলিলেন,—না তাহা কখনও দেই নাই। রাণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি আমার আহারের জন্য এক সের চাউল ও এক মুষ্টি ডাইল ভিন্ন আর কিছু বন্দোবস্ত করিয়াছেন? রাজা বলিলেন,—না করি তাই। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কখনও কি আমাকে কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করার জন্য অনুমতি করিয়াছেন? রাজা বলিলেন,—না কখনও অনুমতি করি নাই।

রাজার জবানবন্দী শেষ হইল। শেষ রাণী বলিলেন,—মা! আমি কষ্ট পাইয়া দুই একটা কটুবাক্য বলিয়া থাকিলে, তাহাতে কি আমার চিরকাল নরকভোগ করিতে হইবে, এমন পাপ হইয়াছে? আর অধিক কিছু বক্তব্য নাই। ইহা শুনিয়া ভগবতী সভাস্থ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ছোটরাণীব পাপ পুণ্য সম্বন্ধে আপনাদের মত কি? সভাস্থ সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন—ছোটরাণীর কোন পাপ পুণ্য নাই। বিচার কর্ত্রী ভগবতী জুরীদের মতে ঐক্য হইয়া আদেশ করিলেন যে, ছোটরাণী স্বর্গেও যাইতে পারিবে না এবং চিরকাল নরকভোগও করিবে না—হরিশ্চন্দ্র রাজা যেস্থানে আছেন—সেই স্থানে থাকিতে হইবে।

আহাম্মক্‌কা ফর্দ্দ।

ইরান্‌ সহর্‌ছে এক্‌ ছওদাগর্‌ একঠো দরিয়াবাজ ঘোড়া বেচনেকা ওয়াস্তে দিল্লী সহর্‌মে বাদ্‌সাকা হুজুর্‌মে আয়া (ইরান সহর হইতে এক সদাগর

একটা দরিয়াবাজ ঘোড়া নিয়া বিক্রী করার জন্য দিল্লী সহরে বাদসার নিকট আসিল)। বাদ্সা লাক্ রোপায়ামে ঘোড়া খরিদ্ কর্‌কে, দোছরা এক্‌ঠো লানেকা ওয়াস্তে ছওদাগর্‌কো বোলা (বাদসা লক্ষ টাকায় ঘোড়া খরিদ করিয়া আর একটী ঘোড়া খরিদ করিবার জন্য সদাগরকে বলিলেন)।

সওদাগর্ কাহা,—হুজুর! দছ হাজার্ রোপায়া বায়না দেনেছে, এক্ বরেছ্ বাদ্ ঘোড়া লেকর্ আনে ছাক্তা হায়্ (সদাগর বলিল,—হুজুর্। দশহাজার টাকা অগ্রিম বায়না দিলে এক বৎসর পরে ঘোড়া নিয়া আসিতে পারি)।

বাদ্সা দছ্ হাজার রোপায়া বায়না দিয়া (বাদসা দশ হাজার টাকা বায়না দিলেন)।

এছ্‌কা বহোৎ রোজবাদ—বাদসা বীরবল্‌কো হুকুম্ ছাদের্‌কিয়া কে হামারা এলাকামে কেতনা আহাম্মক্ হায়, ইছ্‌কা এক্‌ঠো ফর্দ্দকর (ইহার অনেক দিন পরে বাদসা বীরবলকে বলিলেন যে, আমার এলাকায় যত আহাম্মক আছে তাহাদের একটা ফর্দ্দ কর)! বীরবল এক ফর্দ্দ কিয়া ঐ ফর্দ্দকা পয়েলা লম্বরমে বাদসাকা নাম্ লিখা (বীরবল একটী ফর্দ্দ করিলেন এবং সেই ফর্দ্দে বাদসার নাম প্রথম নম্বরে লিখিলেন)।

বাদ্সা ফর্দ্দ দেখ্‌কর্ কাহা,—আহাম্মক্‌কা ফর্দ্দমে পয়েলা লম্বর্‌মে হামারা নাম্ লিখ্‌নেকা ছবাব্ কেয়া হায়্? (বাদসা ফর্দ্দ দেখিয়া বলিলেন,—আহাম্মকের ফর্দ্দে প্রথম নম্বরে আমার নাম লিখার কারণ কি)?

বীরবল কাহা, হুজুর্ যব্ আহাম্মক হায়্, তব্ পয়েলা লম্বরমে হুজুর্‌কা নাম্ লিখনা মোনাছেব্ হায়্ (বীরবল বলিলেন, হুজুর যখন আহাম্মক, তখন আপনার নাম প্রথম নম্বরে লিখাই কর্ত্তব্য)।

বাদ্সা কাহা,—হাম্ কওম্ বাৎকা ওয়াস্তে আহাম্মক্ হুয়া হায়্ (বাদসা বলিলেন,—আমি কি জন্য আহাম্মক হইলাম)?

বীরবল কাহা,—ছওদাগর্‌কা ঘর্ কওন্ মুলুক্‌মে হায়্, ইছ্‌কা ঠেকানা হায়্ নেই—উছ্‌কো দছ্ হাজার্ রোপায়া যব্ দিয়া, তব্ ইয়া কাম্ আহাম্মক্

ছেওয়ায়্ আওর্ কৈ নেহি কর্‌তা হায়্ (বীরবল বলিলেন যে, সদাগরের বাড়ী কোথায় তাহার ঠিকানা নাই, এমত অবস্থায় তাহাকে দশ হাজার টাকা যখন দিয়াছেন, তখন এই কার্য্য আহাম্মক ব্যতীত আর কেহই করে না)। হামারা আক্কেল্‌মে যব্ হুজুর্ আহাম্মক্ হায়্, তও হুজুর্‌কা নাম্ পয়েলা নম্বর্‌মে না লিখকর্ দোছ্‌রেকা নাম্ নেহি লিখ্ ছাক্তা হায়্ (আমার বিবেচনায় যখন হুজুর্ আহাম্মক তখন আপনার নাম প্রথম নম্বরে না লিখিয়া অন্যের নাম কি প্রকারে লিখিতে পারি)।

বাদ্‌সা কাহা,—আগর্ ছওদাগর্ ঘোড়া লেকর্ আবেগা তব্ কেয়া হোগা? (বাদসা বলিলেন যে, যদি সদাগর ঘোড়া নিয়া আসে, তবে কি হইবে)?

বীরবল্ কাহা,—হুজুর্‌কা নাম্ কাট্‌কে ছওদাগরকা নাম্ ভর্ দেগা—হামারা ফর্দ্দ নেহি ফিরেগা (বীরবল বলিলেন যে, আপনার নাম কাটীয়া সদাগরের নাম ভরিয়া দিব—আমার ফর্দ্দ কখনও ফিরিবে না)।

বাদ্‌সা পূছা,—ছওদাগর্ কওন্ বাৎকা ওয়াস্তে আহাম্মক্ হুয়া হায়্? (বাদসা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সদাগর কি জন্য আহাম্মক্ হইবে)?

বীর্‌বল কাহা,—মক্তমে দছ্ হাজার্ রোপায়া পায়া যব্ উয়া ফের্ আবেগা, তব্ উয়া আহাম্মক ছেওয়ায়্ আওর্ কেয়া হো ছাক্তা হায়্ (বীরবল বলিলেন যে, অক্লেশে দশ হাজার টাকা পাইয়া যদি সে পুনরায় ফিরিয়া আসে, তবে আহাম্মক ব্যতীত আর কি হইতে পারে)।

রাজার দৃষ্টি অথবা ঈশ্বরের কোপ।

কোন রাজা নিজ রাজ্যের অবস্থা দেখিবার জন্য বেলা দুই প্রহরের সময় একাকী ছদ্মবেশে বাহির হইলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া এক প্রজার বাড়ী উপস্থিত হইলেন। ঐ প্রজার ঘরের বাড়ান্দায় কতক গুলি ইক্ষুছিল। তথায় এক প্রাচীন স্ত্রীলোককে দেখিয়া বলিলেন যে, আমাকে

এক গ্লাশ ইক্ষু রস দেও। স্ত্রীলোকটী এক পাক ইক্ষু মোরণ দিয়া এক গ্লাশ রস বাহির করিয়া রাজাকে দিল।

রাজা ইক্ষু রস পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন। পরে মনে মনে ভাবিলেন যে, এক পাক ইক্ষুতে এক গ্লাশ রস হইল—একখানা ইক্ষুতে এক ঘটী রস হয়, সেই রসে অনেক গুড় হয় সেই গুড়ের অনেক মুল্য হয়—সেই হিসাবে আমাকে কিছুই খাজানা দেয় না।

রাজা ফিরিয়া যাইবার সময় পুনরায় ঐ স্ত্রীলোকটীকে বলিলেন যে, আমাকে আর এক গ্লাশ ইক্ষু রস দেও। স্ত্রীলোকটী চারি পাচ খানা ইক্ষু মোরণ দিল, গ্লাশ পূর্ণ হইল না। রাজা স্ত্রীলোকটীকে গ্লাশ পূর্ণ না হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন তদুত্তরে স্ত্রীলোকটী বলিলন, ইহার অন্য কোন কারণ নাই হয় ঈশ্বরের কোপ অথবা রাজার দৃষ্টি অন্য কোন কারণ নাই।

ইহা শুনিয়া রাজা মনে মনে স্থির করিলেন যে, আমিই সর্ব্বনাশ করিয়াছি আর কখনও প্রজার বাড়ী যাইব না। শেষ বাড়ী আসিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিলেন যে, আমার বংশধরগণ কখনও কোন প্রজার বাড়ী যাইতে পারিবে না যদি যায়, তবে সে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে।

কম্বল।

নৌকাবাহকেরা সুন্দরবনের মধ্যস্থিত কোন নদীতে নৌকা চালাইয়া যাইতেছিল। এমন সময় কিছুদূরে দেখিতে পাইল—কম্বলের ন্যায় কি একটা ভাসিয়া যাইতেছে। উহাদের মধ্যে একজন বিশেষ লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"ওখানা ঠিক কম্বল আমি ধরিব।" এই বলিয়া লাফ দিয়া জলে পড়িল এবং তাড়াতাড়ি সাতরাইয়া কম্বলের নিকট গেল।

শেষ কম্বল ধরিয়া দেখে কম্বল নহে—একটা প্রকাণ্ড ভল্লুক। ভল্লুক ঐ ব্যক্তিকে বিশেষরূপে আক্রমণ করিল। বিলম্ব দেখিয়া নৌকাস্থিত অন্যান্য

সকলে বলিল,—"যদি না পার তবে ছাড়িয়া দেও।" তদুত্তরে ঐ ব্যক্তি বলিল,—"আমি অনেকক্ষণ হয় কম্বল ছাড়িয়াছি, কিন্তু কম্বলে আমাকে ছাড়িতেছে না।"

এই প্রকার আজ কাল অনেকে এক এক কার্য্যে যোগদিয়া বসেন—শেষে নিজকে নিজে রক্ষা করিতে পারেন না।

ইক্ষুবন ও শিবাই।

কোন ইক্ষু বাগানে শিবাইপণ্ডিত নামক শৃগাল ইক্ষু খাইতেছেন। এমন সময় অপর একখানা ইক্ষুর মাথায় একটা ভেঙ্গরুলের বাসা দেখিতে পাইলেন। শিবাইপণ্ডিত মনে করিলেন যে, প্রায় সকল গাছের ফলই মিষ্ট, কিন্তু ইক্ষুর গাছ যখন এত মিষ্ট, তখন ইহার ফল যে অত্যন্ত মিষ্ট হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

এই প্রকার মনে মনে স্থির করিয়া শিবাইপণ্ডিত ভেঙ্গরুলের বাসার উপর কামর দিলেন—অমনি বাসা হইতে বহুসংখ্যক ভেঙ্গরুল বাহির হইয়া, শিবাইপণ্ডিতকে আচ্ছামত দংশন করিল। ইহাতে শিবাইপণ্ডিতের নাক মুখ ফুলিয়া উঠিল।

পরদিন প্রাতে অন্য এক শৃগাল, শিবাইকে জিজ্ঞাসা করিল—তোমার নাকে মুখে কি হইয়াছে? তদুত্তরে শিবাই বলিল :—

যাবজ্জীবন জীবা,
ইক্ষু বনে না যাইবেন শিবা।
যদি জান মন ভ্রমে,
ইক্ষু খাবেন, ইক্ষুর ফল খাবেন না আর ইহজন্মে।

বাদ্সাই চাল।

বাদ্সা বাঙ্গলামোলক্ ফের্নেকা ওয়াস্তে আক্র্, গঙ্গাকা কেনারামে তাম্বু ওঠাকর্ হুয়া কাছারী কর্কে বাঙ্গলামে যেৎনা রাজাথে ছব্‌কৈকো ছাত্ মোলাকাৎ কর্নেকা ওয়াস্তে বোলায়া। বাদ্সা আস্তে আস্তে ছব্‌কৈকো ছাৎ মোলাকাৎ কিয়া। পীছে বাদ্সা রাজালোক্‌কো পুছা,—ছোনো রাজা-লোক্—তোম্‌লোগুন্‌ছে এক্‌ঠো বাৎ পুছেগা।

রাজালোক্ কাহা,—হুজুর্! ফর্মাইয়ে।

বাদ্সা পুছা,—তোম্‌লোক্ যো মহাভারত্ পড়্‌তা হায়্, ওছ্‌মে বাৎঠো কেয়া হায়্—আওর্ উয়া পড়্‌নেছে কেয়া হোতা হায়্।

রাজালোক্ যওয়াব্ দিয়া,—হুজুর্! আগাড়ী যো রাজাথা দুর্যোধন আওর্ যুধিষ্ঠির উয়ালোক্ চাচার্ ভাই থা, উয়ালোক্ দোলোক্‌কা ওয়াস্তে জঙ্গ (যুদ্ধ) কিয়া হায়্, ঐছব্ বাৎ ওছ্‌মে লেখা হুয়া হায়্, উয়া পড়্‌নেছে বন্দালোক্‌কা ছওয়াব্ (পুণ্য) হোতা হায়্।

ইয়াবাৎ ছেন্‌কর্ বাদ্সা কাহা,—কেয়া আগাড়ী যো রাজাথা যুধিষ্ঠির আওর্ দুর্য্যোধন্, উয়ালোক্ জঙ্গ কিয়া এছিমে মহাভারত্ পয়দা হুয়া—আজ্ কাল্ হামবি তো জঙ্গ কর্তা হায়্—ইছ্‌কা মহাভারত হপ্তাকা বীচ্‌মে বানাদেও ছো না হোনেছে, হাম্ ছব্‌কৈকো কতল্ করেগা।

রাজালোক্ কাহা,—খোদাওন্! আগাড়ী যো মহাভারত্ পয়্দা হুয়া হায়্—ওছ্ ওয়াক্ত ব্যাছ্‌মুনি নম্‌কা এক্‌ঠো পণ্ডিতথা, উয়া মহাভারত্ বানায়া—হাম্‌লোক্ রাজ্‌ছাছন্ কর্তা হায়্—বন্দালোক্‌কা আন্দর্ পণ্ডিত্ হায়্ রাজা কেছেন্‌জী—উয়া মহাভারত্ বানানেকা মগ্‌দুর্ হায়্—রাজা কেছেনজীকা বন্দালোক্‌কা কুচ্ এক্তার্ নেহি হায়্।

ইয়া ছোন্‌কর্ বাদ্সা, রাজা কেছেন্‌জীকো পুছা,—কেছেন্‌জি! তোম্ পণ্ডিত্ হায়্?

কেছেন্‌জী কাহা,—খোদাওন্! বন্দা পণ্ডিত্ হায়্!

বাদ্সা কাহা,—হপ্তাকা বীচ্‌মে মহাভারত্ বানাদেও, ছো না হোনেছে তোম্‌কো কতল্ করেগা।

রাজা কাহা,—খোদাওন্! এক্ হপ্তামে নেহি হোগা, আওর্ বহোৎ খরচ্ গীড়েগা।

বাদ্সা কাহা,—কেত্না খরচ্ গীড়েগা—আওর্ কেত্না রোজমে হোগা?

রাজা কাহা,—একৃলাক্ রোপায়া দেনেছে, ছ মহিনামে হোগা, আওর্ পচাচ্ হাজার্ দেনেছে এক্ বরছ্মে হোগা।

বাদ্সা কাহা,—আগাড়ী যো বয়ান্ কিয়া, ছো মুঞ্জুর্ হায়্।

রাজা কাহা,—হুজুর! আগাড়ী আদিয়া দেনা হোতা হায়্।

বাদ্সা হুকুম ছাদের কিয়া,—লেযাও রোপায়া।

রাজা রোপায়া লেকর্ ঘর্মে আয়া।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই প্রকার গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া যার পর নাই চিন্তায় পতিত হইলেন; এবং মনে মনে স্থির করিলেন,—এই রাজ্য নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। এই সমস্ত ঘটনা গোপালভাঁড় কিছুই জানিত না। রাজার সঙ্গে ভারতচন্দ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ থাকিয়াও কোন প্রতিকার করিতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে গোপালভাঁড় রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে পূর্ব্ববৎ ব্যাঙ্গোক্তি করিতে লাগিল। রাজা গোপালকে বলিলেন,—আমার মন যার পর নাই অসুস্থ—এমন কি একেবারে ধনে প্রাণে সর্ব্বনাশ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। গোপাল উপস্থিত বিপদের কথা জিজ্ঞাসা করায়, রাজা পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণন করিলেন। গোপাল সমস্ত শুনিয়া বলিল,—মহারাজ! ভারতচন্দ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ আপনার সঙ্গে থাকিতে এই প্রকার বিপদগ্রস্থ হইলেন। ইহা শুনিয়া ভারতচন্দ্র বলিলেন যে, বাদ্সা মহাভারত প্রস্তুত করিতে বলেন—আমরা পণ্ডিত কাজেই বিপদগ্রস্থ হইয়াছি। গোপাল মহারাজকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—মহারাজ! সে যাহা হউক এক্ষণ উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিলে কি পারিতোষিক দিবেন? তদুত্তরে রাজা বলিলেন,—বাদ্সা পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়াছেন—সেই টাকা এবং ষ্টেট হইতে দশ হাজার টাকা তোমাকে দিব। গোপাল সম্মত হইয়া রাজাকে বলিলেন,—মহারাজ! আপনার বোট এবং নাগড়া নিশান ইত্যাদি সমস্তই আমার সঙ্গে

লইতে হইবে। ইহা শুনিয়া ভারতচন্দ্র বলিলেন যে, তুমি নাগড়া লইয়া কি করিবে? তথায় নাগড়া দেওয়ার ক্ষমতা বৰ্দ্ধমানাধিপতিরও নাই। গোপাল বলিল,—মহাশয়! আমি নাগড়া দিব, তাহাতে আমার অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহা হইবে। এইরূপ তর্ক বিতর্ক হওয়ার পর রাজা গোপালকে নাগড়া নিশান ও বোট দিলেন।

গোপাল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, ধুমধামের সহিত নৌকা ছাড়িলেন। যেস্থানে বাদসা তাম্বু উঠাইয়াছিলেন, তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া নৌকা লাগাইলেন এবং নাগড়া দিলেন।

বাদ্‌সা নাগ্‌ড়া ছোন্‌কর্ এক্ দর্‌ওয়ান্‌কো কাহা,—দেখো! কওন্ নাগড়া দিয়া—হামারা দিল্‌মে লাতা হায়্‌কে রাজা কেছেন্‌জী হামারা মহাভারত্ লেকে আয়া—ওছিমে হাম্‌কো খোয্ কিয়া ঐ বাৎকাওয়াস্তে নাগ্‌ড়া দিয়া—ছো না হোনেছে কেছ্‌কা মগ্‌তুর হায়্ নাগ্‌ড়া দেনেকা।

দর্‌ওয়ান্ যাকর্ পুছা,—কেছ্‌কা কিস্তী হায়?

গোপাল্ যওয়াব্ দিয়া,—রাজা কেছেন্‌জীকা কিস্তী হায়্।

দর্‌ওয়ান্ বাদ্‌সাকা হুজুর্‌মে আকর্ আরজ কিয়া,—খোদাওন! রাজা কেছেন্‌জীকা কিস্তী হায়্!

বাদ্‌সা কাহা,—ছোতো হাম্ আগারীই কাহা হায়্।

এছ্‌কা থোড়া ঘড়ী বাদ্ গোপাল্ বাদ্‌সাকা পাছ্ জাকর্ ছেলাম্ বাজায়া।

বাদ্‌সা গোপাল্‌ছে পুছা,—তোম্ কওন্ হায়্?

গোপাল্ যওয়াব্ দিয়া,—বন্দা রাজা কেছন্‌জীকা নওকর্ হায়্।

বাদসা পুছা,—হামারা মহাভারত্ হুয়া হায়্?

গোপাল্ যওয়াব্ দিয়া,—খোদাওন্! হুয়া হায়্—লেকেন্ থোড়া বাকী হায়্।

বাদ্‌সা পুছা,—কওন্ বাৎকা ওয়াস্তে বাকী হায়।

গোপাল্ যওয়াব্ দিয়া,—দো বাৎকা ওয়াস্তে বাকী হায়্।

বাদ্‌সা পুছা,—দো বাৎ কেয়া হায়্?

গোপাল্ যওয়াব্ দিয়া,—খোদাওন্! আগাড়ী যো রাজাথে যুধিষ্ঠির ওছ্‌কা

মাথে কুন্তীরাণী—কুন্তীরাণীকা চার্ঠো খছম্থে—আপ্কা মাবি মর্গেয়া বাপ্ বি মর্গেয়া—আবি বাপ্কা চার্ঠো নাম্ লিখ্ দেনেছেই হোগা—ওছ্মে কুচ্ আয়েব্ নেহি হায়্—লেকেন্ যুধিষ্ঠিড়কা যো জরু হায়্ দের্পদী ওন্কা পাঁচঠো খছম্ হায়্—বেগম্ ছাহেব্কা এক্ খছম্তো আব্ হেন্হেয়াৎমে হায়্—আওর্ চার্ঠো ওন্কা লেনা হোগা—ছো না হোনেছে মহাভারত্ নেহি পুরা হো ছাক্তা হায়্

ইয়া ছোন্কে বাদ্সা কাহা,—কেয়া হারাম্জাদা! তোম্ কেয়া বয়ান্ কর্তা হায়্—এক্ রেণ্ডীকা পাঁচ্ খছম্—তেরি মহাভরত ভরকে হাম্ পেসাব্ কর্তা হায়্।

গোপাল্ কাহা,—খোদাওন্! বহোৎ খরচ্ গেড়া হায়্—হুজুরকা দহোছৎমে লাক্ রোপায়াকাবাৎ বয়ান্ কিয়া হায়্—মগড় যেৎনা পণ্ডিত্ মাঙ্গায়া ওছ্মে তিন্ চার্ লাক্ রোপায়াকা কম্তি নেহি হোগা।

বাদ্সা কাহা,—তিন্ লাক্ হোয়ে আওর্ দছ্ লাক্ হোয়—উয়া ছালা আপ্না মুমে যো বয়ান্ কিয়া ওছ্কা জাস্তি হাম্ কবি নেহি দেগা—পচাচ্ হাজার্ দিয়া আওর্ পচাচ্ হাজার্ লেযাও।

গোপাল্ কাহা,—খোদাওন! বন্দাকা মুকাবাৎ রাজা নেহি ছুনেগা।

বাদ্সা হুকুম্ ছাদের্ কিয়াকে,—দেও ছালাকো একঠো পরওয়ানা দেকর্ ওঠাদেও—ওছকো দেখ্নেছে হামারা দেল্ জল্তা হায়্।

গোপাল বুদ্ধি কৌশলে এইরূপ ঘটনা ঘটাইয়া মহাভারত প্রস্তুত করা নিবারণ এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ গ্রহণ করতঃ রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। পরে রাজার নিকট বর্ণিত অবস্থা প্রকাশ করিলেন এবং বাদ্সাদত্ত পরওয়ানা দাখিল করায়, রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া গোপালকে পারিতোষিক দিয়া সার্টিফিকেট দিলেন।

ধোপাই বাজা।

কোন গ্রামে এক সম্ভ্রান্তব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি প্রায় সর্ব্বদাই মদ্যপান করিয়া নেশায় ভোর হইয়া থাকিতেন। একদা নেশার ঝোকে নিজ অধিকারস্থ কোন রায়তের পুত্রের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন।

বিবাহের দিন নির্দ্দিষ্টলগ্নে বর পঁহুছিতে বিলম্ব দেখিয়া কর্ত্তা বলিলেন, "নর শালাও রায়ত—বর শালাও রায়ত—তবে নর শালাটেই বিয়ে দেই।"

কর্ত্তার এই হুকুমের সময় কয়েকজন ধোপা নিকটে দাড়ান ছিল। কর্ত্তা তাহাদিগকে বলিলেন,—বাজা শালারা বাজা। ধোপাগণ বলিল,—কর্ত্তা আমরা ধোপা। কর্ত্তা বলিলেন, "আছ ধোপা শালারা ধোপাই বাজা।"

বীরবল্‌কা ভাঞ্জা।

এক্ রোজ্ বীরবলকা ছের্‌মে দরদ্ হুয়া হায়্—বাদ্‌সাকা দরবার্‌মে জানে ছাক্তা নেহি। ভাঞ্জাকো বোলাকে কাহা,—তোম্ দর্‌বার্‌মে যাকর্ হামারা কাম্ আঞ্জাম্ দেকেয়াও। ভাঞ্জা মামুকা বাত্ মোতাবেক্ বাদসাকা দর্‌বারমে চলা গেয়া।

বাদ্‌সা বীর্‌বলকো ভাঞ্জাকো দেখ্‌কে পুছা,—তোম্ কওন্ হায়্? ভাঞ্জা কাহা,—হাম্ বীর্‌বল্‌কা ভাঞ্জা হায়্। বাদ্‌সা পুছা,—তোম্ আয়া কওন্ বাৎকা ওয়াস্তে। বীর্‌বলকা ভাঞ্জা কাহা,—বীর্‌বল্‌কা ছের্‌মে দরদ্ হুয়া হায়্ ওন্‌কা কাম্ আঞ্জাম্ দেনেকা ওয়াস্তে আয়া হো।

বাদ্‌সা কাহা,—কেয়া বীর্‌ল্‌কা কাম্ তোম্‌ছে আঞ্জাম্ হোগা!

বীর্‌বল্‌কা ভাঞ্জা কাহা,—হুজুর্‌কা দোয়া হোনেছে হোগা।

বাদ্‌সা পুছা,—তোম্ হাজের্ জবাব্ দেনে ছেকেগা?

বীর্‌বল্‌কা ভাঞ্জা কাহা,—হুজুর্‌কা দোয়া হোনেছে ছেকেগা।

বাদ্‌সা বীর্‌বল্‌কা ভাঙ্গাকো হুকুম্ দিয়াকে বইঠো বীরবল্‌কা তয়েকামে।

এছকা থোড়া ঘড়ীবাদ্ বাদ্‌সা বীরবলকা ভাঙ্গাকো পুছা,—'দছ্‌ঠো গোড়ারকা বীচ্‌মে একঠো ভালা আদমী গীড়নেছে ওছকা কেয়া করনা চাহিয়ে (দশজন গোয়ারের মধ্যে একজন ভাল লোক বসিলে তাহার কি করা কর্ত্তব্য) মগর্ বীর্‌বল্‌কা ভাঙ্গা এছ্‌বাৎকা জওয়াব্ দেনে ছাকা নেহি। বাদ্‌সা উছকো ঠাট্টা করনে লাগা—আওর্ কাহা,—তোম্ বীর্‌বলকা ভাঙ্গা—তোম্ বীর্‌বলছে বি লায়েক্ হায়্। ভাঙ্গা ছের্‌নিচে্‌কর্‌কে রাহা, পীছে দর্‌বার্‌ছে চলে আয়া। উয়া বীর্‌বলকাছাৎ মোলাকাৎ নাকর্‌কে আন্দর্‌মে খানা খানেকা ওয়াস্তে বয়েঠা। বীর্‌বল্ এছকা এন্তেজারিমে বয়েঠ রাহা। পীছে এক্ নওকর্‌কো হুকুম্ দিয়াকে—হামারা ভাঙ্গা দর্‌বার্‌ছে আতানেই এছকা ছবাব্ কেয়া হায়্—তোম্ দেক্‌কে আও। উয়া আদ্‌মী দর্‌বার্‌ছে আকর্ জাহের্ কিয়া হুজুর্ উয়াতো চলে আয়া। দোছ্‌রা এক্ আদ্‌মী কাহা,—উয়া আন্দরমে খানা খাতা হায়্।

বীর্‌বল ইয়াবাৎ ছোন্‌কে গরম হোকে বয়ান্ কিয়া কে পাজিকা এন্তেজারিমে (অপেক্ষায়) বয়েনে আপ্‌ক্ গোছোল্ বি কিয়া নেই—পাজিকো বোলা লাও।

বীর্‌বল্‌কা ভঙ্গা হাজের্ হোকর্ ছেলাম্ বাজায়া আওর্ দস্তা বস্তা খাড়া রাহা।

বীর্‌বল ভাঙ্গাকো পুছা,—দর্‌বারকা খবর্ কেয়া হায়্? ভাঙ্গা কাহা,-বহোৎ বোরা হায়্। মগড়্‌যো যো বাৎ হুয়া তামাম্ বয়ান্ কিয়া পাছে বাদসা হুজুর্‌কা তাএকামে বয়েঠ্‌নেকা হুকুম্ দিয়া। এছ্‌কা থোড়াঘড়ী বাদ্ বাদ্‌সা পুছা,—"দছ্‌ঠো গোয়াড়কা বীচ্‌মে এক্‌ঠো ভালো আদ্‌মী গিড়নেছে ওছ্‌কা কেয়া কর্‌না চাহিয়ে।"

বীর্‌বল্ পুছা,—তোম্ কেয়া জবাব্ দিয়া?

বীর্‌বলকা ভাঙ্গা কাহা,—হাম্ কুচ্ জবাব্ দিয়া নেই।

বীর্‌বল্ পুছা,—তোম্ কেয়া কাম্ কিয়া?

ভাঙ্গা কাহা,—হাম্ ছের্ নীচ্ কর্‌কে রাহা।

ইহা ছোন্‌কর্ বীর্‌বল্ কাহা,—এইতো হুয়া তেরা জবাব্ কুচ্‌পর্‌ওয়া নেহি।

ছেপরিকো যব্ বীর্বল্ বাদ্সাকা হুজুরমে গেয়া তব্ বাদ্সা কাহা,--হঁা বীর্বল্ আয়া! তোমারা ভাঞ্জা তোম্‌ছে বি লায়েক হায়।

বীর্বল্ কাহা,—হুজুর! কেয়া হুয়া হায়্ ওছকাছাৎ হামারা মোলাকাৎ নেহি হায়্। মগড়্ ওছকাছাৎ যো যো বাৎ হুয়া বাদ্সা ছব্ বয়ান্ কিয়া পিছে বাদ্সা কাহা,—ওচ্ছে হাম্ পুছা হায়্‌কে "দছঠো গোয়ার্‌কা বীচ্‌মে একঠো ভালা আদ্মী গীর্‌নেছে ওছকা কেয়া কর্‌না চাহিয়ে।"

বীর্বল্ পুছা,--হুজুর! উয়া কেয়া জবার্ দিয়া হায়্।

বাদ্সা কাহা,—কুচ্ জবাব্ দিয়া নেহি।

বীর্বল্ পুছা,—তও কেয়া কাম্ কিয়া?

বাদ্সা কাহা,—উয়া ছেড়্ নীচেকর্‌কে রাহ।

বীর্বল কাহা,—হুজুর! ওছকা যো কর্‌না চাহিয়ে ছো দেক্‌লায়া দিয়া জবান্‌ছে কাহা নেহি—আপ বি ছমেজ্‌তা নেহি আপ্‌কা উজীর লোক বি ছোমেজ্‌তা নেহি—এছমে না লায়েক হুয়া হামারা ভাঞ্জা।

বাদ্সা ওছপর বহোৎ খোস্ হোকর্‌কে বীর্বল্‌কা ভাঞ্জাকো দোয়া কিয়া আওর্ নক্‌রীমে মকরর্ কিয়া।

বীর্বল আক্কেলকা বুনীয়াদ্‌মে নালায়েককো লায়েক বানায়া।

অদৃষ্ট।

কোন ব্রাহ্মণ ভিক্ষাদ্বারা কালযাপন করিতেন। তিনি লেখাপড়া কিছুই জানিতেন না। একদিন ব্রাহ্মণী একটি কবিতা লিখিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—আপনি এই কবিতা নিয়া রাজার নিকট জান রাজা অবশ্যই আপনাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিবেন। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীর উপদেশ মত কবিতা নিয়া রাজবাড়ী উপস্থিত হইলেন। রাজা কবিতা দৃষ্টি করিয়া দেওয়ানকে বলিলেন,—এই ব্রাহ্মণকে একশত টাকা দেন। দেওয়ান ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—তোমাকে একশত

টাকা কেন দিব। ব্রাহ্মণ বলিল, আপনার যাহা ইচ্ছা তাহা দেন। দেওয়ান খাতাঞ্চীকে বলিলেন—এই ব্রাহ্মণের নামে একশত টাকা খরচ লিখিয়া ২৫৲ টাকা দেও—বাকী ৭৫৲ টাকা আমার নামে আমানত জমা কর। খাতাঞ্চী ব্রাহ্মণকে বলিল,—ঠাকুর! সমস্তদিন ঘুরিয়া এক টাকাও পাও না—তোমাকে ২৫৲ টাকা কেন দিব। ব্রাহ্মণ বলিল,—আপনার যাহা ইচ্ছা তাহা দেন। খাতাঞ্চী পোদ্দারকে বলিল,—এই ব্রাহ্মণকে ৫৲ পাঁচ টাকা দেও। পোদ্দার বলিল,—ঠাকুর তোমার পক্ষে এক টাকা যথেষ্ট পাঁচ টাকা কেন দিব। ব্রাহ্মণ বলিল, আপনার যাহা ইচ্ছা দেন। পোদ্দার ব্রাহ্মণকে এক টাকা দিল।

ব্রাহ্মণ টাকাটী নিয়া বাড়ী যাইতেছেন, এমন সময় রাস্তায় অন্য এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। পরে ঐ ব্রাহ্মণের নিকট সকল ঘটনা প্রকাশ করিলে, ব্রাহ্মণ বলিল,—ঠাকুর! তেমোর অদৃষ্টে নাই। ব্রাহ্মণ বলিল,—মহাশয়! অদৃষ্ট কোথায় থাকে। ঐ ব্রাহ্মণ বলিল,—অদৃষ্ট জঙ্গলে গাছতলা ঘুমাইতেছে। ব্রাহ্মণ জঙ্গলে যাইয়া একটী মহাপুরুষকে নিদ্রিত অবস্থায় দেখিয়া, পা ধরিয়া ধাক্কা দিলেন। মহাপুরুষের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ব্রাহ্মণ মহাপুরুষের নিকট বর্ণিত অবস্থা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, মহাশয়! আমি একশত টাকা মধ্যে কেন এক টাকা পাইলাম। তদুত্তরে অদৃষ্ট বলিল,—আমি একটু চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলাম, ইহার মধ্যে তুই এক টাকা পাইয়াছ! আমার চক্ষু মেলা থাকিলে এক টাকাও পাইতি না।

মুররী রব মাধুরং।

শ্রীমতী রাধা রন্ধন করিতেছেন—এমন সময় কৃষ্ণ বাঁশি বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। তাহা শুনিয়া রাধা বলিলেন :—

মুরহর! রন্ধন সময়ে মুররী রব মাধুরং
নিরস ময়ধ রস তনু মাং কৃষানু রেতি :—

অর্থাৎ হে মুরহর! রন্ধন সময়ে মুরলী রব করিও না, তাহাতে শুষ্ক কাষ্ঠে রস জন্মে।

তদুত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন,—"তাহাতে তোমার হানি কি?" রাধা উত্তর করিলেন,—শুষ্ক কাষ্ঠে রস জন্মিলে তাহাতে ধুম হয়—ধুম হইলে আমার ক্লেশ জন্মিবে।

যো খোদেগা ঐ গীড়েগা।

একরোজ্ বাদসা বীর্‌বল্ ও উজীর্ তিনো ফের্‌নেকা ওয়াস্তে নেক্‌লেথে। রাস্তাকা কেনারামে যো জমীন্ হায়্, ঐ জমীন্‌মে থোড়া থোড়া পাণি হুয়া হায়্। ঐ পাণিকা বীচ্‌মে ছোক্‌রালোক্ গাড়া খোদ্দেথে। বাদসা দেখ্‌কে কাহাতা হায়্, পাণিকা বীচ্‌মে যো গাড়া খোদ্‌তা হায়্ উছ্‌মে আদ্‌মী গীড়েগা। উজীর্ কাহাতা হায়্,—খোদাওন্! ইয়া ঠিক বাৎ হায়্, পাণিকা বীচ্‌মে যো গাড়া খোদ্‌তা হায়্—আদ্‌মী পছনেগা নেহি জরুর্ গীড়েগা। বীর্‌বল্ কাহা,—খোদাওন্! আদমী নেহি গীড়েগা—"যো খোদেগা ঐ গীড়েগা"—আদ্‌মী কবি নেহি গীড়েগা। ইয়া ছোন্‌কে বাদসা বীর্‌বল্‌কা বাৎপর্ না খোষ হুয়া হায়্। এছ্‌রোজ্ ছুপ্‌কই আপনা আপনা ঘর্‌মে চল্ গেয়া।

এছ্‌কা চাঁদ্ রোজ্ বাদ, ফের্ তিনো ফের্‌নেকা ওয়াস্তে নেক্‌লা হায়্। এছ্‌রোজ্ বাদসা কেরেছ্ ছোর্‌কে আয়া। বাদসা বীর্‌বল্‌কো হুকুম ছাদের কিয়াকে—তোম্ আন্দর্‌ছে হামারা কেরেছ্ লাও।

বীর্‌বল্ বাদসাকা হুকুম্ মোতাবেক্ অন্দর্‌মে যাকর্—গোলাম্‌কো কয়্‌যায়া, বেগম্‌ছাহেব্‌কো পর্‌দাকা আন্দর্ যানে কহো। পীছে গোলাম্ বীর্‌বল্‌কো কাহা,—হুজুর্ বেগম্‌ছাহেব্ পর্‌দাকা আন্দর্ গিয়া—আবি হুজুর্ আনে ছাক্তা হায়্। বীর্‌বল্ বাদসাকা তক্তোপর্ ওঠ্‌কে কেরেছ্ ওতার্‌কে বাহের চলে গিয়া।

পীছে বেগম্ছাহেব্ তক্তোপর্ ওঠ্কে কাহা,—"হামারা হীরাকা অঙ্গস্তারী কওন্ লিয়া?" গোলাম্ যওয়াব্ দিয়া, হাম্ মালুম্ কিয়া বীর্বল্ যব্ কেরেছ্ লিয়া ওছ্ ওয়াক্ত বেসক্ বীর্বল্ লিয়া। ছবাব্ ওছ্কা এই হায়্ আন্দর্মে বীর্বল্ ছেওয়ায়্ আওর্ কই নেহি আয়া। বেগম্ছাহেব্ গোলাম্নে পুছা,—এছ্কা ফেকের কেয়া হায়্। গোলাম্নে বাতায়া শ্যাম্বাদ্ যব্ বাদ্সা ঘর্মে আবেগা, তব্ যাহের্ করো—জেছ্ ওয়াক্ত বীর্বল্ কেরেছ্ লেনেকা ওয়াস্তে আন্দর্মে আয়া, ওছ্ ওয়াক্ত হামারা অঙ্গস্তারী লিয়া এছ্কা আগড়্ এন্ছাপ্ না করো, তও আপনা ছের আপ্না তরপ্ছে দেগা। ইয়া ছলা দেকর্ গোলাম্ চলে গিয়া। গোলাম্কা ইয়াবাৎ কহেনেকা ছবাব্ এই হায়—গোলাম্কা ছাৎ বীর্বল্কা বহোৎ আদ্অথিতা এই ওয়াস্তে গোলাম্কো ওয়াস্তে বীর্বল্ বাদ্সাকা হুজুর্মে গোলাম্কা নেজ্বৎমে হামেসা ছোকোল থুরী কিয়া, অছি ওয়াস্তে গোলাম্ বীর্বল্কা ছের্মে চুরিকা তহমত্ দিয়া।

যব্ শ্যাম্ হুয়া তব্ উজীর্ উজীর্কা ঘর্মে গেয়া। বাদ্সা আন্দর্মে আয়া দেক্তা হায়্ কে বেগম্ছাহেব্ রোনা পীট্না কর্নে লাগা। বাদ্সা বেগম্ছাহেবছে পুছা,—তোম্ কওন্ বাৎকা ওয়াস্তে রোতা হায়্? দো তেন্ দফে পুছা, তও জবাব্ দেতা নেহি।

আখের্ বেগম্ছাহেব্ যওয়াব্ দিয়া কে, জেছ্ ওয়াক্ত বীর্বল্ কেরেছ্ লেনেকা ওয়াস্তে আন্দর্মে আয়া ওছ ওয়াক্ত হামারা অঙ্গস্তারী লিয়া। এছ্কা আগড়্ এন্ছাপ্ না করো, তও আপনা ছের্ আপনে দেগা। বাদ্সা পুছা,—তোম্ কেছ্তরে মালুম্ পায়া। বেগম্নে কাহা,—গোলাম্ হাম্কো বাতায়া।

বাদ্সা ইয়াবাৎ ছোন্কর্ গম্খায়া। কওন্ বাৎকা ওয়াস্তে গম্খায়া? বীর্বল্কা বাৎপর্ বরাএৎমাদ্ হায়্—আওর্ উয়া দর্জে আউয়াল্কা নওকর্ হায়্—ছব্ছে বড়া হায়্—লেকেন্ বেগম্ছাহেব্ যো বয়ান্ কর্তা হায়্ - ইয়াবাৎ বি বড়া খারাপ্ হায়্। কেয়া করে বীর্বল্কো মোকাবেলা লেকর্ কতোল্ করনেকা হুকুম্ দেনেছে আখ্মে ছরম্ মালুম হোতা হায়্। এই ছব্ বাৎ দেলমে ঠাড়াকর্ এক্ আদ্মিকো বোলায়া—কঁই হায়!

এক্ আদ্‌মী কাহা,—খোদাওন্!

বাদ্‌সা হুকুম্ দিয়াকে আগাড়ী দরওয়ান্‌কো বোলা লাও। আগাড়ী দর্‌ওয়ান্ আকর্‌কে ছেলাম্ বাজায়া—আওর্ কাহা,—খোদাওন্! গোলাম্ হাজের্ হায়।

বাদ্‌সা আগাড়ী দরওয়ান্‌কো হুকুম্ ছাদের্ কিয়াকে কাল্ আগাড়ী আনে আলাকো কল্লা হামারা ছাম্‌নে লাও (কারণ বীরবলের পূর্ব্বে অপর কেহ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিত না)। মগড়্ ইয়া হুকুম্ জান্তা হায়্ বাদ্‌সা আওর্ দর্‌ওয়ান্—গোলাম বি জান্তা নেই—বীরবল্ বি জান্তা নেই—বেগম্‌ছাহেব বি জান্তা নেই। আল্লাকা য়্যাএছা মর্‌জী হায়্ যব্ ফএজর্ হুয়া হায়্ তব্ বীর্‌বলকা পেটমে দরদ্ হুয়া হায়্, এই ওয়াস্তে বীর্‌বল্ ফএজর্‌কো দর্‌বার্‌মে আনে ছাক্তা নেহি। যব্ চার্ ঘড়ী ধুপ হুয়া হায়্—তব্ গোলাম্ খেয়াল কিয়াকে যব্ এত্‌না ধুপ হুয়া হায়—তব্ বীর্‌বল চল্ গেয়া—আবি হাম্ জানে ছাক্তা হায়। যব্ গোলাম্ আন্দর্‌মে চলা তব্ দরওয়ান্ ওছকো দো টুক্‌রা কিয়া।

এছ্‌কা থোড়া ঘড়ী বাদ বীর্‌বল আয়া দরওয়ান্‌সে পুছা হায়,—দরওয়ান্! ইয়া কেয়া হায়?

দরওয়ান্ কাহা,—বাদসাকা হুকুম হায়্।

বীরবল্ ইয়া দেখ্‌কর্ আন্দরমে চলে যাকর বাদ্‌সাকো ছেলাম বাজায়া বাদ্‌সা ছেলাম্ লিয়া নেহি। এছিমে বীরবল ছোমেজ্ লিয়াকে—কৈ বাৎকা ওয়াস্তে হামারা পর্ বাদ্‌সা খাপ্পা হুয়া হায়—কেয়াকরে বীরবল দস্তা বস্তা খাড়া রাহা। বাদ্‌সা দরওয়ানকা পর খাপ্পা হুয়াকে বীরবল কেস্তরে আয়া। বাদ্‌সা এক্ আদ্‌মীকো বোলায়া,—কই হায়!

এক্ আদ্‌মী আকে কাহা,—খোদাওন্!

বাদ্‌সা হুকুম্ দিয়াকে আগাড়ী দরওয়ান্‌কো বোলা লাও।

দরওয়ান্‌কা বাও হাতমে গোলামকা কল্লা ডান্ হাত্‌মে কেরেছ্ লেকর্‌কে বাদ্‌সাকো ছেলাম্ বাজায়া।

বাদ্‌সা পুছা,—কাল্ কেয়া হুকুম থা? দরওয়ান্ গোলাম্‌কা কল্লা দেখাকে কাহা,—যো হুকুম থা, ছো তামেল কিয়া।

বাদ্‌সা বীরবলছে পুছা,—এছ্‌কা মানে ছামায়েৎ বাতা দেও।

বীরবল কাহা,—হাম্‌তো এক্‌রোজ বাতায়া।

বাদ্‌সা কাহা,—কওন্ রোজ বাতায়া।

বীর্‌বল কাহা,—যো রোজ ছোক্‌রালোক পাণিকা বীচ্‌মে গাড়া খোদ্দেথে ওছ্‌রোজ্ আব্ আওর উজীর্ কাহা আদ্‌মী গীড়েগা—হাম্ কাহা,—"যো খোদেগা ঐ গীড়েগা।"

বাদ্‌সা ছোনেক লিয়ে গোলামনে বেগমছাহেবকা পাছ ঝটবাত বাতায়া— অছি ওয়াস্তে জল্‌দি এনছাপ হুয়া।

রতনেই রতন চিনে।

কোন রাজ পথের নিকট একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ ছিল। একদা ঐ বৃক্ষের ডালে একটা পেচী বসিয়াছিল। সেই সময় ঐ বৃক্ষের নীচস্থ রাস্তা দিয়া একটা ছুচানী যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া পেচী বলিল,—কোথা যাও বইন গন্ধেশ্বরী। ইহা শুনিয়া ছুচানী মনে মনে ভাবিল—আমাকে এত সাদরের সহিত কে ডাকিতেছে।

কিছুকাল পরে ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিল পেচী বসিয়া রহিয়াছে। পরে ছুচানী পেচীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "কি জিজ্ঞাসা কর বইন ত্রিভুবন সুন্দরী।" তদুত্তরে পেচী বলিল,—"না হবে কেন? বইন রতনেই রতন চিনে।"

বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে।

একদা মহাত্মা কালিদাস আপন পুত্রকে পাঠ পড়াইতেছেন যে:—

পঠ পুত্র সদানিত্যং অক্ষরং হৃদয়ং কুরু।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥

অর্থাৎ হে পুত্র! সর্ব্বদা শাস্ত্র অধ্যায়ন কর। নিত্য অক্ষর সকল অভ্যাস কর, কারণ রাজা নিজদেশেই পূজ্য কিন্তু বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজনীয়।

সেই সময় মহারাজ বিক্রমাদিত্য কোন কারণ বশতঃ তথায় গমন করিয়াছিলেন। এই প্রকার পাঠ শুনিয়া মহারাজ ক্রোধান্ধ হইলেন। তৎ-পর অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন যে, কালিদাসের হস্তপদাদি বন্ধনপূর্ব্বক নিবির অরণ্যে নিক্ষেপ কর। রাজার আজ্ঞা মাত্র তাহা সম্পাদিত হইল। রাজা আপন ভবনে প্রস্থান করিলেন।

কালিদাস তাদৃশী দশায় অরণ্য মধ্যে অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন, এমন সময় দুইজন দৈত্য "মাঘে শীত" কি মেঘে শীত এই কথা লইয়া তর্ক করিতে করিতে মাধ্যস্থের অন্বেষণে বহির্গত হইল। উভয়ে অরণ্য মধ্যে উপস্থিত হইয়া, কালিদাসকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি কে? বন্ধন অবস্থায় কেন? তুমি আমাদের মাধ্যস্থ হইবে? কালি-দাস তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিলেন,—আমি তোমাদের মাধ্যস্থ হইব, কিন্তু আমার এই অবস্থা মোচন করিতে হইবে। দৈত্যদ্বয় সম্মত হইলে কালিদাস উহাদের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন যে:—মাঘেও শীত নয়, মেঘেও শীত নয়, যত্র বায়ু, তত্রশীত।

মহাকবি কালীদাস এই প্রকার উত্তর দিয়া দৈত্যদ্বয়ের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিলেন। তখন তাহারা কালিদাসের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বন্ধন মোচন করিল এবং উৎকৃষ্ট বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিল। তিনিও দৈত্যসহবাসে সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

———

মারেও বান্ধেও।

কোন গ্রামে অনন্তরাম দত্ত নামক একব্যক্তি বাস করিত। অনন্তরাম অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক ছিল। অনন্তরামের স্ত্রী সর্ব্বেশ্বরী অত্যন্ত উগ্র স্বভাবের লোক, এমন কি সামান্য ক্রটী পাইলেই অনন্তরামকে উত্তম মধ্যম দিত।

একদিন অনন্তরাম ভুলে বাজার হইতে লবণ আনে নাই। অমনি সর্ব্বেশ্বরী বাহির কুড়ান ঝ্যাটা দ্বারা অনন্তরামের প্রাণান্ত করিতে অল্প বাকী রাখিল। অনন্তরাম মর্ম্মাহত হইয়া মনে মনে স্থির করিল যে, অদ্যই গলায় দড়ী দিয়া মরিব। কিছুকাল পরে সুযোগ পাইয়া অনন্তরাম একগাছি দড়ী নিয়া ঘরের বাহির হইল।

অনন্তরাম গলায় দড়ী দিয়া মরিতে জানে না। কি উপায় করিবেন, কাজেই কাপড়ের নীচে দড়ী লুকাইয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যখন অনন্তরাম তাহার বৈবাহিক কৃষ্ণলালের বাড়ীর দরজার উপর দিয়া যাইতে ছিল, তখন কৃষ্ণলাল অতি যত্নের সহিত অনন্তরামকে বাড়ী নিল। অনন্তরাম দড়ী গোপনে রাখিল।

কৃষ্ণলাল বেহাইকে বাটী রাখিয়া বাজারে গেল কৃষ্ণলাল বাজার হইতে দুগ্ধ আনে নাই। সেই অপরাধে তাহার স্ত্রী সর্ব্বজয়া অর্দ্ধ দগ্ধ কাষ্ঠ দ্বারা বিশেষ রকম উত্তম মধ্যম দিয়া শেষ ঘরের খুঁটীর সঙ্গে বন্ধন করিয়া রাখিল।

অনন্তরাম স্নান করিয়া ঘরে প্রবেশ কবিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণলালকে বন্ধন অবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বেহাই মহাশয়! একি কাণ্ড। কৃষ্ণলাল চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে করিতে বলিল,—আপনার বেহাইনে অগ্রে মারিয়া শেষ বন্ধন করিয়াছে। অনন্তরাম সর্ব্বজয়ার হাত পা ধরিয়া কৃষ্ণলালকে মুক্ত করিল এবং মনে মনে স্থির করিল যে, বেহাইকে "মারেও বান্ধেও" সে মরে না আমি কেন মরিব। এই ভাব দেখিয়া শুনিয়া অনন্তরাম দড়ী ফেলিরা বাড়ী গেল।

দান।

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুর অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। একদা কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পুত্রের যজ্ঞপবীত সম্পন্ন করার জন্য মহারাজের নিকট ভিক্ষা চাহিলেন। রাজা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কত টাকা হইলে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। তদুত্তরে ব্রাহ্মণ বলিলেন,—দুইশত টাকা হইলে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। রাজা দুইশত টাকা ব্রাহ্মণকে দিতে দেওয়ানকে আদেশ করিলেন।

দেওয়ান খাতাঞ্চীকে গোপনে বলিলেন যে, এইরূপ দান করিলে রাজত্ব থাকিবে না—দুইশত কতকগুলি তাহা রাজা কখনও দেখেন নাই—আপনি এই টাকা রাজার নিকট ঢালিয়া দিবেন—তবে কতকগুলি টাকা দেখিলে মহারাজের ভবিষ্যৎ বিবেচনা হইবে। খাতাঞ্চী, দেওয়ানের আদেশানুসারে দুইশত টাকা রাজার সম্মুখে ঢালিয়া দিলেন। টাকা দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, টাকা এখানে আনিয়াছ কেন। খাতাঞ্চী বলিলেন,—মহারাজ, ব্রাহ্মণকে হাতে ধরিয়া দিন। রাজা টাকা নিজ হাতে একত্র করিলেন এবং নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিলেন,—"এইত" এতে কি হইবে—আর এতগুলি দেও। ইহা শুনিয়া দেওয়ানজী মহাশয় লজ্জিত হইলেন।

সমাপ্ত।